হক পথ
হোক মনোরথ
Islamicalo.com

হকপথ
হোক
মনোরথ

আব্দুল হামীদ মাদানী

'বিধির বিধান মানতে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল,
বিশ্ব যদি কয় পাগল
আছেন সত্য মাথার 'পর
বেপরোয়া তুই সত্য বল,
বুক ঠুকে তুই সত্য বল।
(তখন) তোর পথেরই মশাল হয়ে
জ্বলবে বিধির রুদ্র চোখ,
বিধির বিধান সত্য হোক।
বিধির বিধান সত্য হোক।
' -নজরুল

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। মুসলিম-অমুসলিম সমস্ত মানুষের পালনকর্তা। "সমস্ত মানুষ (প্রথমে) এক জাতিই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল।" *(সূরা ইউনুস ১৯ আয়াত)*

একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্ট মানুষ এক সময় এক জাতিই ছিল। অতঃপর কালের আবর্তনে তারা শত-সহস্র মত ও পথ নিয়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

"মানুষ (আদিতে) একই জাতিভুক্ত ছিল। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করে।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, আসলে যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারাই শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সত্য-পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত ক'রে থাকেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ২১৩ আয়াত)*

মহান প্রতিপালকের ধর্ম একটাই, পথ একটাই। বিভিন্ন পথের মধ্যে হকপথ একটাই। মহান আল্লাহর একটি নাম আল-হাক্ব। তিনি মানুষকে হক পথের সন্ধান দেন, হক গ্রহণ করতে বলেন। হক কথা বলতে, হক পথে চলতে, হক বিচার করতে, হক প্রচার করতে, হকের অসিয়ত করতে উপদেশ দেন। হকপথ একটাই। তিনি সেই পথ অবলম্বন ক'রে সুখময় বেহেশ্তের হকদার হতে বলেন।

মহান সৃষ্টিকর্তার আদেশ, "নিঃসন্দেহে তোমাদের এ জাতি, একই জাতি। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার উপাসনা কর।" *(সূরা আম্বিয়া ৯২-৯৩ আয়াত)*

কিন্তু হক জানতে, চিনতে ও মানতে মানুষ বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে। নানা বাধা ও

অসুবিধা হকপথের অন্তরায় হয়। তা সত্ত্বেও সেই সমূহ বাধা ও অসুবিধা ডিঙিয়ে হকের নাগাল পেতে হয়, হককে সাদরে বুক পেতে হৃদয় খুলে স্থান দিতে হয়।

আবার হককে হক বলে মেনে নেওয়ার পরেও নানা প্রতিবন্ধকতা ও কষ্টের শিকার হতে হয়। হককে ভালবাসার পথে নানা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে অনেক হকপন্থী হকচ্যুতও হয়ে যায়, অনেকের পদস্খলন ঘটে, অনেকে হতাশার অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

আমি এই পুস্তিকায় কেবল সেই ভাইটির কথাই বলেছি, যে হকের সন্ধানে নিজের মনকে উদার করেছে এবং যে হকের দিশা পেয়ে কোন কষ্টে ভুগছে।

হিদায়াতী ভাইটি আমার! আল্লাহ তোমাকে হকের দিশা দিন, হকের উপর অবিচল থাকার তওফীক দিন, হকপথ তোমার মনোরথ হোক।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
৮/১২/২০০৯

হক আছে কোথায়?

মানুষের নিকট হক থাকতে পারে না। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নিজে নিজে হকের নাগাল পেতে সক্ষম নয়। হক আছে সৃষ্টিকর্তার নিকটে। তিনি হক বয়ান ক'রে দিয়েছেন, হক পৃথিবীর মানুষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর যাকে হক জানা ও মানার তওফীক দিয়েছেন, সে হক গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মানুষ হক-বিমুখ থাকে। আদি পিতা আদম ও মাতা হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)কে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তিনি বলে দিয়েছেন,

{اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও, পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ৩৮ আয়াত)*

{اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} (١٢٣) سورة طـه

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। *(সূরা ত্বাহা ১২৩ আয়াত)*

হক অবতীর্ণ ক'রে দেওয়ার পর হকের ধারক ও বাহক প্রিয় দূতকে ঘোষণা করতে আদেশ করলেন,

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ} (١٠٨) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি বল, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে, তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা তো নিজেদের ধ্বংসের জন্যই পথভ্রষ্ট হবে। আর আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।' *(সূরা ইউনুস ১০৮ আয়াত)*

সেই সাথে তিনি মানব জাতিকে সরাসরি সম্বোধন ক'রে বললেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (١٧٠) سورة النساء

অর্থাৎ, হে মানব! রসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এনেছে, সুতরাং তোমরা বিশ্বাস কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। আর তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশ ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা নিসা ১৭০)*

হকের বিবৃতি স্বরূপ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সেই দূতের উপর অবতীর্ণ করলেন। তিনি বলেন,

{وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (١٠٥) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যসহই তা অবতীর্ণ হয়েছে; আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১০৫ আয়াত)*

অতঃপর এ কথা পরিষ্কার ক'রে দিলেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ হকের দিশা দিতে পারে না। সুতরাং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁরই নির্দেশিত হক গ্রহণ করা জরুরী। তিনি বলেন,

{قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} (٣٥) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে সত্য পথের সন্ধান দেয়?' তুমি বলে দাও যে, 'আল্লাহই সত্য পথ প্রদর্শন করেন; তবে কি যিনি সত্য পথ প্রদর্শন করেন তিনিই অনুসরণ করার সমধিক যোগ্য, না ঐ ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া নিজেই পথপ্রাপ্ত হয় না? তাহলে তোমাদের কি হল ? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ?' *(সূরা ইউনুস ৩৫ আয়াত)*

যারা নাহককে 'হক' বলে দাবি করে, তারা আসলে নিজেদের ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করে। কোটি কোটি ডলার ব্যয় ক'রে সভ্য মানুষ নিজেকে বানর বানাতে চায়! অনুরূপ অনেক কিছুই। এ কি কেবল ধারণার অনুসরণ নয়? আর কল্পনা ও বাস্তব কি এক হতে পারে? মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ}

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ লোক শুধু ধারণার অনুসরণ করে; নিশ্চয়ই বাস্তব ব্যাপারে ধারণা কোন কাজে আসে না। তারা যা করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।

(ঐ ৩৬ আয়াত)

পূর্বে মানুষ একই জাতিভুক্ত ছিল। আল্লাহর প্রতি তওহীদের বিশ্বাসী ছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে মানুষের মনের বিকৃতি ঘটল। অন্যায় ও শির্কের প্লাবন এল পৃথিবীতে। তাতে হক বাতিলে পরিণত হল। মহান আল্লাহ নূহ ﷺ-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা রূপ বাতিলকে উৎখাত করার জন্য বহু চেষ্টা করলেন। পরিশেষে ব্যর্থ হয়ে বদ্দুআর মাধ্যমে ধ্বংসের প্লাবন আনলেন। পৃথিবী বাতিলমুক্ত হল।

তারপরেও আবার পৃথিবীকে বাতিল গ্রাস করল। যুগে যুগে নবীগণ বাতিল নিশ্চিহ্ন করার শত চেষ্টা করলেন। হক ও বাতিলের মাঝে কত সংঘর্ষ বাধল। সর্বযুগে হকের জয় হল।

সবশেষে শেষ নবী হক নিয়ে এলেন। তিনিও বাতিলের বিরুদ্ধে বহু লড়াই লড়লেন। মক্কা বিজয়ের পর যখন নবী ﷺ কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে তিনশ' ষাটটি মূর্তি রাখা ছিল। নবী ﷺ-এর হাতে ছিল একটি কাষ্ঠখন্ড বা লাঠি। তিনি তার ডগা দিয়ে মূর্তিগুলোকে খোঁচা দিচ্ছিলেন আর নিম্নের দু'টি আয়াত পড়ছিলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

{وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} (٨١) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বল, 'হক এসেছে এবং বাতিল বিলীন হয়েছে; নিশ্চয় বাতিল বিলীয়মান।' *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৮১ আয়াত)*

{قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (٤٩) سورة سبأ

অর্থাৎ, বল, 'হক এসেছে এবং বাতিল নতুন কিছু সৃজন করতে পারে না এবং পারে না পুনরাবৃত্তি ঘটাতে।' *(সূরা সাবা' ৪৯ আয়াত)*

মহান আল্লাহ এইভাবে বাতিলকে নিশ্চিহ্ন ক'রে হক প্রতিষ্ঠা করেন।

{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ }

অর্থাৎ, বরং আমি হক দ্বারা বাতিলের উপর আঘাত হানি; সুতরাং তা বাতিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেয়; ফলে বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, তার জন্য দুর্ভোগ তোমাদের! *(সূরা আম্বিয়া ১৮ আয়াত)*

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} (٤٨) سورة سبأ

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক হক অবতারণ করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।' *(সূরা সাবা' ৪৮ আয়াত)*

কিন্তু অবিশ্বাসীরা তার বিপরীত করতে চায়; তারা চায় হককে নিশ্চিহ্ন ক'রে বাতিল

প্রতিষ্ঠা করতে। যুদ্ধ ক'রে, মনগড়া আইন রচনা ক'রে, পাকে-প্রকারে হককে পরাজিত করতে চায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا} (٥٦) سورة الكهف

অর্থাৎ, আমি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু হক প্রত্যাখ্যানকারীরা বাতিল অবলম্বনে বিতন্ডা করে; যাতে তার দ্বারা হককে ব্যর্থ ক'রে দেয়। আর তারা আমার নিদর্শনাবলী ও যার দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, সে সবকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ ক'রে থাকে। *(সূরা কাহ্ফ ৫৬ আয়াত)*

কিন্তু জঘন্য এই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করেন। দুনিয়াতে বাতিলপন্থীদেরকে নিশ্চিহ্ন করেন। তিনি বলেন,

{كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} (٥) سورة غافر

অর্থাৎ, এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল এবং ওরা হককে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, ফলে আমি ওদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি! *(সূরা মু'মিন ৫ আয়াত)*

{فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ} (٥)

অর্থাৎ, হক যখনই তাদের কাছে এসেছে, তারা তা মিথ্যাজ্ঞান করেছে। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার (পরিণাম) সংবাদ তারা অবহিত হবে। *(সূরা আনআম ৫ আয়াত)*

অথবা আখেরাতে শাস্তি অবধার্য রাখেন। তিনি বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ} (٦٨) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নামে নয়? *(সূরা আনকাবূত ৬৮ আয়াত)*

পৃথিবীর সকল মানুষ নয়, বরং অধিকাংশ মানুষ হক ও সত্যকে মেনে নিতে চায় না।

তারা হককে অপছন্দ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} (٧٨) سورة الزخرف

অর্থাৎ, আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছে দিয়েছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্যবিমুখ ছিলে। *(সূরা যুখরুফ ৭৮ আয়াত)*

যেহেতু হক হল তিক্ত জিনিস। হক কথাতে বন্ধু বেজার। তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রত্যেক যুগেই একটি দল হককে মেনে নিয়ে ধন্য হয়েছে। মহান আল্লাহ সে কথাও বলেছেন।

{وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣) وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ} (٨٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে (সত্যের) সাক্ষীদের দলভুক্ত কর। আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবেন, তখন আল্লাহতে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কি কারণ থাকতে পারে?’ *(সূরা মাইদাহ ৮৩-৮৪ আয়াত)*

অবশ্যই তাঁরা জ্ঞানী মানুষ। সৃষ্টিকর্তার সাক্ষ্য মতেই তাঁরা জ্ঞানী। তিনি বলেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ}

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে -- যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭- ১৮ আয়াত)*

সেই জ্ঞানিগণ হক মেনে নিয়ে হকের পথ প্রদর্শনও করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} (١٨١) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা (অন্যকে) ন্যায় পথ দেখায় এবং ন্যায় বিচার করে। *(সূরা আ’রাফ ১৮১ আয়াত)*

পক্ষান্তরে অনেকে হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করেছে। হক-বাতিলে তালগোল পাকিয়েছে; অথচ তারা ছিল আসমানী কিতাবধারী। মহান আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (٧١)

অর্থাৎ, হে ঐশীগ্রন্থধারীরা! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন কর? *(সূরা আলে ইমরান ৭১ আয়াত)*

{وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٤٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। *(সূরা বাক্বারাহ ৪২ আয়াত)*

তারা জেনেশুনে হক প্রত্যাখ্যান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (١٤٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) তেমনই চেনে, যেমন তাদের পুত্রগণকে চেনে; কিন্তু তাদের একদল জেনেশুনে সত্য গোপন ক’রে থাকে। *(ঐ ১৪৬ আয়াত)*

অথচ মানুষের উচিত, হক অনুসন্ধান করা, হক গ্রহণ ও বরণ করা, পরস্পরকে হকের অসিয়ত করা। নচেৎ অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (٣) سورة العصر

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের। *(সূরা আস্‌র)*

হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব আবহমান কাল ধরে চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। কোন্‌টা হক আর কোন্‌টা বাতিল, কোন্‌টা সঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক, কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা অসত্য---এ নিয়ে মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থেকেছে, রয়েছে এবং থাকবে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা খোদ ঘোষণা করেছেন,

{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (١١٩) سورة هود

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তিনি সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়, আর এ জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা হূদ ১১৮-১১৯ আয়াত)*

মানুষ মতভেদ করতে থাকবে। অদৃশ্যের খবর তাদের কাছে নেই বলেই, তারা মতভেদ করবে। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকেও আদেশ ক'রে বলেছেন,

{قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (٤٦) سورة الزمر

অর্থাৎ, বল, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা হে আল্লাহ! তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি সে বিষয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা ক'রে দেবে।' *(সূরা যুমার ৪৬ আয়াত)*

তাই আল্লাহর রসূল ﷺ নামাযে দাঁড়িয়ে দুআয় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থ- হে আল্লাহ! হে জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রভু! হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক। *(মুসলিম)*

হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক হলেও মহান আল্লাহর কাছে তওফীক চেয়ে হক জানা ও মানার চেষ্টা করতে হবে। যে কোন একটি দলেই থেকে গেলে হবে না। বরং হকপন্থী দল অনুসন্ধান ক'রে তার অনুসরণ করতে হবে। মহান আল্লাহর আদেশ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ} (١١٩) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। *(সূরা তাওবাহ ১১৯ আয়াত)*

হক একটি অথবা একাধিক

হক একটি, হক ছাড়া যা আছে, তা বাতিল। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} (٣٢) سورة يونس

অর্থাৎ, সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। অতএব সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি আছে? তবে তোমরা (সত্য ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ? *(সূরা ইউনুস ৩২ আয়াত)*

অবশ্য কোন একটি হক কাজের নিয়ম-পদ্ধতি একাধিক হলে তার সবটাই হক। যেহেতু ইখতিলাফ ও তানবী' (মতভেদ ও প্রকারভেদ) এক জিনিস নয়। বহু আমল আছে যা ১, ২, ৩, ৪ বা ততোধিক রকমভাবে করলেও চলে। বরং কখনো এ রকম কখনো ঐ রকমভাবে আমল করাই সুন্নত। তা কিন্তু আসলে মতভেদের কারণে নয়। বরং তা উম্মাহর জন্য সহজ করার লক্ষ্যে শরীয়ত মৌলিকভাবেই এমন একাধিক প্রকারের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছে। আসলে এই তানবী' (আমলের প্রকারভেদ)ই হল উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ।

সাহাবী গুযাইফ বিন হারেস বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথম রাতে নাপাকীর গোসল করতেন, নাকি শেষ রাতে?' তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'কোন রাতে তিনি প্রথম ভাগে গোসল করতেন, আবার কোন কোন রাতে শেষ ভাগে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি বিতরের নামায প্রথম রাত্রিতে পড়তেন, নাকি শেষ রাত্রিতে?' তিনি বললেন, 'কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে বিত্র পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাত্রিতে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি (তাহাজ্জুদের নামাযে) সশব্দে ক্বিরাআত পড়তেন, নাকি নিঃশব্দে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি কখনো সশব্দে পড়তেন, আবার কখনো নিঃশব্দে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' *(মুসলিম, সহীহ আবূ দাউদ ২০৯, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬৩নং)*

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ বলেছেন, "বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে

অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।" *(বুখারী ৭৩৫২ নং, মুসলিম ১৭১৬ নং)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হল। নামাযের সময় হলে তাদের নিকট পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম ক'রে উভয়েই নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন পানি দ্বারা ওযু ক'রে পুনরায় ঐ নামায ফিরিয়ে পড়ল। কিন্তু অপর জন পড়ল না। তারপর তারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলে ঘটনা খুলে বলল। তিনি যে নামায ফিরিয়ে পড়েনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার আমল সুন্নাহর অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামাযও যথেষ্ট (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।" আর যে ওযু ক'রে নামায ফিরিয়ে পড়েছিল, তার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তোমার জন্য ডবল সওয়াব।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ৫৩৩নং)*

ইবনে উমার ﷺ বলেন, খন্দকের যুদ্ধ শেষে যখন নবী ﷺ ফিরে এলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনী কুরাইযাহ ছাড়া অন্য স্থানে (আসরের) নামায না পড়ে।" পথে চলতে চলতে আসরের সময় উপস্থিত হল। একদল বলল, 'সেখানে না পৌঁছে আমরা নামায পড়ব না। (কারণ, তিনি সেখান ছাড়া অন্য স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।)' অপর দল বলল, 'বরং আমরা পথেই নামায পড়ে নেব। (কারণ, নামাযের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। তাছাড়া) তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আসরের সময় হলেও আমরা নামায পড়ব না। (বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যেন তাড়াতাড়ি বনী কুরাইযায় পৌঁছে যাই, যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সময় হয়।' ফলে প্রথম দল পথিমধ্যে নামায পড়ল না। আর দ্বিতীয় দল পড়ে নিল।) অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট ঘটনাটি খুলে বলা হলে তিনি কোন দলকেই ভর্ৎসনা করলেন না। *(বুখারী ৯৪৬ নং, মুসলিম)*

এর অর্থ এই নয় যে, উভয় ফায়সালা ও সিদ্ধান্তই হক। যেহেতু তাঁদের দলীল দ্ব্যর্থবোধক। তাই প্রত্যেকের ধারণা এবং সিদ্ধান্তও ছিল সঠিক। আর তার জন্যই কোন পক্ষই নিন্দার্হ নয়।

যেমন একই বিষয়ে বহুমত থাকলে সেই মতকে গ্রহণ করা উচিত, যা হক ও সহীহ দলীল ভিত্তিক এবং বলিষ্ঠ। কক্ষণই সে মত গ্রহণ করা উচিত নয়, যা নিজের মনঃপূত ও যাতে নিজের স্বার্থ রক্ষা হয়। কার মত গ্রহণ করা হবে তা নিয়েও নিজের বিবেক-বিবেচনাকে কাজে লাগাতে হবে। কোন্ আলেম ইল্‌ম ও আমলে বড় তা নির্বাচন

করতে হবে সুস্থ মন-মস্তিষ্কের মাপকাঠিতে। মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি তোমার হৃদয়ের কাছে ফতোয়া নাও, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়েছে।" *(আহমাদ, দারেমী, সহীহুল জামে' ৯৪৮ নং)*

মতভেদ যখন আছে তখন খেয়াল-খুশী মতো একটির উপর আমল করলেই হয় না। বরং হক জানার চেষ্টা ক'রে যেটি হক বলে প্রকট হবে, সেটার উপরই আমল করতে হবে। কোন কোন আলেম বলেছেন, '(হক সন্ধান না ক'রে স্বার্থানুযায়ী যে কোন একটার উপর আমল করার) এই অভিমতের শুরুটা হল কুতার্কিক এবং শেষটা হল জরথুস্ত্রবাদিতা।' *(মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ১৯/১৪৪ দ্রঃ)*

ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন, 'সন্দেহহীন সত্য কথা এই যে, হক একটাই।' *(ইরশাদুল ফুহূল ২/১০৭০)*

তিনি আরো বলেন, 'কতই না নিন্দার্হ তাদের উক্তি, যারা আল্লাহর হুকুমকে মুজতাহিদদের কৃত ইজতিহাদের সম পরিমাণ (একাধিক) মনে করে। এ কথায় যেমন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্ তথা পবিত্র শরীয়তের সাথে বেআদবী রয়েছে, তেমনি তা নিছক একটি রায় মাত্র, যার কোন দলীল নেই এবং বিবেক-বুদ্ধিতেও তা অগ্রাহ্য। তাছাড়া তা সলফ ও খলফ সকল উম্মতের ইজমার খিলাপ। *(ঐ ২/১০৭১)*

যারা মনে করে যে, হক একাধিক, তাদের মতে যদি কোন মুসলিম ইজতিহাদ ক'রে ধারণা করে যে, অন্য ধর্ম অবলম্বন করেও পরিত্রাণ আছে, তাহলে সে সেই ধর্ম পালন ক'রে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে! অথচ এমন ধারণা কুফ্‌রী ও ইসলাম-বিরোধী। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٨٥)

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম আসার পর সকল দ্বীন রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র মুক্তির পথ হল ইসলাম। সৃষ্টিকর্তা বলেছেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত

করলাম। *(সূরা মাইদাহ ৩ আয়াত)*

সুতরাং বিশ্ব-মানবতার একমাত্র হক ধর্ম হল ইসলাম। কোন মানুষের জন্য ইসলামের পক্ষ ছেড়ে নিরপেক্ষ থাকা আদৌ বৈধ নয়।

আর ইসলামে সৃষ্ট নানা ফির্কার মাঝে আসল ইসলাম ও হকপন্থী জামাআত হল আহলে সুন্নাহ বা আহলে হাদীস। কেউ তাকে মুহাম্মাদী, ওয়াহহাবী, রফাদান, ফারাযী, সালাফী বা অন্য কিছু বলতে পারে।

عباراتنا شتى وحسنك واحد . . . وكل إلى ذاك الجمال يشير

অর্থাৎ, আমাদের উক্তি নানাবিধ, আর তোমার রূপ তো একই। সবই ঐ একই সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

হক চেনার উপায়

প্রশ্ন হল, হক চিনব কিভাবে? সবাই বলে, 'আমিই হকপন্থী। আমারই কাছে হক আছে। আমার ঘোলটাই মিষ্টি।' মহান আল্লাহ বলেন,

{فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (٥٣) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহু ভাগে বিভক্ত করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে, তা নিয়েই আনন্দিত। *(সূরা মু'মিনূন ৫৩ আয়াত)*

{مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (٣٢) سورة الروم

অর্থাৎ, যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত। *(সূরা রূম ৩২ আয়াত)*

স্বর্ণ চেনার জন্য কষ্টিপাথর আছে। দুধের বিশুদ্ধতা জানার জন্য ল্যাক্টোমিটার যন্ত্র আছে। শরীয়তের হক-নাহক জানার জন্যও মানদণ্ড আছে। আর তা হল, কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ।

দলীল ছাড়া 'জমি-জায়গা আমার' বলে দাবি করা চলে না। সঠিক দলীল হলে লোকে আমাকে 'আমার বাড়ি' বলে দাবিতে সত্যবাদী জানবে। দলীল যার, বাড়ি তার। লাঠি যার, মাটি তার নয়। জিসকী লাঠী উসকী ভেঁস নয়। জোর যার মুলুক তার নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতাও হকের দলীল নয়। চৌদ্দ-পুরুষের আমলও হকের দলীল নয়। হকের অবিসংবাদিত দলীল হল কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ এবং প্রয়োজনে সাহাবার সুন্নাহ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু

মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল 'বিদআত'। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

বাতিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, হককে হক বলে চিনতে বুদ্ধিভ্রম হবে। মুসলিম উম্মাহ দলে দলে, ফির্কায় ফির্কায়, জামাআতে জামাআতে বিভক্ত হবে। সকলেই দাবি করবে, তারাই হল হকপন্থী এবং তাদের বিরোধীরাই হল বাতিলপন্থী। অথচ প্রকৃতপক্ষে হকপন্থী হবে তারাই, যারা সাহাবাগণের বুঝ নিয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী হবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামী হবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

পূর্বেই বলা হয়েছে, অনুগামীদের সংখ্যাধিক্য হকের দলীল নয়। সংখ্যায় কম হলেও কষ্টিপাথরে যারা হকপন্থী, তারাই হকপন্থী। আর হকপন্থীর সংখ্যা কমই হয়ে থাকে; যেমন পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'হকের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।' *(ইবনে আসাকের, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

চিরকালে হকপন্থীর একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হক নিয়ে বিজয়ী থাকবে। তারা দুনিয়ায় সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে এবং আখেরাতে নাজাতপ্রাপ্ত হবে। সেই দলটিই হল, 'তায়েফাহ যাহেরাহ ও ফির্কাহ নাজিয়াহ।'

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "সর্বকালে আমার উম্মতের একটি দল হকের সাথে বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা উপেক্ষা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত) এসে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "শামবাসী অসৎ হয়ে গেলে তোমাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। আর চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত

কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।” *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (١٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৩ আয়াত)*

ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, উক্ত জাতি হল তারা, যাদের কথা (পূর্বোক্ত) হাদীসে বলা হয়েছে।

উলামাগণ বলেন, সেই দলের নাম হল ‘আহলে হাদীস।’

কিন্তু বিরোধীরা বলতে পারেন, ‘তা কেন?’

তার কারণ বর্ণনা ক’রে বলা যায় যে,

প্রথমতঃ আহলে হাদীসরাই বিশেষভাবে সুন্নাহ অধ্যয়ন করেন, হাদীসের সনদ সংক্রান্ত নানা জ্ঞানচর্চা তাঁরাই করেন, তাঁরাই অন্যান্য ফির্কার তুলনায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর তরীকা, নির্দেশ, চরিত্র, জিহাদ ইত্যাদি বিষয় বেশী জানেন।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম উম্মাহ নানা ফির্কা ও মযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক মযহাবের রয়েছে উসূল ও ফুরু (মৌল ও গৌণ নীতিমালা)। মযহাবীদের আছে নির্দিষ্ট কতকগুলি হাদীস, যা তাঁরা দলীলরূপে পেশ করেন ও তার ওপর নির্ভর করেন। তাঁরা একটি মযহাবের অন্ধভাবে পক্ষপাতিত্ব করেন ও তাতে যা আছে কেবল তাই মজবুতভাবে ধারণ করেন। অন্য কোন মযহাবের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না এবং তাকিয়েও দেখেন না। আর সম্ভবতঃ অন্য মযহাবে এমন হাদীস আছে, যা তাঁদের অনুকরণীয় মযহাবে নেই। আর এ কথা আহলে ইল্‌মদের নিকটে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক মযহাবের কাছে যে সকল হাদীস আছে, তা (অনেকাংশে) অপর মযহাবের নিকট নেই। আর এর ফলে মযহাবধারী অপর মযহাবে বর্ণিত অনেক সহীহ হাদীস থেকে বঞ্চিত থেকে যান। পক্ষান্তরে আহলে হাদীস এমন নন। বরং তাঁরা সেই সকল হাদীস গ্রহণ করেন, যার সনদ সহীহ; তাতে তা যে কোন মযহাবের লোকের কাছে হোক, তার বর্ণনাকারী যে কোন ফির্কার হন; যদি তিনি নির্ভরযোগ্য মুসলিম হন। হানাফী-মালেকী তো দূরের কথা, বর্ণনাকারী যদিও শিয়া হন অথবা ক্বাদারী অথবা

খারেজী, তবুও (সহীহ হলে) তাঁর বর্ণনা গ্রহণ ক’রে থাকেন।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) একদা ইমাম আহমাদ (রঃ)কে বলেছিলেন, ‘তোমরা আমার চাইতে হাদীস বেশী জানো। সুতরাং তোমাদের কাছে কোন হাদীস সহীহসূত্রে এলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি সেই হাদীস (ওয়ালা)র কাছে যাব, চাহে সে হিজাযী হোক অথবা কূফী হোক অথবা মিসরী হোক।’

বলা বাহুল্য, আহলে হাদীসগণ মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উক্তির অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করেন না। অথচ যাঁরা তাঁদের বিরোধী, যাঁরা আহলে হাদীস নন, যাঁরা হাদীস অনুযায়ী আমল করেন না, তাঁরা তাঁদের ইমামগণের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের উক্তির পক্ষপাতিত্ব করেন; যেমন আহলে হাদীসগণ তাঁদের নবীর উক্তির পক্ষপাতিত্ব করেন। আল্লাহ আহলে হাদীসদের সাথে আমাদের হাশর করুন। আমীন।

সুতরাং উক্ত বয়ানের পর আর কোন প্রশ্ন বাকী থাকে না যে, ‘আহলে হাদীসই কেন তায়েফাহ যাহেরা ও ফির্কাহ নাজিয়াহ?’ বরং আহলে হাদীসগণই মধ্যপন্থী উম্মাহ এবং সারা সৃষ্টির জন্য সাক্ষী।

খতীব বাগদাদী তাঁর ‘শারাফু আসহাবিল হাদীস’ গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁদের সমর্থনে ও বিরোধীদের খন্ডনে বলেন, নিন্দনীয় রায়-ওয়ালা যদি উপকারী ইল্‌ম অর্জনে ব্যাপৃত হত, রাব্বুল আলামীনের রসূলের সুন্নাহর অনুসন্ধান করত এবং ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত, তাহলে তাতে সেই জিনিস লাভ করত, যা অন্য কিছুর ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী করত এবং নিজস্ব রায়ের পরিবর্তে হাদীসকেই যথেষ্ট মনে করত। (......যেহেতু হাদীসেই রয়েছে শরীয়তের প্রয়োজনীয় সবকিছু।)

মহান আল্লাহ আহলে হাদীসকে শরীয়তের খুঁটি বানিয়েছেন। তাঁদের দ্বারা তিনি প্রত্যেক নিন্দনীয় বিদআতকে নিশ্চিহ্ন করেছেন। তাঁরাই হলেন সৃষ্টি জগতে আল্লাহর আমানতদার, নবী ﷺ ও তাঁর উম্মতের মাঝে সম্পর্ক সংযোগকারী, তাঁর মিল্লতের যথাসাধ্য হিফাযতকারী।

তাঁদের জ্যোতি দীপ্তিমান, তাঁদের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা প্রসিদ্ধ, তাঁদের নিদর্শন মুগ্ধকর, তাঁদের মযহাব স্পষ্ট এবং তাঁদের দলীল-প্রমাণ বলিষ্ঠ।

যে দল প্রবৃত্তিপূজারী, সে প্রবৃত্তির দিকেই রুজু করে। যে দল রায় নিয়ে খোশ, সে তাতেই নিরত থাকে। কিন্তু আসহাবে হাদীস একটি অনন্য দল। যার সরঞ্জাম হল আল্লাহর কিতাব, দলীল-প্রমাণ হল সুন্নাহ, রসূল হলেন তার দলপতি, তাঁর দিকেই

তার সম্পর্ক।

এ দলের লোক খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন না এবং (এঁর-ওঁর) রায়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁরা যা রসূল থেকে বর্ণনা করেন, তা গ্রহণ করা হয়। বর্ণনার ব্যাপারে তাঁরা আমানতদার ও নির্ভরযোগ্য। তাঁরা দ্বীনের রক্ষক ও প্রহরী। তাঁরা ইলমের ধারক ও বাহক। কোন হাদীস নিয়ে মতভেদ হলে, তাঁদের দিকেই রুজু করা হয়। অতঃপর তাঁরা যে সিদ্ধান্ত দেন, তারই ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য ও শ্রুত হয়।

তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক আলেম ফকীহ, উচ্চ পর্যায়ের বিচক্ষণ ইমাম, যাঁর দুনিয়ায় কোন লোভ নেই, যিনি মর্যাদায় বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুদক্ষ ক্বারী ও সুবক্তা।

আসহাবে হাদীসই মহা জামাআত এবং তাঁদের পথই সরল পথ।

প্রত্যেক বিদআতী তাঁদের আকীদায় বিশ্বাসী বলে প্রকাশ করে এবং তাঁদের মযহাব ছাড়া অন্য মযহাবের নাম প্রকাশ করার দুঃসাহসিকতা করে না। (অর্থাৎ, বিদআতীরা বলে, 'আমরাও সালাফী বা আহলে সুন্নাহ!')

তাঁদের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করবেন। তাঁদেরকে যারা উপেক্ষা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তাঁদের দল ছেড়ে যারা পৃথক হবে, তারা সফল হবে না।

নিজের দ্বীনে সতর্কতা অবলম্বনকারী তাঁদের পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী। তাঁদেরকে যারা কুনজরে দেখে, তাদের নজর ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়। আর আল্লাহ (তাদের বিরুদ্ধে) তাঁদেরকে সাহায্য করতে মহাশক্তিমান।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "সর্বকালে আমার উম্মতের একটি দল হকের সাথে বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা উপেক্ষা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত) এসে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম)*

আলী বিন মাদীনী বলেন, 'তাঁরা হলেন আহলে হাদীস; যাঁরা রসূলের মযহাব যত্নের সাথে অনুসরণ করেন। তাঁরা ইলমের প্রতিরক্ষা করেন। তাঁরা না থাকলে মু'তাযিলা, রাফেযাহ, জাহমিয়্যাহ, মুর্জিয়াহ ও আহলে রায়দের নিকট কোন সুন্নাহ থাকত না।

খতীব বাগদাদী আরো বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তায়েফাহ মানসূরাহকে দ্বীনের প্রহরী বানিয়েছেন, বিরোধীদের চক্রান্ত থেকে তাঁদেরকে দূরে রেখেছেন; যেহেতু তাঁরা মজবুত শরীয়ত সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেন এবং সাহাবা ও তাবেঈনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সুতরাং তাঁদের পেশা ও নেশা হল আসার (হাদীস) সংরক্ষণ করা, রসূল মুস্তাফা ﷺ-এর শরীয়ত সংগ্রহের জন্য বিপদ-সঙ্কুল ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করা এবং জলপথ ও স্থলপথ সফর করা।

তাঁরা হাদীস বর্জন ক'রে কোন রায় বা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন না। তাঁরা তাঁর শরীয়তকে কথায় ও কাজে বরণ ক'রে নিয়েছেন। তাঁর সুন্নাহকে সংরক্ষণ ও বর্ণনার মাধ্যমে হিফাযতে রেখেছেন; যার ফলে তার মূল অক্ষত থাকে। আর তাঁরাই ছিলেন এ কাজের অধিক হকদার ও অধিকারী।

কত বেদ্বীন আছে, যারা শরীয়তের সাথে অশরীয়তকে মিশ্রিত করতে চায়! মহান আল্লাহ আসহাবে হাদীস দ্বারা তা প্রতিহত করেন। সুতরাং তাঁরাই হলেন শরীয়তের স্তম্ভ-রক্ষক, শরীয়তের কর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক। যদি তার প্রতিরক্ষার কাজে কেউ ক্ষান্ত হয়, তাহলে তাঁরা তার জন্য সংগ্রাম করেন। তাঁরাই হলেন আল্লাহর দল। আর আল্লাহর দলই সফল হবে।

আহলে হাদীসের মর্যাদা প্রকাশ পায় এমন কতক প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ-

১। আহলে হাদীস মহানবী ﷺ-এর বাণী মানুষের মাঝে প্রচার করেন। আর তিনি বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে (আমার কোন) হাদীস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাকে হাদীস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর।" *(তিরমিযী)*

২। আসহাবে হাদীসকে তিনি সম্মান করার অসিয়ত করেছেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮০নং)*

৩। তিনি বলেছেন, "পরবর্তীদের মধ্যে প্রত্যেক ত্রুটিমুক্ত ব্যক্তি এই ইল্‌ম (হাদীস) বহন করবে। *(বাইহাক্বী, মিশকাত ২৪৮নং)*

৪। আসহাবে হাদীস---হাদীস প্রচারের ব্যাপারে রসূল ﷺ-এর খলীফা।

৫। রসূল ﷺ আসহাবে হাদীসের ঈমান বর্ণনা করেছেন।

৬। আসহাবে হাদীস আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (নাম উল্লেখ হওয়ার সাথে সাথে) সর্বদা তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। আর সে জন্য তাঁরা তাঁর বেশী নিকটবর্তী।

৭। নবী ﷺ সাহাবাদেরকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পর হাদীস অনুসন্ধানকারী লোক আসবে এবং তাঁর ও তাদের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন সনদ থাকবে।

৮। শরীয়তের আহকাম জানার একমাত্র উপায় হল (আসহাবে হাদীসের) সনদ।

৯। আসহাবে হাদীস রসূল ﷺ-এর আমানতদার। যেহেতু তাঁরা তাঁর সুন্নাহ সংরক্ষণ

ও প্রচার করেন।

১০। আসহাবে হাদীস সুন্নাহর প্রতিরক্ষা ক'রে দ্বীনের হিফাযত করেন।

১১। আসহাবে হাদীস রসূল ﷺ-এর ওয়ারেস। তাঁরা তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেড়ে যাওয়া সুন্নাহ ও হিকমতের ওয়ারেস হন।

১২। আসহাবে হাদীস সৎকাজের আদেশ দেন এবং মন্দকাজে বাধা প্রদান করেন।

১৩। আসহাবে হাদীস মধ্যপন্থী দল এবং তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

১৪। আসহাবে হাদীসই হলেন আবদাল ও আওলিয়া।

১৫। আহলে হাদীস না থাকলে ইসলাম মিটে যেত।

১৬। আসহাবে হাদীসই পরিত্রাণ পাওয়ার অধিক যোগ্য এবং সর্বাগ্রে বেহেশ্‌তে প্রবেশাধিকার পাওয়ার হকদার।

১৭। হাদীস শোনাতে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল নিহিত আছে।

১৮। আহলে হাদীসের হুজ্জতই সবার চেয়ে বলিষ্ঠ।

১৯। যে হাদীস ভালবাসে, সেই আহলে সুন্নাহর দলভুক্ত।

২০। যে হাদীস ও আহলে হাদীসকে অপছন্দ করে (অথবা রদ করে), সে বিদআতী।

২১। সলফগণ আহলে হাদীসের প্রশংসা করেছেন এবং রায় ও মানতেক-ওয়ালাদের নিন্দা করেছেন।

২২। হাদীস অনুসন্ধান (পঠন-পাঠন) করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

২৩। হাদীস বর্ণনা করা তসবীহ পড়া অপেক্ষা উত্তম।

২৪। হাদীস বর্ণনা করা নফল নামায অপেক্ষা উত্তম।

২৫। অনেক খলীফা হাদীস বর্ণনার আশা পোষণ করেছেন এবং এই বিশ্বাস পোষণ করেছেন যে, মুহাদ্দিসগণই সর্বশ্রেষ্ঠ উলামা।

উক্ত সকল কথা খতীব বাগদাদী তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ ক'রে হাদীস সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, নিঃসন্দেহে আহলে হাদীসরাই হকপন্থী।

আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই লখনবী (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টিতে বিচার করবে এবং অন্ধ পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থেকে ফিক্‌হ ও উসূলের দরিয়ায় ডুব দেবে, সে প্রত্যয়ের সাথে জানতে পারবে যে, যে সকল ফুরু ও উসূলের মাসায়েলে উলামাগণ মতভেদ করেছেন, তার অধিকাংশে মুহাদ্দিসদের মযহাব

অন্যান্যদের তুলনায় বলিষ্ঠ। আমি যখনই কোন বিতর্কিত মাসআলার উপত্যকায় বিচরণ করি, তখনই মুহাদ্দিসদের উক্তিকে ন্যায়পরায়ণতার অধিক নিকটবর্তী পাই। সুতরাং তাঁদের আমল কতই না সুন্দর! আল্লাহ তাঁদেরকে নেক প্রতিদান দিন। কেন নয়? যেহেতু তাঁরাই হলেন নবী ﷺ-এর প্রকৃত ওয়ারেস এবং তাঁর শরীয়তের সত্যিকার নায়েব। আল্লাহ যেন তাঁদের সাথে আমাদের হাশর করেন এবং তাঁদের ভালবাসা ও চরিত্রের উপর আমাদের মৃত্যুদান করেন। *(ইমামুল কালাম ১৫৬পৃঃ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৬৯)*

হক গ্রহণের পথে বাধাসমূহ

যতই গোপন করা হোক, হক মানুষের কাছে একদিন না একদিন স্পষ্ট হয়েই থাকে। সৌন্দর্য যতই লুক্কায়িত থাকুক না কেন, একদিন তা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই থাকে। কিন্তু হক কবুলের পথে একাধিক বাধা আছে। যে বাধার ফলে মানুষ হক গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। হক সূর্যবৎ প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও তা বরণ করতে পারে না। প্রধান প্রধান বাধা নিম্নরূপ ঃ-

❁ ঈমান বা বিশ্বাস না রাখা

হকের প্রতি ঈমান না রাখা হক গ্রহণের প্রধান বাধা। আল্লাহ, রসূল, কুরআন ও ইসলামের ব্যাপারে অবিশ্বাস রাখলে হক গৃহীত হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না। যার প্রতি বিশ্বাস নেই, সে আদরণীয় ও বরণীয় হয় কি ক'রে?

হক এসেছে বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর তরফ থেকে। যে বিশ্বাস করবে, সে তা গ্রহণ করবে। আর যে অবিশ্বাস করবে, সে তা প্রত্যাখ্যান করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً} (٢٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয়স্থল। *(সূরা কাহফ ২৯ আয়াত)*

পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী, তারাও আসলে বাতিলে বিশ্বাসী। তাদের কাছে হক সমাদৃত নয়। পক্ষান্তরে বিশ্বাসিগণ সাদরে হক বরণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} (٣) سورة محمد

অর্থাৎ,এটা এই জন্য যে, যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা মিথ্যার অনুসরণ করেছে এবং যারা বিশ্বাস করেছে, তারা তাদের প্রতিপালক হতে (আগত) সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩ আয়াত)*

❁ অজ্ঞতা

হক সম্বন্ধে অজ্ঞতা, হককে বাতিল বলে ভ্রম, হকপন্থীকে বাতিলপন্থী বলে ধারণা ইত্যাদি হক গ্রহণে একটি বড় বাধা।

হক ও বাতিলের মাঝে কোন সাদৃশ্য নেই, কোন সামঞ্জস্য নেই। অবশ্য যে উভয়ের পার্থক্য বুঝে না, তার কাছে তালগোল খেয়ে যায়। (যেমন যাদুকে কারামত মনে করে। হকপন্থীকে ওয়াহাবী ইত্যাদি নাম দিয়ে বাতিলপন্থী ধারণা করা।) ভেজাল খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে খাঁটি কিছু দিলে খাঁটিকেই ভেজাল অনুভূত হয়।

ওরা মনে করে, আমরা মূর্তিপূজা করি, তা আমাদের জন্য কিয়ামতে সুপারিশ করবে।

আমরা মূর্তিপূজা করি, তা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে!

আমরা মাযারে যাই, আল্লাহর ওলী আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে চেয়ে দেবেন!

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (٢٤) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} (٢٥) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, ওরা কি তাঁকে ভিন্ন বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটিই আমার সঙ্গে যা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটিই উপদেশ ছিল পূর্ববর্তীদের জন্য। কিন্তু ওদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।' আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর'-এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন রসূল প্রেরণ

করিনি। *(সূরা আম্বিয়া ২৪-২৫ আয়াত)*

হক যখন এল এবং তার প্রমাণে কিছু অলৌকিক কর্মকান্ড প্রদর্শিত হল, তখন বাতিলপন্থীরা চোখ বন্ধ ক'রে যাদু বলে দিল! মূসা ﷷ তার জবাবে বলেছিলেন,

{أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ} (٧٧) سورة يونس

অর্থাৎ, সত্য যখন তোমাদের কাছে পৌঁছল, তখন সে সম্পর্কে তোমরা কি বলছ, এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো সফলকাম হয় না! *(সূরা ইউনুস ৭৭ আয়াত)*

অনেকে না জেনে হকপন্থী নবীকে 'কবি' বলেছে, 'পাগল' বলেছে! মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٦٩) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} (٧٠) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে? অথবা তারা কি বলে যে, সে পাগল? বস্তুতঃ সে তাদের নিকট সত্য এনেছে। আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। *(সূরা মু'মিনূন ৬৯-৭০ আয়াত)*

পক্ষান্তরে জ্ঞানী মানুষরা না জেনে মন্তব্য করেন না। হক তাঁদের সামনে পেশ করা হলে, তাঁরা তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন। সত্যতা প্রকাশ না পেলে চুপ থাকেন; সপক্ষে-বিপক্ষে কোন কথা বলেন না। পক্ষান্তরে অজ্ঞানীরাই অজানা বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। বিশেষ ক'রে তা যদি তাদের চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারের বিরোধী হয় তাহলে।

❁ অন্ধানুকরণ, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব, তকলীদ

কেউ যদি বলে, 'আমার কাছে আমার মা-ই সবার চেয়ে সুন্দরী।'

কেউ যদি বলে, 'আমার কাছে আমার ভাষাই বেশী সুন্দর।'

কেউ যদি বলে, 'আমার কাছে আমার দেশটাই সবচেয়ে সুন্দর।'

কেউ যদি বলে, 'আমার কাছে আমার দেশের লোকই সবচেয়ে ভাল।'

কেউ যদি বলে, 'আমার কাছে আমার বাপ-দাদার পন্থাই সবার চেয়ে উত্তম।'

কেউ যদি বলে, 'আমার কাছে আমার উস্তাযদের পন্থাই সবার চেয়ে উত্তম।'

কেউ যদি বলে, 'আমার কাছে আমার নিজের ঘোলটাই মিষ্টি।'

তাহলে সে আর কিভাবে হক গ্রহণ করতে পারে?

যে ব্যক্তি অন্ধভাবে কারো অনুকরণ করে, সে ব্যক্তির হক জানার আগ্রহটুকুও

থাকতে পারে না।

যে ব্যক্তি চিরাচরিত প্রথার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়, সেও সত্যের কাছে পৌঁছতে সক্ষম নয়।

যে ব্যক্তি বিজাতির অন্ধানুকরণ করে, সে হক কিভাবে গ্রহণ করতে পারে? আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি তারা যদি সান্ডার (গোসাপ জাতীয় একপ্রকার হালাল জন্তুর) গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর (প্রকাশ্যে) স্ত্রী-সংগম করে, তবে তোমরাও তা করবে)!" সাহাবাগণ বললেন, 'আল্লাহর রসূল ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা?' তিনি বললেন "তবে আবার কারা?" *(বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)*

কেউ চার মযহাবের এক মযহাবের তকলীদে বিশ্বাসী, বিধায় তিনি হক গ্রহণ করেন না, করতে পারেন না। তাঁর নিকট হক প্রকাশ পেলেও ওজর দেখিয়ে বলেন, 'কিন্তু আমাদের মযহাবে এটা নেই!' যদি বলা হয়, 'সহীহ হাদীসে এরূপ আছে', তাহলেও তিনি ঐ একই কথা বলবেন।

চার মযহাবের মধ্যে কোন এক মযহাবের তকলীদে বিশ্বাসীরা বলেন, 'ইজতিহাদের দরজা বন্ধ।'

তাঁরা বলেন, 'আমাদের ইমাম যা জানেন, সেটাই ঠিক।'

তাঁরা বলেন, 'আমাদের মযহাবটাই সঠিক।'

তাঁরা যেন দাবী করেন, 'আমাদের ইমাম সমস্ত সহীহ হাদীস জানতেন।' অথচ তা অসম্ভব।

তাঁরা দাবী করেন, 'এক মযহাবের তকলীদ করা ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইজমা আছে।' অথচ এ কথা শুদ্ধ নয়।

তাঁরা অন্ধের মত অনুকরণ করেন। অর্থাৎ, সামনে যিনি আছেন, তিনি যেখানে পা রাখছেন, পশ্চাতে তিনিও অন্ধের মতই পা রেখে পথ চলছেন। তিনি চোখ খুলে তাকিয়ে পথ চলেন না। অর্থাৎ, চক্ষুষ্মানের মত অনুসরণ করেন না। যাতে সামনে যিনি আছেন, তাঁর পা খালে পড়লেও তিনি অন্ততঃপক্ষে খালে পা না দিয়ে চলতে পারেন। বরং সামনের রাহবারের পা খালে পড়লে, তাঁর পাও খালে পড়া জরুরী মনে করেন। এমন অনুকরণকারীর দলীলী আলোর প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, কানার রাত-দিন সমান। আলো দেখালেও তিনি দেখতে পান না।

দাদুপন্থীরা পরম ভক্তির সাথে বাপ-দাদার অন্ধভাবে অনুকরণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি বিড়াল বেঁধে ভাত খেত। অনেকে দেখে অবাক হয়। লোকটি বিড়াল বেঁধে ভাত খায় কেন? সাথে খেতে এলে সে তো তাড়াতে পারে, তাহলে তাকে বাঁধা কেন?

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে বলল, 'আসলে আমার আব্বাজান এইভাবে বিড়াল বেঁধেই ভাত খেতেন, তাই আমিও খাচ্ছি। অবশ্য কারণ জানা নেই।'

কোন এক মুরুব্বীকে প্রশ্ন ক'রে জানা গেল ঐ লোকের দাদাজান নাকি বিড়াল বেঁধে ভাত খেতেন এবং সেই ট্রেডিশন ওর বংশে চলে আসছে। তবে ওর দাদাজান অন্ধ ছিলেন। দাদীজান ভাত দিলে দাদাজানের পাত থেকে বিড়ালে মাছ-মাংস তুলে খেয়ে নিত। তাই ভাত দেওয়ার আগে বাড়ির বিড়ালটাকে বেঁধে দিত। তাই দেখে তার বংশের লোকেদের মাঝে উক্ত আচরণ অভ্যাসে পরিণত হয়!

অথচ এমন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তার দাদাজান অন্ধ ছিলেন বলেই বিড়াল বেঁধে ভাত খেয়েছেন, কিন্তু সে তো আর অন্ধ নয়। বড় দুঃখের বিষয় যে, যুগে যুগে দাদুপন্থীরা ঐ বংশের লোকেদের মত একই আচরণ ক'রে আসছে। কুরআনে সেই আচরণ ও অভ্যাসের খণ্ডন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} (١٧٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার তোমরা অনুসরণ কর।' তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে (মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি, তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎ পথেও ছিল না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭০ আয়াত)*

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ} (١٠٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো', তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও? *(সূরা মাইদাহ ১০৪ আয়াত)*

এই কারণেই প্রত্যেক ইমাম অন্ধ-অনুকরণ করা হতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

তাঁরা সামনের দলীল দেখে ফায়সালা দিয়েছেন এবং বলে গেছেন, 'সহীহ হাদীসই আমার মযহাব।'

সুতরাং অন্ধভাবে অনুকরণ হবে একমাত্র রসূল ﷺ-এর। দলীলের অভাবে সাময়িকভাবে কোন ইমামের অনুকরণ করা হলেও জেনে রাখতে হবে যে, পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বাতিল, কাবার সামনে কিবলা দেখার জন্য কম্পাসের দরকার নেই। সহীহ হাদীস জানা হয়ে গেলে আর কোন মযহাবের তকলীদ বৈধ নয়।

অসৎ আলেম-উলামার তকলীদ, শত্রুপক্ষের ভাড়াটিয়া আলেমদের অন্ধানুকরণ, গোঁড়া অন্ধ পক্ষপাতগ্রস্ত নিম আলেমদের অন্ধানুকরণ হক গ্রহণে অবশ্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

দেশগত বা ভাষাগত অন্ধ পক্ষপাতিত্বও হক গ্রহণের পথে অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনৈতিক নেতাদের অনুকরণ পথভ্রষ্টতার কারণ হতে পারে।

স্বামীর একনিষ্ঠ অনুকরণ স্ত্রীর ভ্রষ্টতার বড় কারণ হতে পারে।

সমাজের বৈষয়িক নেতা-মোড়লদের তকলীদও হককে হক বলে মেনে নেওয়ার রাস্তায় কাঁটা হতে পারে। বড়, বুযুর্গ ও নেতাদের অন্ধানুকরণ ক'রে যারা পথভ্রষ্ট, মহান আল্লাহ তাদের কথা আল-কুরআনের কয়েক স্থানেই আলোচনা করেছেন।

[يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (٦٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً] (٦٨)

অর্থাৎ, যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমন্ডল উল্টেপাল্টে দগ্ধ করা হবে, সেদিন ওরা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূলকে মান্য করতাম!' তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় বড় লোক (বুযুর্গ)দের আনুগত্য করেছিলাম, সুতরাং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং মহা অভিসম্পাত কর।' *(সূরা আহযাব ৬৬-৬৮- আয়াত)*

[وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ (٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (٣٣) سورة سبأ

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা এ কুরআনে কখনও বিশ্বাস করব না, এর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও নয়।' আর তুমি যদি দেখতে, যখন সীমালংঘনকারীদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে, তখন ওরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে, যারা দুর্বল (অনুসারী) ছিল তারা দাম্ভিক (অনুসৃত)দেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাসী হতাম।' যারা দাম্ভিক (অনুসৃত) ছিল তারা দুর্বল (অনুসারী)দেরকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের কাছে সৎপথের উপদেশ আসার পর তা গ্রহণ করতে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো অপরাধী ছিলে।' আর যারা দুর্বল (অনুসারী) ছিল তারা দাম্ভিক (অনুসৃত)দেরকে বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিন-রাত আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে, যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর অংশী স্থাপন করি।' যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন মনে মনে অনুতপ্ত হবে। আমি অবিশ্বাসীদের গলদেশে বেড়ি পরাব। ওরা যা করত তারই প্রতিফল ওদেরকে দেওয়া হবে। *(সূরা সাবা' ৩১-৩৩ আয়াত)*

[إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ النَّارِ] (١٦٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন অনুসৃত ব্যক্তিবর্গরা অনুসারীদের প্রতি বিমুখ হবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীরা বলবে, 'হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল!' এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলীকে তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন। আর তারা কখনও আগুন হতে বের হতে পারবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৬- ১৬৭ আয়াত)*

[وَبَرَزُواْ للهِّ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِّ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ] (٢١) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে; যারা অহংকার করত দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।' *(সূরা ইব্রাহীম ২১ আয়াত)*

[وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنْ النَّارِ (٤٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ] (٤٨)

অর্থাৎ, যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা প্রবলদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?' প্রবলেরা বলবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দাসদের মাঝে ফায়সালা ক'রে দিয়েছেন।' *(সূরা মু'মিন ৪৭-৪৮ আয়াত)*

[وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنْ الْجِنِّ وَالإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنْ الأَسْفَلِينَ] (٢٩) سورة فصلت

অর্থাৎ, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে ওরা লাঞ্ছিত হয়।' *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ২৯ আয়াত)*

নেতা-মোড়লদের মুখ রাখতে গিয়েই মহানবী ﷺ-এর পৃষ্ঠপোষক চাচা আবু তালেব হক গ্রহণ করতে পারেননি।

তাঁর যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিন। আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সাক্ষ্য দেব। এই কলেমা দলীল স্বরূপ পেশ ক'রে আপনার পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করব।"

কিন্তু পাশে বড় বড় নেতারা বসে ছিল। আবূ জাহল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া বলল, 'আপনি কি শেষ অবস্থায় বিধর্মী হয়ে মরবেন? আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন?'

যতবার মহানবী ﷺ তাঁর উপর পরিত্রাণের জন্য ঐ কালেমা পেশ করেন, ততবার তারা তা নাকচ ক'রে দেয়। ফলে কলেমা না পড়েই তাঁর জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়।

(বুখারী-মুসলিম)

খালেদ বিন অলীদকে বলা হল, 'তোমার জীবনে এত বছর কেটে গেল, অথচ ইসলামের নূর দেখতে পেলে না (এত দেরীতে দেখতে পেলে)?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাদের সামনে এমন লোক ছিল, যাদের বিবেক-বুদ্ধি পাহাড়তুল্য জ্ঞান করতাম, তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। (তাই আমিও করিনি!)' তারা ছিল অলীদ বিন মুগীরাহ, আম্র বিন হিশাম, উতবা, শাইবা, আবূ জাহল প্রভৃতি জাঁদরেলরাই ইসলামের আলো দেখতে দেয়নি।

ইসলামী জীবনেও কারো অন্ধানুকরণ বা ব্যক্তিপূজা করো না। মনে রেখো যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইল্ম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'তুমি আলেম হও অথবা তালেবে ইল্ম হও। আর পরানুগামী হয়ো না।' *(ত্বাহাবী)*

তোমার জীবনে যদি কোন আলেমকে বড় মনে কর, তাহলে তাঁর অন্ধানুকরণ নয়; বরং দলীল দেখে অনুসরণ করো। তিনি তোমার প্রিয় হলেও হক যেন তোমার নিকট অধিক প্রিয় হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখুল ইসলাম ইসমাঈল আল-হারাবী প্রসঙ্গে যেমন বলেছিলেন, তুমিও তোমার শায়খুল ইসলাম সম্বন্ধে বলো,

شيخ الإسلام حبيب إلينا ، ولكن الحق أحب إلينا منه.

অর্থাৎ, শায়খুল ইসলাম আমাদের প্রিয় পাত্র; কিন্তু আমাদের নিকট 'হক' হল তাঁর চেয়েও বেশী প্রিয়। *(মাদারিজুস সালিকীন ২/৩৭)*

❁ বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়, ব্যক্তি, শয়তান

অনেক বিষয় আছে, যা সরাসরি হক গ্রহণে বাধা দেয়, অনেক ব্যক্তি আছে, যারা নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতা বলে অপরকে হক গ্রহণে বাধা দান করে। আর শয়তান তাদের প্রধান, যে সর্বদা মানুষের পশ্চাতে থেকে হক গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে।

শয়তান তো এ কাজের জন্য মহান আল্লাহর কাছে অনুমতি নিয়ে বসে আছে। সে বলেছিল,

[أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ] (١٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' তিনি বললেন, 'যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।' সে বলল, 'যাদের কারণে তুমি আমাকে ভ্রষ্ট করলে, আমিও তাদের জন্য তোমার সরল পথে নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব; অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসব এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।' *(সূরা আ'রাফ ১৪-১৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

[اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ] (١٨) الأعراف

অর্থাৎ, 'এ স্থান হতে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও, মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই।' *(ঐ ১৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

[إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (١١٦) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً (١١٧) لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (١١٨) وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ الله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً (١١٩) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً (١٢٠) أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً (١٢١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ الله حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ الله قِيلاً] (١٢٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল নারীদেরকে আহবান (দেবীদের পূজা) করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী

শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই। এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র। এ সকল লোকের বাসস্থান জাহান্নাম। তা হতে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? *(সূরা নিসা ১১৬-১২২ আয়াত)*

এই জন্যই মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক ক'রে বলেন,

{وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ } (٦٢) سورة الزخرف

অর্থাৎ, শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই এ হতে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা যুখরুফ ৬২ আয়াত)*

{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়। *(সূরা ফাত্বির ৬ আয়াত)*

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ধর্মের নামে মানুষের মনে স্থান গ্রহণ ক'রে তাকে হকপথে বাধা দেয়। হয় হক চিনতে দেয় না, না হয় চেনার পর তা গ্রহণ করতে দেয় না, উল্টে অসৎ উপায়ে তাদের মালও ভক্ষণ করে! মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ} (٣٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! নিশ্চয় অনেক পন্ডিত-পুরোহিত মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে থাকে। *(সূরা তাওবাহ ৩৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٩) التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ও তারা লোকদেরকে তাঁর পথ হতে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয় তারা যা ক'রে থাকে, তা অতি জঘন্য। *(ঐ ৯ আয়াত)*

কিছু মুসলিম আছে, যারা মুসলিম হয়েও ইসলামকে পছন্দ করে না। অথচ তারা কোন স্বার্থে অন্য ধর্মেও ধর্মান্তরিত হয় না। এরা বরের ঘরের মাসি আর কনের ঘরের পিসি। এরা মানুষকে ইসলামের পথে বাধা দেয়। এরা ঘরের ঢেঁকি কুমিরের মত ইসলামের মহা সর্বনাশ করে। এরা নিজেদের আমলে, আচরণে, কথায় ও লেখনীতে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে।

আর কাফের তো কাফেরই। মুশরিকও কাফেরই। আহলে কিতাবরাও তাই। তারা কি মানুষকে ইসলামের পথে বাধা দিতে কসুর করবে? কক্ষণই না। মহান আল্লাহ এদের অবস্থা বর্ণনা ক'রে বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (١٩) سورة هود

অর্থাৎ, আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? ঐ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী (ফিরিশ্তা)গণ বলবে, 'এরা ঐ লোক যারা নিজেদের প্রতিপালক সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছিল। জেনে রেখো, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।' যারা অপরকে আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাধা প্রদান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। আর তারাই পরকাল সম্বন্ধেও অবিশ্বাসী। *(সূরা হূদ ১৮- ১৯ আয়াত)*

{وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٢) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} (٣) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, আল্লাহর পথে; যাঁর মালিকানাধীন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য। যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। *(সূরা ইব্রাহীম ২-৩ আয়াত)*

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (٩٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান করছ কেন? তোমরা তার বক্রতা অন্বেষণ করছ; অথচ তোমরাই (এ বিষয়ে) সাক্ষী। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে উদাসীন নন।' *(সূরা আলে ইমরান ৯৯ আয়াত)*

{وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} (٤٧) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ গৃহ হতে বের হয়েছিল এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে বাধা দান করছিল। তাদের সকল কীর্তিকলাপই আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে। *(সূরা আনফাল ৪৭ আয়াত)*

শুধু বাধাদানই নয়, গ্যারান্টির সাথে বাধাদান। 'আমার কথা শোনো, পরিত্রাণ পাবে। তোমার পাপভার আমি বহন করব!' 'এটাই সঠিক পথ, ভুল হলে আমি আছি!' 'আমার তরীকায় চল, পরকালে আমিই তোমাকে তরিয়ে নেব!' মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢)

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথ ধর; আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব!' কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

পক্ষান্তরে অপরকে ভ্রষ্ট করার পাপভার অবশ্যই বহন করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ } (١٣)

অর্থাৎ, ওরা অবশ্যই নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং তার সঙ্গে আরও কিছু পাপের বোঝা এবং ওরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে। *(সূরা আনকাবূত ১২- ১৩ আয়াত)*

{لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ} (٢٥) سورة النحل

অর্থাৎ, ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং তাদেরও পাপভার যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট। *(সূরা নাহল ২৫ আয়াত)*

আর এমন কত শত মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশী মত বিনা ইলমে

মানুষকে ভ্রষ্ট করে, হকপথে বাধা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (١١٩) الأنعام

অর্থাৎ, অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আনআম ১১৯ আয়াত)*

ইসলামের দুশমনরা ইসলামকে দ্রুত প্রসারিত হতে দেখে হিংসায় নানা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমদের নানা দোষ বের ক'রে এবং অনেক সময় অপবাদ রচনা ক'রে রটনার ব্যবস্থা ক'রে তারা আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা প্রদান করছে। তাদের হাতে রয়েছে মিডিয়া। তাদের সাথে রয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। এমনকি অধিকাংশ মুসলিমরাও তাদেরই তাবেদার। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

যে সকল অপবাদ দিয়ে দুশমনরা মানুষকে হকপথে বাধা দেয়, তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

* মুসলিমরা উগ্র, সন্ত্রাসী।

এটি একটি ভুল কথা। প্রত্যেক ধর্মের মানুষদের মধ্যেই কিছু না কিছু উগ্র লোক আছে। আর সন্ত্রাসের কোন জাত-ধর্ম নেই। অধিকাংশ সন্ত্রাস রাজনৈতিক বিষয়ীভূত। তাছাড়া কিছু মানুষের কর্ম দেখে গোটা জাতির উপর ব্যাপক মন্তব্য করা যায় না।

* মুসলিমরা নোংরা।

মুসলমানরা অখাদ্য খায়, চুরি-ডাকাতি করে, তারা ম্লেচ্ছ ও ছোটলোক। মাথা ফাটাফাটি করে, মামলা-দাঙ্গা করে!

* মুসলিমরা খুনেরা-লুটেরা।

স্থানীয় পরিবেশ তথা কিছু মানুষের কর্মকান্ড দেখে এই শ্রেণীর ধারণা ভুল। এক সময় বোম্বাইয়ের পথে ট্রেনে এক বাংলাদেশী শরণার্থী অমুসলিম মহিলার সাথে কথোপকথন হয়। কথায় কথায় তিনি আমার কাছে উক্ত অভিযোগ করেন। তিনি নাকি মুসলিমদের অত্যাচারে স্বদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। পরিশেষে কথার জেরে তিনি স্বীকার করলেন যে, মুসলিমদেরই সহযোগিতায় তাঁর পরিবার ভারত আসতে সক্ষম হয়।

বলা বাহুল্য, গ্রামে দু-একটি চোর থাকলে লোকে 'চোর-গ্রাম' বলে; কিন্তু তা অন্যায়।

দু-একটি আলেম নৈতিকতার বাইরে থাকলে গোটা আলেম-সমাজকে ছোট নজরে দেখা অন্যায়।

দু-একটা বিহারী কোন অন্যায় কাজ করলে পুরো বিহারকে অপরাধী করা অন্যায়।

দলের দু-একটি লোক মদ্যপায়ী হলে গোটা দলকে মদ্যপায়ী বলা অন্যায়।

তাছাড়া ইসলাম কি বলে, তা বিচার্য। মুসলিমরা কি করে, তা বিচার্য নয়।

কিছু মুসলিম সত্যই খারাপ, তারা আসলে নামধারী, জাতভাগ করলে তারা নিচু জাতে পড়ে। কিন্তু তাদের জন্য পুরো মুসলিম জাতির বদনাম করা জ্ঞানীর কাজ নয়।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, কাগজের ইসলাম ও বাস্তবের মুসলিম এক নয়। মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষের আমল নেই বলেই ইসলামের পূর্ণ সুন্দর রূপ মলিন হয়ে আছে। আমল নেই দেখেই আফশোস করে উর্দু কবি বলেছেন, 'ইসলাম দার কিতাব অ মুসলিম দার গোর।' অর্থাৎ, ইসলাম আছে কিতাবের মাঝে মুসলিম আছে গোরে। আর কবি নজরুলের ভাষায়, 'ইসলাম কেতাবে শুধু মুসলিম গোরস্থান।' তার মানে আসল ইসলাম কুরআন-হাদীসে সীমাবদ্ধ আছে এবং খাঁটি মুসলিম সাহাবা-তাবেঈনগণ গোরস্থানে সমাধিস্থ আছেন।

* ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রচারিত হয়েছে।

ইসলামী ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি এটা। তবে তরবারির প্রয়োজন হয়েছে সে কথা ঠিক। প্রত্যেক জাতি ও দেশের জন্যই শক্তি আবশ্যকীয়। আত্মরক্ষা ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা শক্তি ছাড়া তো সম্ভব নয়। আজ কেন সেই জাতিকে মহা উন্নত মানা হয়, যার শক্তি সবচেয়ে বেশী? তাছাড়া শক্তির যথাপ্রয়োগ করা অন্যায় বা নৈতিকতা-বিরোধী নয়; যেমন সব জাতির লোকই তা ক'রে থাকে।

* ইসলাম প্রগতির অন্তরায়।

এটি একটি অপবাদ। প্রগতি বা বিজ্ঞানের পথে ইসলাম বাধা দেয় না। ইসলাম বাধা দেয় প্রগতির নামে দুর্গতির পথে।

* ইসলামে স্বাধীনতা নেই।

এ কথাটা অনেকটা সত্য। কারণ, ইসলাম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ধর্ম। সেই ধর্ম পালন করতে হলে স্বাধীনতায় বাধা তো পড়বেই। তবে তা আসলে পরাধীনতা নয়, তা সুশৃঙ্খলতা। শৃঙ্খলতাকে কেউ পরাধীনতা বললে ভুল হবে। তাছাড়া এ জীবনে স্বাধীনতা কারো নেই। এমনকি পাগলেও স্বাধীনতা প্রয়োগ করলে তাকে মার খেতে হয়। নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে অপরের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটলে তা অবশ্যই সভ্য সমাজে স্বীকৃত নয়। প্রত্যেক ধর্ম, জাতি ও দেশে সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, যা মেনে চলা পরাধীনতা নয়। ইসলামও একটি জীবন-ব্যবস্থা, যা গ্রহণ করলে ঐ শ্রেণীর নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। তাতে সকলের জীবন সুখী হয়।

* ইসলামে মানবাধিকার লংঘন হয়।

বিবাহিত ব্যভিচারীকে, মাদকদ্রব্য পাচারকারী প্রভৃতি সমাজবিরোধীদেরকে হত্যা, চোরের হাত কাটা প্রভৃতি আইন কার্যকর করলে অনেকের মতে তাতে মানবাধিকার লংঘন হয়। অথচ যাদের বিরুদ্ধে এ আইন প্রয়োগ করা হয়, তারাই আগে মানবাধিকার লংঘন করে। মানবের অধিকার বহাল করতে যে আইন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা রচনা করেছেন, তাতে 'মানবাধিকার লংঘন হয়' বলে অভিযোগ সত্যই দুঃখজনক।

* ইসলামে একাধিক বিবাহ।

প্রয়োজনে কেউ গার্লফ্রেন্ড ব্যবহার না ক'রে একাধিক বিবাহ করতে পারে। তবে তা শর্তহীনভাবে নয়। একাধিক স্ত্রী রাখার শর্ত আছে, তা পালন করতে না পারলে একাধিক বিবাহ বৈধ নয় ইসলামে।

* অবরোধ প্রথা ও নারী-স্বাধীনতা

আসলে অবরোধ প্রথা ইসলামের নয়। এটা ইসলামের উপর আরোপিত একটি মিথ্যা। নারীর হিফাযতের জন্য সৃষ্টিকর্তার আদেশক্রমে পর্দাপ্রথা আছে। নারী-স্বাধীনতা তথা যৌন-স্বাধীনতা নেই ইসলামে। প্রত্যেক মানুষও দামী জিনিসকে হিফাযতে রেখে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে থাকে। ছাল-ফাটা কলা কেউ কিনে না। যে চকোলেটের কাগজ খোলা সে চকোলেটকে বাচ্চারাও পছন্দ করে না।

* ইসলামে নারী-পুরুষ সমান নয়।

এ কথা ঠিকই। ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়নি; তবে যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। কখনো নারীকে পুরুষের তিনগুণ বেশী অধিকার প্রদান করেছে। পুরুষকে নারী অপেক্ষা বেশী মর্যাদা দিয়েছে, তবে নারীর অমর্যাদা করেনি। ছোট বোন অপেক্ষা বড় বোনের মর্যাদা যদি বেশী বলা হয়, তাতে ছোট বোনের মর্যাদাক্ষুণ্ন হওয়ার কথা নয়।

* কা'বা আসলে মন্দির ছিল, হাজরে আসওয়াদ শিবলিঙ্গ!

এ কথা বলে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়। মানুষকে বুঝানো হয় যে, মুসলিমরা আসলে জবরদখলকারী; যেমন ইয়াহুদীরা বায়তুল মাক্বদিসের জন্য বলে থাকে।

কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে, জবর-দখলকৃত কোন স্থানে মুসলিমদের নামায হয় না। দ্বিতীয়তঃ আমার ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি যদি আমার মন্দির বা গির্জা ভেঙ্গে

মসজিদে পরিণত করি, তাহলে তাতে কার কি বলার আছে? যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, সেই মসজিদ তাদের বলে দাবী করা কি গা-জোরামি নয়?

আর মক্কার কৃষ্ণ-পাথর তো লিঙ্গের মত নয়। তবে এ হাস্যকর দাবী কেন? এ পাথরটি আসলে বেহেশ্তের পাথর। এর ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা এমন কথা বলে নিজেকে পরিহাসের পাত্র করেন না।

পক্ষান্তরে মুসলিমরা কোন দেশেই বহিরাগত জবরদখলকারী নয়। যেহেতু প্রত্যেকটি অমুসলিমই ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দলের মানুষ। প্রতিটি শিশু ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে জন্ম নেয়। সুতরাং যখন কোন অমুসলিম 'মুসলিম' হয়, তখন সে তার আসলত্বে ফিরে যায়। যেহেতু মানুষের ইতিহাসের সর্বযুগেই সৃষ্টিকর্তার ধর্ম ছিল একমাত্র ইসলাম। সারা বিশ্ব তাদেরই। পরবর্তীতে ধর্মচ্যুত হলে বিধর্মীদের হাতে যা যাবার তা চলে যায়। আর যখন তা কোন মুসলিম ফিরে পায়, তা নিজের জিনিস ফিরে পায়। সারা বিশ্ব ততদিন থাকবে, যতদিন একটি মুসলিমও বেঁচে থাকবে। মুসলিম শেষ তো বিশ্বের কাহিনীও শেষ।

মোট কথা, এই শ্রেণীর আরো কত শত মিথ্যা অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন ক'রে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের গাত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন ক'রে দুশমনরা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে চায়। এর ফলে কোন মুসলিমকে ইসলাম থেকে না ফিরানো গেলেও, অন্ততঃপক্ষে অমুসলিমকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা হয়।

একজন দ্বীনের আহবায়ক বলেন, 'তিনি পশ্চিমা এক দেশের এক শহরে কোন এক হোটেলে অবস্থান করছিলেন। নামাযের সময়ে তিনি বাইরের এক হওযে ওযূ ক'রে নামায পড়তেন। তিনি লক্ষ্য করতেন, তাঁর ওযূ ক'রে উঠে যাওয়ার পর একটি কিশোর ওযূর পানিতে ভালভাবে কি যেন খুঁজছে। একদা তিনি কিশোরটির কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা! তুমি ওখানে ওভাবে কি দেখছ?"

ছেলেটি বলল, "আমি শুনেছি, মুসলমানরা যখন ওযূ করে, তখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পোকা ঝরে পড়ে! তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য দেখছি।"

অতঃপর আমি তাকে বুঝিয়ে তার ভুল ভাঙ্গি।'

পাড়া-গ্রামে যখন আইসক্রিম বিক্রি করতে আসে, তখন সর্দি লাগার ভয়ে অথবা পয়সার অভাবে যে মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদেরকে আইসক্রিম খেতে দিতে চান না, তাঁরা তাদেরকে মিথ্যা ক'রে বলেন, 'আইসক্রিম খেতে নাই, আইসক্রিমে পোকা আছে!'

অতঃপর যদি কোন চালাক শিশু পীড়াপীড়ির পর আইসক্রিম হাতে পায়, তাহলে

মাকে বলে, 'কই মা পোকা? তুমি যে বলছিলে।'

তখন চালাক মাও বলে, 'কেরোসিন তেলে দিলে দেখা যায়!'

তখন কেরোসিনে দিয়ে কি শিশু আইসক্রিমটা নষ্ট করতে চায়?

অনুরূপই ইসলাম-বিদ্বেষীদের অবস্থা। যেন-তেন-প্রকারেণ তারা মানুষকে ইসলাম ও হক থেকে দূরে রাখতে চায়। ইতিহাস বিকৃত ক'রে প্রচার করা হয়, মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক গল্প লেখা হয়। মুসলিম-বিদ্বেষমূলক নাটক, যাত্রা, ফিল্ম্ প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। ইসলামের সাদা কাপড়কে দাগদার করা হয়!

মুসলিমদের ভিতরেও হক-বিরোধী বহু দল হকপন্থীদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালায়। যেমন ঃ-

* ওরা নবীকে ভালবাসে না।

আসলে হকপন্থীরা ভালবাসাতে অতিরঞ্জন করে না এবং ভালবাসতে বিদআত করে না তথা নবীকে আল্লাহর আসনে তোলে না।

* ওরা নবীর উপর দরূদ পড়ে না।

আসলে হকপন্থীরা মনগড়া দরূদ পড়ে না, দরূদে কিয়াম করে না। নচেৎ দরূদ তো অবশ্যই পড়ে।

* ওরা আওলিয়াদের প্রতি আদব রাখে না।

আসলে হকপন্থীরা আওলিয়াগণকে 'গায়েব জানেন' বলে মনে করে না। তাঁদের কবরকে মাযারে পরিণত করে না, তাঁদেরকে সিজদা করে না ইত্যাদি। আর এ সব তাঁদের প্রতি বেআদবীর পরিচয় নয়; বরং আল্লাহর প্রতি যথার্থ আদবের পরিচয়।

*ওদের কোন ওলী-আল্লাহ নেই।

অর্থাৎ, ওদের কোন লোকের মাযার নেই, বাঁধানো কবর নেই। হক-বিরোধীদের নিকট মাযার-ওয়ালাই আল্লাহর ওলী। আর তাদের নিকট এ কথা অজানা না যে, ইসলামে মাযার নেই।

*ওদের কোন কারামত নেই। ওরা গায়বী খবর বলতে পারে না।

কারামত তো আল্লাহর হাতে। ইচ্ছা ক'রে কারামতি দেখানো যায় না। অবশ্য যাদু বা ম্যাজিক দেখানো যায়। আর গায়বী খবর বলবে কিভাবে? গায়বী খবর কোন অসীলা ছাড়া তো বলা যায় না। ওদের কারো নিকট ফিরিশ্তাও আসে না, ওদের কেউ শয়তানও ব্যবহার করে না এবং যান্ত্রিক কোন মাধ্যমও ব্যবহার করে না। তাছাড়া গায়বী দাবী করা যে কুফরী।

* ওদের মযহাব খিয়ালের ও রিয়ালের। দেশে এক রকম বলে, এখানে এক রকম।

এটি একটি গায়ে ঝাল ধরানো মিথ্যা কথা। তাছাড়া তারা জানে যে, হকপন্থীরা সহীহ দলীল ছাড়া কথা বলে না, আবোল-তাবোল বিশ্বাস করে না। আর হকপন্থীদের ইসলাম রিয়ালের হলে, হকবিরোধীদের ইসলাম কি নিয়াযের ও ঈসালের নয়? হকপন্থীদের ইসলাম রসূলের তথা হকবিরোধীদের ইসলাম কি বুযুর্গদের নয়?

তারা এ কথাও জানে যে, তাদের দেশেই এমন অনেক আলেম-উলামা আছেন, যাঁরা রিয়াল না খেয়েও হক কথা বলেন।

* ওরা আমেরিকাকে বা অমুক পার্টিকে সমর্থন করে, ও দেশে রাজতন্ত্র আছে।

এই বলে রাজনৈতিক কোন প্রবণতাকে ছুতা বানিয়ে বিরোধীরা হকপন্থীদের হকে জুতা মারে! দেশের নেতাদের কোন ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের সাথে সে দেশের রব্বানী আলেম-উলামার ফতোয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

বাড়িতে শখ ক'রে কুকুর পালা জায়েয নয়। কিন্তু পাহারাদারি ও শিকার করার কাজে কুকুর পালা জায়েয। রাজনৈতিক বিশেষ পরিস্থিতিতে আমেরিকান সৈন্যকে সঊদী আরবে স্থান দেওয়া হলে সেখানকার উলামাদের ফতোয়া প্রত্যাখ্যানযোগ্য হবে, এমন যুক্তি তো জ্ঞানীদের হতে পারে না।

মুফতী সাহেব নিজ জমির ফসল পাহারার জন্য অথবা কোন দুশমনের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ যদি কোন কাফেরকে ব্যবহার করেন, তাহলে তাঁর দ্বীনী ফতোয়া অমান্য হবে কোন্ যুক্তিতে?

* ও দেশের মুআয্যিনে সিগারেট মুখ থেকে ফেলে আযান দেয়!

এক শ্রেণীর হাজী আছেন, যাঁরা হজ্জের মর্ম বুঝেন না; কিন্তু হজ্জের দেশ তাঁদের মতের বিরোধী বলে সে দেশের দোষ খুব ভালভাবে লক্ষ্য করেন। এই শ্রেণীর এক হাজীকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হজ্জ কেমন করলেন গো?'

বললেন, 'আর বলো না, সাল-ঘোরার মত পন্পন্ ক'রে ঘুরতে হচ্ছে.....!'

আর এক হাজীকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হজ্জ কেমন দেখলেন গো?'

বললেন, 'আরে! ওখানে সব আরবী বলে। শুধু আযানটা আর নামাযটা বাংলায়!'

এই শ্রেণীর হাজীরা যাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন, তাঁরা তাঁদেরই দেশের। ফলে

মনে করেন, 'হেথা যেমন, সেথাও তেমন। কোনো ফারাক নাহি।'

যদি বলা হয়, সেখানে জোরে 'আমীন' বলতে শোনেন নি?'

বলেন, 'হ্যাঁ। ওরা শাফী মযহাবের তো!'

'আর ফরয নামাযের পর জামাআতী মুনাজাত দেখলেন?'

'হ্যাঁ, ফাঁকে ফাঁকে কত লোকে মুনাজাত করছে! হারামের মুআয্যিন আযান দিচ্ছে, কানে আঙ্গুল দেয় না। আর সিগারেট মুখ থেকে ফেলে সাথে সাথে আযান দিচ্ছে গো। অবাক কাণ্ড!'

'আপনি কি সিগারেট নিজের চোখে দেখেছেন, নাকি শুধু ধোঁয়া দেখেছেন?'

মাথা চুলকিয়ে বলেন, 'সিগারেট নাইবা দেখলাম। ধোঁয়া তো দেখেছি। ধোঁয়াটা কিসের তাহলে?'

ধূমপানের না হয়ে ধোঁয়া তো ধূপধুনোরও হতে পারে। কিন্তু না। সে ধারণা করলে বিদ্বেষ প্রকাশ পাবে না যে। বিরোধীদের প্রতি খারাপ ধারণাই হয়ে থাকে মানুষের।

* ও দেশের মুসলিমরা চৈতন রাখে!

এই শ্রেণীর মনে খিল-আঁটা হাজীরা আরো বলেন, 'ওরা আবার হকপন্থী? ও দেশের মুসলিমরা চৈতন রাখে!'

আসলে তামাত্তু হজ্জ করতে গিয়ে অনেকে উমরা শেষে মাথার অধিকাংশ চেঁছে ফেলে মাঝের অংশটা হজ্জ শেষে চাঁছবে বলে রেখে দেয়। অথচ নিয়ম হল উমরা শেষে চুল ছেঁটে হজ্জ শেষে নেড়া করা। কিন্তু কোন কোন অজ্ঞ আরবী হাজী তা করে বলেই কি, তাদের দেশের ফতোয়াও চৈতনধারীদের হয়ে গেল? বা-রে হাজী সাহেব!

* নবী ﷺ-এর কবরে চাদর চড়ানো আছে!

মাযারী হাজীরা কবরে চাদর চড়ানোর দলীল খুঁজে পান মদীনায়। তাঁরা মনে করেন, রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে আল্লাহর নবী ﷺ-এর এত্তো উঁচু কবর দেখতে পেয়েছেন! অথচ তাঁরা যা দেখতে পান, তা হল গিলাফে জড়ানো মা আয়েশার হুজরার দেওয়াল মাত্র। কবর আছে সেই হুজরার ভিতরে, যা বাঁধানোও নয়। কিন্তু পিপাসিতের মরীচিকায় জলভ্রম হতেই পারে। সতর্কতার বিষয় যে, ইন্টারনেটে দেওয়া চাদর-চড়ানো কবরে নববীর ছবি বাস্তব নয়।

* নবী ﷺ-এর মাযারের পাশে 'কিয়াম' হয়!

এই শ্রেণীর হাজীরা নববী কবরের পাশে কিয়ামেরও দলীল খুঁজে পান! যেহেতু হাজীগণ সেখানে দাঁড়িয়ে নবীর প্রতি সালাম পেশ করেন। এইভাবে তাঁরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ ঘটান। যেমন তাঁরা শবেকদর ও শবেবরাতের মাঝে এবং নিয়ত করা ও নিয়ত পড়ার মাঝে তালগোল পাকিয়ে অজ্ঞ মানুষের কাছে পেশ ক'রে হক থেকে বিরত রাখেন। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

* সঊদী আরবেও মীলাদ হয়। আমি করেছি!

হ্যাঁ করতে পারেন। এই মতো কত হুজুর গোপনে কত বিদআতীর বাড়িতে মীলাদ পড়েন, ঘর বন্ধ করেন, তাবীয-মাদুলী দিয়ে আসেন। কিন্তু সেটা তো আর সঊদী আরবের লোকদের করার দলীল নয়। নচেৎ গোপনে না ক'রে প্রকাশ্যে ক'রে দেখতে পারেন।

আমি যদি বলি, 'মসজিদে নববীতে আমি ইমামতি ক'রে নামায পড়িয়েছি', তাহলে তাতে অনেকে অবাক হয়ে আমাকে মসজিদে নববীর ইমাম ভাবতে পারেন। কিন্তু আসলে একদিন ইউনিভার্সিটির বাস লেট করলে মসজিদে নববীতে আসরের নামায ছুটে গেল। আমার সাথীদেরকে নিয়ে আমি ইমামতি ক'রে নামাযটা পড়লাম।

কত অমুসলিম নির্জন কক্ষে অতি সংগোপনে ছবি পূজা করে। বাঁধানো ছবির সম্মুখভাগে আয়াতুল কুরসী লেখা এবং পশ্চাৎভাগে তার দেবীর ছবি ছাপা। সেই ছবিকেই সে ভক্তির সাথে পূজা করে। আর তার মানে তো এই নয় যে, সঊদী আরবে মূর্তিপূজা হয়।

সুতরাং এই শ্রেণীর হেত্বাভাস প্রয়োগ ক'রে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া নিশ্চয়ই মুসলিমের কাজ নয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানী মানুষ প্রকৃতত্ব খোঁজেন, হক অনুসন্ধান করেন, সত্যতা যাচাই করেন। ঐ শ্রেণীর কথায় ধোঁকা খেয়ে বোকা বনেন না।

আর এক শ্রেণীর জান্তা হাজী আছেন, তাঁরা তো সঊদী আরবের ঘোর বিরোধী। যেহেতু তারা ওয়াহাবী! হজ্জ করতে এসে বই-পত্র হাতে পেলেও পড়েন না। কোন কোন হাজী বলেন, 'ঐ বই পড়লে কাফের হয়ে যাবে!'

কেউ বলেন, 'ওসব শয়তানদের লেখা বই। পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে!'

এক ভাই প্রতিবাদ ক'রে বললেন, 'হাজী সাহেব! ওরা যদি শয়তান না হয়, তাহলে আপনি শয়তান।'

বলেন, 'তা কি ক'রে?'

--যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে বা 'আল্লাহর দুশমন' বলে, অথচ বাস্তবে যদি সে তা না হয়, তাহলে তার (বক্তার) উপর তা বর্তায়।"

--না, ওরা লা-মযহাবী ওয়াহাবী, ওরা কাফের।
--তাহলে এতগুলো টাকা খামাখা পানিতে ফেললেন?
--কেন?
--আপনার তো হজ্জই হয়নি।
--বড় মুফতী হে তুমি! কার ফতোয়ায় আমার হজ্জ হয়নি?
--আপনার নিজেরই ফতোয়ায়। আপনি না বলছেন, 'ওরা কাফের।' কা'বা শরীফের ইমামরাও কাফের ও শয়তান। আর তাদেরই পিছনে আপনি নামায পড়ে হজ্জ ক'রে এসেছেন। তাহলে সব বরবাদ নয় কি?
--তুমি দেখছি, সঊদিয়ার দিক। হবে না কেন? তাদের নুন খাও তো, তাই তাদের গুণ গাইবে!
--আর আপনি নুন পান না বলে গুণ গাইবেন না। কিন্তু নিন্দা গাইবেন কেন? এ দেশেও বহু লোক আছে, যারা আরবের নুন খায় না, তবুও তারা তাদের নিন্দা গায় না। আবার এমন নিমকহারাম লোকও আছে, যারা সঊদিয়ার নুনে ডুবে থেকেও তাদের নিন্দা গায়!
--তুমি দেখছি গরম হয়ে উঠছ। তুমি এত উগ্র কেন?
--উগ্র তো আপনাদের মত লোকেরাই সৃষ্টি করে। গা-জ্বালা কথা বললে কি গায়ে জ্বলন ধরবে না? যারা হক না চিনে হককে গালাগালি করে অথবা হকের গায়ের কালিমা লেপন ক'রে হকের বদনাম করে, তাদের কথা কি উস্কানিমূলক নয়?
এইভাবে কথা বাড়ে, একপক্ষ ক্ষান্ত হয়। জ্ঞানীরা হক গ্রহণ করে। আর অজ্ঞানীরা বাতিলের অন্ধকারেই হাবুডুবু খায়। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

❁ এই বাস্তব যে, হকের অনুসারীরা সংখ্যালঘু ও বাতিলের অনুসারীরা সংখ্যাগুরু

মহান সৃষ্টিকর্তা ভাল-মন্দ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ভালর তুলনায় মন্দ মানুষ তিনি বেশী সৃষ্টি করেছেন। আর 'সৎ কম, অসৎ বেশী' এ ফায়সালা সৃষ্টির শুরু থেকেই হয়ে আছে। শয়তান যখন আদমকে সিজদা না ক'রে মালউন হল, তখনই সে অধিকাংশ মানুষকে নিজের দলে ক'রে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। সে মহান আল্লাহকে বলেছিল,

{أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلاً}

অর্থাৎ, বল, এই যাকে তুমি আমার উপর মর্যাদা দান করলে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দাও, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে

অবশ্যই আয়ত্তে ক'রে নেব। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৬২ আয়াত)*

{ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} (١٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসব এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না। *(সূরা আ'রাফ ১৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তার প্রতিজ্ঞার সত্যায়ন ক'রে বলেন,

{ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [سبأ: ٢٠]

অর্থাৎ, ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করল। *(সূরা সাবা' ২০ আয়াত)*

নূহ ﷺ-এর যুগে সত্যের অনুসারী যে কম ছিল, তা তাঁর তুফান ও কিশ্‌তীর কাহিনীতেই বুঝা যায়।

অন্যান্য নবীদের যুগেও তাই। মহান আল্লাহ দাউদ ﷺ-এর পরিবারকে বলেছিলেন,

{اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (١٣) سورة سبأ

অর্থাৎ, হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি অল্পই। *(ঐ ১৩ আয়াত)*

আর দাউদ ﷺ নিজেও বলেছিলেন,

{إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} (٢٤) سورة ص

অর্থাৎ, ...করে না কেবল বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। *(সূরা স্বা-দ ২৪ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ হক সম্বন্ধে অজ্ঞ।

{وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ} (١١١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আমি যদি তাদের নিকট ফিরিশ্তা প্রেরণ করতাম এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বলত এবং সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে হাজির করতাম তবুও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা বিশ্বাস করত না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। *(সূরা আনআম ১১১ আয়াত)*

{بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ} (٢٤) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, বরং ওদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা আম্বিয়া ২৪ আয়াত)*

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (٣٠) سورة الروم

অর্থাৎ, তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর সেই প্রকৃতির অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। *(সূরা রূম ৩০ আয়াত)*

তিনি বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী। তিনি তাঁর নবীকে বলেছিলেন,

{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} (١١٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে। *(সূরা আনআম ১১৬ আয়াত)*

{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا}

অর্থাৎ, তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? ওরা তো পশুরই মত; বরং ওরা আরও অধম। *(সূরা ফুরক্বান ৪৪ আয়াত)*

{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (١٠٣) سورة يوسف

অর্থাৎ, তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়। *(সূরা ইউসুফ ১০৩ আয়াত)*

তিনি বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ অবিশ্বাসী।

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} (١٠٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর অংশী স্থাপন করে। *(ঐ ১০৬ আয়াত)*

{المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ, আলিফ লা-ম মী-ম রা। এগুলি কুরআনের আয়াত; যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাই সত্য। কিন্তু

অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। *(সূরা রা'দ ১ আয়াত)*

{يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} (٨٣) سورة النحل

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে নেয়, অতঃপর তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী। *(সূরা নাহল ৮৩ আয়াত)*

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا} (٥٠) سورة الفرقان

অর্থাৎ, আমি তা ওদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছি; যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাসই প্রকাশ করে। *(সূরা ফুরক্বান ৫০ আয়াত)*

অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ} (٦٠) سورة يونس

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা? বস্তুতঃ আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। *(সূরা ইউনুস ৬০ আয়াত)*

অধিকাংশ মানুষ সত্যত্যাগী, পাপাচার। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ } (١٠٢) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে সত্যত্যাগী রূপেই পেয়েছি। *(সূরা আ'রাফ ১০২ আয়াত)*

এ ছাড়া আরো আয়াত রয়েছে। আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং সুসংবাদ ঐ মুষ্টিমেয় লোকেদের জন্য।" *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,"--- সুতরাং শুভ সংবাদ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য যারা মানুষ অসৎ হয়ে গেলে তাদেরকে সংস্কার ক'রে সঠিক পথে রাখতে সচেষ্ট হয়। *(আবু আম্র আদ্দা-নী)*

রসূল ﷺ দুআ করে বলেছেন, "শুভ সংবাদ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) মুষ্টিমেয় লোকেদের জন্য; যারা বহু অসৎ লোকের মাঝে অল্পসংখ্যক সৎলোক। তাদের অনুগত লোকের চেয়ে অবাধ্য লোকের সংখ্যা অধিক।" *(আহমাদ)*

এটি একটি বাস্তব। মুসলিমদের সংখ্যা কম, মুসলিমদের মধ্যে হকপন্থীদের সংখ্যা

কম। তা বলে এই ধারণা ভুল যে, সত্য ও হক হলে তার অনুগামী বেশী হতো।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'হকের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।' *(ইবনে আসাকের, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

❁ এই চিন্তা যে, হকের অনুসারীরা দুর্বল ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের এবং বাতিলের অনুসারীরা সবল ও অধিক জ্ঞানী।

যে দলে পার্থিব শিক্ষিত লোক বেশী আছে, বিজ্ঞানী ও ডাক্তার আছে সেই দলকে হকপন্থী মনে করা ভুল। কারণ, পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা দ্বীন-বিষয়ক হক-নাহক চেনা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} (٧) سورة الروم

অর্থাৎ, ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, অথচ পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ওরা উদাসীন। *(সূরা রূম ৭ আয়াত)*

সুতরাং যারা মনে করবে যে, যে দলে বিজ্ঞানী আছে, সে দলই হকপন্থী, তারা আসলে ভুল করবে। অনুরূপ যারা মনে করবে যে, আমাদের জামাআতের হুজুর বেশী জানেন, অন্য জামাআতের হুজুররা বেশী জানে না, তারাও আসলে ভুল করবে।

অনুরূপ শক্তি ও লাঠির জোর যাদের বেশী আছে, তারাই যে হকপন্থী, তাও নয়। হক জানতে হয় দলীল দ্বারা, লাঠি দ্বারা নয়। হক চিনতে হয় হক দেখে, শক্তি দেখে নয়।

❁ নেক ও বুযুর্গ লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি

কোন লোক বড় আবেদ হলেও, তিনি কিন্তু হকপন্থী হওয়ার দলীল নন।

অমুক সাহেব নদীর এই বাঁধের উপর দিয়ে হেঁটে গেছেন, তাই এ বাঁধ ভাঙ্গে না!

অমুক সাহেব সারা সারা রাত জেগে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কা'বা-চত্বরে কুরআন তিলাঅত করেছেন!

অমুক সাহেব এক ওযূতে এতদিন নামায পড়েছেন!

অমুক সাহেব এক রাতে পঞ্চাশবার কুরআন খতম করেছেন!

অমুক সাহেব এতবার আল্লাহকে দেখেছেন!

অমুক সাহেবের হাতে এত শত লোক মুসলমান হয়েছে!

অতএব তাঁরা হকপন্থী---এ কথা নির্ভুল নয়। কারণ, তাঁরা যা করেছেন, প্রথমতঃ জানতে হবে, তা সুন্নতী তরীকা কি না? আর তা হলেও বেশী বেশী ইবাদত করলেই তাঁদের সব কথা যে হক, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং সহীহ দলীলই তোমাকে

বাতলে দেবে, হকপথে কে আছে।

❁ স্বার্থপরতা

মুসলমান হলে জমি-সম্পত্তি খোয়া যাবে। হক গ্রহণ করলে গদি ও নেতৃত্ব যাওয়ার ভয় আছে। রাজনৈতিক স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, অর্থনৈতিক স্বার্থ হকের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

উরস বন্ধ করলে টাকা আসবে কেমনে? মাযার ভাঙলে টাকা আসার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কের সূদ হারাম মানলে এত টাকা চলে যাবে!!

সুতরাং সত্যের পথে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রয়োজনে কিছু কুরবানী ও উৎসর্গ করতে হবে। সত্য গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে বিসর্জন দিতে হবে সকল প্রকার লোভ-লালসা, মায়া-মমতা ও স্বার্থপরতাকে। কারণ, এমনও হতে পারে যে, সত্য গ্রহণ করলে ত্যাগ করতে হবে কিছু পার্থিব স্বার্থ, অথবা পদ ও গদি, অথবা একান্ত আপন জন আত্মীয়-স্বজনকে (যদি তারা এ সত্য গ্রহণে সহানুগামী না হয় তবে), বিসর্জন দিতে হতে পারে চাকুরী, সুন্দর বাড়ি, জমি-জায়গা, সহায়-সম্পদ প্রভৃতি, ত্যাগ করতে হতে পারে স্বজাতি ও স্বদেশকে। সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে সর্বপ্রকার আকর্ষণ এড়িয়ে হাজারো বাধা-বিঘ্ন উল্লংঘন করে, শত-সহস্র আপদ-বিপদের মাঠ-ময়দান পার হয়ে, বিভিন্ন প্রহসন ও অত্যাচারের নদী-জঙ্গল অতিক্রম ক'রে তবেই সত্যের রাজপথ লাভ হতে পারে। সুতরাং যে বীর নারী-পুরুষ শুধু সত্যের খাতিরে এসব কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে বিপদের পথ চলতে ভয় করে না, সেই পায় সত্যের আলো।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ}

অর্থাৎ, "হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং ধোকাবাজ (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। *(সূরা ফাত্বির ৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমান (বিশ্বাস) অপেক্ষা কুফরী (অবিশ্বাস)কে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে ওদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদেরকে অভিভাবক করে; তারাই অপরাধী। বল, 'তোমাদের পিতা-পুত্র, ভ্রাতৃবৃন্দ, পত্নী-পরিজন, অর্জিত ধন-সম্পদসমূহ এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তদীয় রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর

প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। ” *(সূরা তাওবাহ ২৩- ২৪ আয়াত)*

❁ আত্মীয়তা ও প্রেমের বন্ধন

অনেক সময় মানুষ হক জেনেও হক গ্রহণ করতে পারে না এই জন্য যে, সে তার পিতা-মাতাকে হারিয়ে ফেলবে অথবা প্রেমময়ী স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হারিয়ে ফেলবে। কারণ, তারা হকপথ পছন্দ করে না। ফলে মায়ার টানে নিজেকেও নাহক কারাগারে বন্দী রাখে। তারা যদি জাহান্নামের দিকে যেতে চায়, তাহলে সেও যেতে চায়।

অবৈধ ভালবাসার জেরে কোন যুবক কোন অমুসলিম যুবতীর হৃদয়-কোণে বন্দী হয়ে গেছে। সে হক ছেড়ে বাতিল গ্রহণ ক'রে প্রেম জীবিত রাখে!

কোন যুবতী কোন অমুসলিম যুবকের প্রেমজালে আবদ্ধ হয়ে গেছে, সেও হককে বলিদান দিয়ে অবৈধ প্রেমের দেবীকে সন্তুষ্ট করে! অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}

অর্থাৎ, অংশীবাদী রমনী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিও না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। *(সূরা বাক্বারাহ ২২১ আয়াত)*

তা হলে কি হয়, আসলে তারা তো এ সব সামাজিক বন্ধন মানে না। তারা প্রগতিশীল আলোকপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী, তারা মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ। তারা হক-নাহক দেখবে কেন? তারা যে তাগূতী আইনকেই হক বলে মানে।

পক্ষান্তরে যাঁদের নিকট হকের কদর আছে, তাঁরা হকের উপর কোন কিছুকে প্রাধান্য দেন না। তাঁরা বরং প্রেমের পাঁঠাকেই হকের জন্য বলি দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। *(সূরা মুজাদালাহ ২২ আয়াত)*

বরং হকপন্থী হওয়ার পরেও যদি কেউ বাতিলপন্থীদের সাথে হাত মিলাতে চায়, তাহলে তাতেও নিষেধ রয়েছে সৃষ্টিকর্তার। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٣) قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٢٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতৃগণ যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে পছন্দ করে, তাহলে তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক করবে, তারাই হবে অত্যাচারী। বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। *(সূরা তাওবাহ ২৩-২৪ আয়াত)*

❁ বন্ধুত্ব ও সংসর্গ

বন্ধুত্ব অনেক সময়ে বিপজ্জনক হয়। যেহেতু বন্ধু সাধারণতঃ বন্ধুর ধর্মে, মতে ও পথে চলে। সুতরাং বন্ধু ভ্রষ্ট হলে, মানুষও ভ্রষ্ট হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই তো এই শ্রেণীর লোকেরা কিয়ামতে পস্তাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٢٧) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً] (٢٩)

অর্থাৎ, সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ (কুরআন) পৌঁছনোর পর। আর শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।' *(সূরা ফুরক্বান ২৭-২৯ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাঁপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাঁপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

❁ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা

মানুষের পরিবেশ অনেক সময় মানুষকে হকপথে চলতে বাধা সৃষ্টি করে। বাড়ির পরিবেশ, সমাজের পরিবেশ, দেশের পরিবেশ, স্কুল-কলেজের পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ মানুষকে হক মানতে দেয় না, হকপথে চলতে দেয় না। পরিবেশের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে উন্নাসিকতার সাথে অনেকে চলতে থাকে। অথচ পরিবেশের তাসীরে সে যে খারাপ থেকে যাচ্ছে---তা খেয়ালও করে না। হক জানার পরেও হক গ্রহণ করে না। অনেকে তওবা করার পরেও পরিবেশ না পাল্টানোর ফলে পুনরায় ভ্রষ্টতায় ফিরে যায়। ডান পা তুলে কাদা ধুয়ে বাম পা ধুতে গিয়ে ডান পা-টিকে আবার কাদাতেই রাখে। এইভাবে পা ধোয়ার কোন লাভ হয় না।

হাদীসে শত খুনীর লোকটার ব্যাপারে বলা হয়েছিল, "তোমার তওবা আছে! তোমার ও তওবার মাঝে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশে চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে, যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেও না। কেননা, ও দেশ পাপের দেশ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

❁ প্রত্যেক দলের দাবী, হকপন্থী আমরাই।

দুনিয়ার রীতিই এই। তা না হলে বাতিল উৎখাত হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (٥٣) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহু ভাগে বিভক্ত করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে, তা নিয়েই আনন্দিত। *(সূরা মু'মিনূন ৫৩ আয়াত)*

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٣٠) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (٣٢)

অর্থাৎ, তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর সেই প্রকৃতির অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তোমরা বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত। *(সূরা রূম ৩০-৩২ আয়াত)*

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই বলে, 'আমার ধর্মটাই ঠিক।' অবশ্য অনেকে বলে, 'আমারটাও ঠিক, তোমারটাও ঠিক।' অনেকে বলে, 'কোন ধর্মই ঠিক নয়।'

পক্ষান্তরে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মহীনতা নয়; বরং ধর্মভীরুতাই জরুরী। কারণ, 'ধর্মহীন সমাজ কম্পাসহীন জলজাহাজের মত।' তবে সে ধর্ম হবে সকল মানুষের জন্য এক। আর তা হবে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত ও মনোনীত। যে ধর্ম সমস্ত ধর্মের মহাপুরুষদেরকে স্বীকার করবে এবং সকলের জন্য একক আইন-কানুন হবে, ইউনিফর্ম সিভিল কোড হবে।

এদিকে মুসলিমদের ভিতরে, শীয়ারা বলে, 'আমরা হকের উপর আছি।' কবরপূজারীরা বলে, 'আমরাই সুন্নী, আহলে সুন্নাহ! আশেকে রসূল!' তাবলীগী,

জামাআতী, দেওবন্দী, ব্রেলবী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, সবাই বলে, লায়লী আমার! কিন্তু লায়লী কাউকে চেনে না।

অথচ ইসলামে ঐক্য সাধনের জন্য একটি মাত্র দলের প্রচলন থাকা প্রয়োজন। যে দলের নিশান হবে তওহীদী পতাকা। যে পতাকার তলে ছিলেন সাহাবা তথা সলফে সালেহীনগণ। বিভিন্ন দল নয়, বরং সেই একটি দল থেকেই নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রনেতা। যেহেতু ইসলামে দলাদলি নেই।

বলা বাহুল্য, মুসলিমদের মাঝে ফির্কাবন্দীও অনেকের হিদায়াতের অন্তরায় হয়।

❁ হৃদয়ের ব্যাধি ও বক্রতা

যে হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত, যে অন্তর ভাইরাস সংক্রমিত, যে মন বক্র ও অসরল, সে হৃদয়-মনে কি হক আশ্রয় পেতে পারবে? যে ঘরে কুকুর থাকে, সে ঘরে রহমতের ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না। যে ঘরে কপটতার নোংরামি আছে, সে ঘরে কি হকের পবিত্রতা স্থান পাবে? বরং অপবিত্রতার উপর আরো অপবিত্রতা বৃদ্ধি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ}

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বর্ধিত করেছে এবং তারা কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। *(সূরা তাওবাহ ১২৫ আয়াত)*

{فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}

অর্থাৎ, তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ১০ আয়াত)*

এই শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ওদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে ওদেরকে আহবান করা হলে ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সিদ্ধান্ত ওদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে ওরা বিনীতভাবে রসূলের নিকট ছুটে আসে। ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ওদের প্রতি যুলুম করবেন? বরং ওরাই তো সীমালংঘনকারী।" *(সূরা নূর ৪৮-৫০ আয়াত)*

অনুরূপ যে মনে জং ও বক্রতা আছে, সে মনেও হিদায়াত নিষ্ক্রিয়। বরং বিপরীতভাবে তাতে টেরামিই কাজ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّـــهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ}

অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা আলে ইমরান ৭ আয়াত)*

হিদায়াতের জায়গায় যে বক্রতা অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ তার বক্রতা আরো বৃদ্ধি করেন। তিনি বলেছেন,

{فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (৫) سورة الصف

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র ক'রে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(সূরা স্বাফ ৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ কুরআনকে মুত্তাক্বীদের জন্য হিদায়াত করেছেন। আর যালেমদের জন্য আরো ক্ষতিকর বানিয়েছেন। সত্যিই তো চোখের পাতা মেলে দিনের আলো না দেখলে, সূর্যের কি দোষ? আমরা না জাগলে কি সকাল কখনও হবে?

❁ হকপন্থীর পূর্ব জীবনের বা তার কোন আত্মীয়র ভুলের জের ধরে হক কবুল না করা।

কোন হকপন্থী যদি পূর্ব জীবনে মানবীয় দুর্বলতার ফলে কোন ভুল বা পাপ ক'রে থাকে এবং পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে সঠিক পথে ফিরে আসে, তাহলে তার নিকট থেকে কি হক গ্রহণ করা যাবে না।

হকপন্থী প্রথম জীবনে মূর্তিপূজক বা মাযারী ছিল, পরে তওবা করলে কি তার নিকট থেকে হক গ্রহণ করা যাবে না?

হকপন্থী প্রথম জীবনে কোন চুরিতে ধরা পড়েছিল, তা বলে কি তার হকটাও বাতিল হয়ে যাবে?

কোন গায়র-মাহরাম শিশু-কন্যাকে যদি কোন পুরুষ কোলে-পিঠে ন্যাংটা অবস্থায় মানুষ করে, অতঃপর যুবতী হয়ে সে যদি শরীয়ত মেনে তাকে পর্দা করে, তাহলে

তাতে কি তার দোষ হবে?

হকপন্থী যদি বয়সে ছোট হয়; ছেলে তুল্য হয়, তাহলে কি তার নিকট থেকে হক গ্রহণ করতে প্রেস্টিজে লাগবে?

মূসা ﷺ-কে ফিরআউন শিশু অবস্থায় লালন করেছিল। পরবর্তীকালে বড় হয়ে যখন তিনি তাকে হিদায়াত করতে এলেন, তখন সে বলেছিল,

{أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ} (١٩)

অর্থাৎ, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করিনি এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটাও নি? তুমি তো যা অপরাধ করার তা করেছ, আর তুমি হলে অকৃতজ্ঞ।

মূসা ﷺ তার জবাবে বলেছিলেন,

{فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنْ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنْ الْمُرْسَلِينَ} (٢١) سورة الشعراء

অর্থাৎ, আমি সে অপরাধ করেছিলাম, যখন আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রসূল করেছেন। *(সূরা শুআরা ১৮-২১ আয়াত)*

কিন্তু ফিরআউন তাঁকে পাগল বলল, জেলে দেওয়ার হুমকি দেখাল, আরো কত কি?

বলা বাহুল্য, এই সূত্রে হক প্রত্যাখ্যান করা ফিরআউনী নীতি। আজও অনেকে সেই নীতি অবলম্বন করে। অনেকে আবার হকপন্থীর নিজের কৃতকর্ম নয়, বরং তার কোন আত্মীয়র কৃতকর্মের জের ধরে তার নিকট থেকে হক মানতে চায় না। বলে,

'তোর বাবা তো চোর ছিল, তুই আবার আমাদেরকে কি হাদীস শুনাবি?

তোর ভাই তো ব্যভিচার ক'রে বেড়ায়, তুই আবার আমাদেরকে কিসের হিদায়াত করবি?

তোর ছেলে তো বেনামাযী, তুই আবার আমাদেরকে কিসের হিদায়াত দিবি?

তোর স্ত্রী তো তোর পশ্চাতে বেপর্দায় ঘোরাফেরা করে, তোর কথা আবার কে শুনবে?

আগে ঘর সামাল, তারপর পর সামালবি?'

তাই যদি হয়, অর্থাৎ, ঘর যদি কেউ সামালতে না পারে, ঘর যদি তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তাহলে সে কি বাতিলপন্থী হয়ে যায়? তার হকও কি বাতিলে পরিণত হয়ে যায়?

এখন যদি নূহ ও লূত নবীর কওম বলে, 'তুমি আগে তোমার স্ত্রী সামলাও, তবেই তোমার উপর ঈমান আনব।'

ইব্রাহীম নবীর কওম যদি তাঁকে বলে, 'তুমি আগে বাপকে হিদায়াত কর, তবে আমরা তোমার হিদায়াত মানব।'

নূহ নবীকে তাঁর কওম যদি বলে, 'তোমার ছেলে কাফের, তুমি আমাদেরকে আবার কি হিদায়াত করবে?'

শেষনবীকে তাঁর কওম যদি বলে, 'তুমি তোমার চাচাকে মুসলমান করতে পারলে না, তোমার কথা আমরা কেন মানব?'

তাহলে কি ভুল হবে না ভাইটি?

❁ অহংকার, ঔদ্ধত্য

কারো মধ্যে অহংকার থাকলে, সে কি হক মানতে পারে? অহংকার মানেই হল, 'আমি বড়, আমি সবার থেকে ভাল। আমিই সর্বেসর্বা। আমি ছাড়া আবার আছে কে? হম কিসী সে কম নেহী।' অহংকার মানে, সত্য প্রত্যাখ্যান করা ও অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করা।

সৃষ্টির ইতিহাসে সর্বপ্রথম হিংসা ও অহংকার প্রদর্শন ক'রে হক প্রত্যাখ্যান করেছে ইবলীস।

{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ} (١٣)

অর্থাৎ, (আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁকে সিজদা করতে আদেশ করলে সকল ফিরিশ্‌তা সিজদা করেছিলেন। কিন্তু ইবলীস করেনি। তখন মহান আল্লাহ) বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদাহ করলে না?' সে বলল, 'আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং ওকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি দ্বারা।' তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে নেমে যাও। এখানে থেকে অহংকার করবে, এ হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।' *(সূরা আ'রাফ ১২-১৩ আয়াত)*

সামূদ জাতি স্বালেহ নবীর জন্য অহংকারের সাথে বলেছিল,

{أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} (٢٥) سورة القمر

অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? বরং সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। *(সূরা ক্বামার ২৫ আয়াত)*

মক্কার মোড়লরা বলেছিল,

{لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} (٣١) سورة الزخرف

অর্থাৎ, ওরা বলে, 'এ কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হল না দু'টি জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ওপর?' *(সূরা যুখরুফ ৩১ আয়াত)*

{أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ }

অর্থাৎ, আমরা এত লোক থাকতে কি তারই ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হল?' (মহান আল্লাহ বলেন,) ওরা তো প্রকৃতপক্ষে আমার কুরআনে সন্দিহান, ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। *(সূরা স্বা-দ ৮ আয়াত)*

যেমন আল্লাহর নিদর্শনাবলী উপেক্ষা করেছিল উদ্ধত ফিরআউন। মূসা ﷺ-এর মাধ্যমে একাধিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ ও সত্য মনে করেও তা শুধু অহংকারবশে মেনে নেয়নি। "----ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। অতঃপর যখন ওদের নিকট আমার (আল্লাহর) উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এল তখন ওরা বলল, 'এ তো সুস্পষ্ট যাদু! ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলিকে প্রত্যাখ্যান করল; যদিও ওদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল? *(সূরা নাম্ল ১২-১৪ আয়াত)*

এমন অহংকারে সত্য অগ্রাহ্যকারীদের অবস্থা পরকালে কি হবে, তা তো বলাই বাহুল্য। কুরআন মাজীদে এক শ্রেণীর উদ্ধত মানুষের কথা উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে, "ওরা (ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী) সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে। অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপ করে থাকি। ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহংকারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যসমূহকে বর্জন করব?' বরং (মুহাম্মাদ) তো সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সমস্ত রসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছিল। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে।" *(সূরা স্বাফ্ফাত ৩৩-৩৮ আয়াত)*

যারা অহংকার ও গর্ব প্রদর্শন করে, তারা কখনই সৎপথের দিশা পায় না। "যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায়

লিপ্ত হয়, তাদের একাজ আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষের বিষয়। আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। *(সূরা মু'মিন ৩৫ আয়াত)* "যারা আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার; যা অর্জনে তারা সফল হবে না।" *(ঐ ৫৬ আয়াত)*

পক্ষান্তরে যারা সত্য জানার জন্য নমনীয়তা ও বিনয় প্রদর্শন করে, তারা অচিরে সত্যের সাক্ষাৎ পায়। যেমন যুগে-যুগে বহু পন্ডিত, পুরোহিত, যাজক ও পাদ্রী সত্যের সন্ধান পেয়ে বিনয়ের সাথে সাগ্রহে সত্য গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়েছেন। এই শ্রেণীর মানুষদের প্রশংসা করে কুরআন বলে, "--- এবং যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন যে (আগত) সত্য তারা উপলব্ধি করেছে তার দরুন তুমি তাদের চক্ষুকে অশ্রু-বিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করলাম। অতএব তুমি আমাদেরকে (সত্যের) সমর্থকদের দলভুক্ত কর। আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন তখন আল্লাহতে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কি কারণ থাকতে পারে?' অতঃপর তাদের একথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন বেহেশ্ত; যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত। যারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।" *(সূরা মাইদাহ ৮৩-৮৫ আয়াত)*

বহু মানুষ অহংকারের সাথে নিজেকে উচ্চ বংশের এবং সত্যের সন্ধানদাতাকে নীচ বংশের ধারণা ক'রে 'সারকুঁড়ে পদ্মফুল' বলে নাক সিঁটকিয়ে তার নিকট থেকে সত্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়।

অথবা হকপন্থীকে বয়সে ছোট বা অনুগৃহীত ভেবে তার নিকট থেকে হক গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয় না।

অথচ হক যেখানেই থাক, যে পরিবেশেই থাক সেখান হতেই তা বরণীয় ও গ্রহণীয়। হীরার টুকরা যদি নর্দমায় পড়ে থাকে, তাহলে জ্ঞানী মানুষের কাছে নর্দমার গন্ধে তা অবহেলিত হয় না। বরং তা সাদরে কুড়িয়ে নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। মনে যে বাঞ্ছনীয়---তার আত্মীয়-স্বজন খারাপ হলেও---মানুষ তাকে পেয়ে ধন্য হয়। একটি গোলাপ-ফুল, তার রঙ যাই হোক না কেন, তার সৌন্দর্য বড় রোমাঞ্চকর।

❁ হকপন্থীর প্রতি ব্যক্তিগত হিংসা, আক্রোশ, বিদ্বেষ বা শত্রুতা

সত্য তথা সত্যের ধারক ও বাহকের প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করলে সত্যের নাগাল পাওয়া যায় না। কারণ, হিংসুকের মনে সর্বদা প্রতিপক্ষের ক্ষতি ও ধ্বংস-

কামনাই থাকে। সুতরাং হিংসা বর্জন না করতে পারলে সত্যানুসন্ধ্যানী সত্যের নাগাল পাবে না। সত্যের ধারক ও বাহক গরীব শ্রেণীর হলে অথবা উচ্চবংশীয় বা স্বজাতীয় না হলে ধনী ও উচ্চবংশীয় যদি তার প্রতি হিংসা করে, তবে তো সত্যানুসন্ধানী চিরকাল মিথ্যার বন্যাতেই হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং ক্ষতি করবে নিজেরই। এই তত্ত্ব কুরআন মাজীদে কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছেঃ-

"তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে আর তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন ঈর্ষান্বিত হয়ে তা তারা প্রত্যাখ্যান করত শুধু এই কারণে যে , আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ (সত্য ও নবুঅত দান) করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" *(সূরা বাক্বারহ ৯০ আয়াত)*

"--অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে (মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুবর্তীদেরকে) যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদের প্রতি ঈর্ষা করে? ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো ধর্মগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলাম এবং দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। অতঃপর কিছু লোক তাতে (যবূর, তওরাত, ইঞ্জিলে) বিশ্বাস করেছিল এবং কিছু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বস্তুতঃ দগ্ধ করার জন্য দোযখই যথেষ্ট। যারা আমার আয়াতসমূহে অবিশ্বাস করে তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব; যাতে তারা (চিরস্থায়ী) শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদেরকে আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করাব ; যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্রা সঙ্গিনী। আর তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় স্থান দান করব।" *(সূরা নিসা ৫৪-৫৭)*

ছোট-বড় ধনী-গরীব, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত প্রভৃতি সত্য-মিথ্যার কোন মাপকাঠি নয়। গরীবকে ধনী হতে দেখে ও অসম্ভ্রান্তকে মানী হতে দেখে হিংসানলে দগ্ধীভূত হয়ে কেউ যদি হক গ্রহণ না করে, তাহলে হিংসুক তো নিজের ছাড়া আর কারো ক্ষতি করবে না।

মহানবী ﷺ-এর সভায় গরীব দেখে ধনীরা বলেছিল, "আমাদের মধ্য হতে আল্লাহ এদের প্রতিই কি অনুগ্রহ করলেন?" *(সূরা আনআম ৫৩ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, তারা সত্য গ্রহণ করতে পারেনি---কেবল হিংসা ও অহংকারের ফলে।

হকপন্থীর প্রতি ব্যক্তিগত বা বংশগত হিংসা থাকলে, হকও হিংসার শিকার হয়ে

যায়। তখন সে চায় হকপন্থীও যেন হকচ্যুত হয়; যেমন আহলে কিতাব চেয়েছিল এবং আজও চায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

অর্থাৎ, হিংসামূলক মনোভাববশতঃ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও, গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, বিশ্বাসের পর (মুসলিম হওয়ার পর) আবার তোমাদেরকে যদি অবিশ্বাসী (কাফের)রূপে ফিরিয়ে দিতে পারত। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(সূরা বাক্বারাহ ১০৯ আয়াত)*

❁ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ

প্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী তথা স্বেচ্ছারিতার পূজারী না হওয়া। কারণ সকল বুদ্ধিমত্তা ও সত্যানুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির হাতে এমনই বন্দী থাকে যেমন কোন বেশ্যার হাতে যুবক। অতএব মানুষের মাঝে এমন সত্যপ্রিয়তা এবং সত্য জানার প্রবল বাসনা ও তীব্র ইচ্ছা থাকতে হবে যে, সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তার প্রবৃত্তি পরাভূত হবে। নচেৎ সত্যের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি ও মনের প্রবণতা কাজ করলে সত্যের মহিমা ধরা দেবে না। বরং বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি হলেও প্রবৃত্তিবশে জেনে-শুনে সত্য প্রত্যাখ্যান ক'রে বসবে। প্রবৃত্তি পূজা সত্যের পথে এমন এক বড় ডাকাত যে, মানুষ তার ফলে সে পথে চলতে মোটেই প্রেরণা পায় না। এ জন্যই আল্লাহ পাক বলেন,

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُـــدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চাইতে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? *(সূরা ক্বাসাস ৫০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَـــاهُم بِـــذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ} (٧١) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, সত্য যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তাহলে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সমস্ত কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে আমি ওদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা মুমিনূন ৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (٢٣) سورة الجاثية

অর্থাৎ, (হে নবী!) তুমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছ, যে নিজের খেয়াল-খুশীকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? কিন্তু (সে যখন এইরূপ করেছে তখন) আল্লাহও তাকে (হেদায়াতের উপযুক্ত নয়) জেনেই পথভ্রষ্ট করেছেন, তার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" *(সূরা জাসিয়া ২৩ আয়াত)*

খেয়াল-খুশীর বশেই মানুষ কত শত উপাস্য বানিয়ে নেয়, খেয়াল-খুশী মতে তাদের নাম দেয়। ধারণা ক'রেই তারা ধরে নেয় যে, তাদের কর্মকান্ডই হক। অথচ হক তাদের নিকট থেকে বহু ক্রোশ দূরে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى} (٢٣) سورة النجم

অর্থাৎ,এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখে নিয়েছ; যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তো কেবল অনুমান এবং মনের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে, অথচ অবশ্যই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে পথ-নির্দেশ এসেছে। *(সূরা নাজ্‌ম ২৩ আয়াত)*

{وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٢٨)

অর্থাৎ, অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই। *(ঐ ২৮ আয়াত)*

মনের কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশীর অনুগামী হলে মানুষ সত্য-বিচ্যুত হতে পারে। এই জন্য মহান আল্লাহ তাঁর নবী দাউদ عليه السلام-কে বলেছিলেন,

{يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ

عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}

অর্থাৎ, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে থাকে। *(সূরা স্বা-দ ২৬ আয়াত)*

যে খেয়াল-পূজারী, সে কি আর সত্যের অনুগামী হতে পারে? হকের নাগাল পেতে স্বেচ্ছাচারিতা বর্জন করা জরুরী। নচেৎ সত্য তোমাকে ছোঁয়া দেবে না ভাইটি!

❁ গোঁড়ামি, অনুদারতা

হকের পরশ পেতে মানুষকে উদার হতে হবে। নচেৎ কোন গোঁড়া ও অনুদার মানুষকে হক তার পরশ দেয় না। 'আপোস মানব, তবে তাল গাছটি আমার' বললে কি কোন সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব? কোন হঠকারী যদি নিজের সিদ্ধান্ত থেকে চুল বরাবর না হঠে, তাহলে সত্যের ফায়সালা পাবে কিভাবে?

"দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি,
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।"

গোঁড়ামির সাথে যারা তাদের পুরনো জিনিসকে ধরে রাখে, রক্ষণশীলতার বেড়ায় থেকে যারা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ রাখে, তারা কি অপরের নিকট থেকে হক গ্রহণ করতে পারে?

'জেগে যারা ঘুমিয়ে থাকে, তাদের যেমন ঘুম ভাঙ্গে না,
বুঝেও যারা বুঝ মানে না, তাদের তেমনি বুঝ আসে না।'

তাদের মতটাই নির্ভুল ধারণা ক'রে ভনিতা প্রয়োগ করে। যেটা করে, সেটাকেই অপরিহার্য মনে করে। অথচ তা অজরুরী বা উত্তম হতে পারে। কিন্তু তারা সেটা অবশ্যকর্তব্য ভেবে আমল করে এবং তার অন্যথা করাকে হারাম ধারণা করে। চোখ বন্ধ ক'রে যে কোন হাদীসের উপর আমল করে। কোন হাদীসকে 'যয়ীফ' বলে চিহ্নিত করলেও ধানাই-পানাই ক'রে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল বৈধ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে। কোন আমলকে 'বিদআত' বললে অবশেষে 'বিদআতে হাসানা'র নামে আমল অব্যাহত রাখে। কোন আমলের দলীল পাকা না হলে, 'আমার উস্তাদজীই আমার দলীল' বলে জেদ ধরে! এইভাবে গোঁড়া মানুষ নিজ বিবেক-বুদ্ধির গোড়া চিমটে ধরে থাকে। সুতরাং সে হকের দিশা কি ক'রে পাবে বল?

'যারা অন্তরে অন্দরে থাকে অন্ধ রে,

ফিরে নাকো দৃষ্টি তাদের কোন মন্তরে।'

❁ নানা সন্দেহ

মানুষ হক সম্বন্ধে সন্দিহান থাকলে হক গ্রহণ করতে পারে না। শোনা, পড়া ও দেখার বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে বিভিন্ন বক্তা তথা ধর্মনেতাদের মতভেদের কথা জেনে লোকে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে। তারা যেন বলছে, 'নানা মুনির নানা মত, আমরা কার অনুসরণ করব? (কার কথা মানব?)'

'অসংখ্য হরিণ দেখে গোলক-ধাঁধায় পড়ে,
না জানে শিকারী কোন্‌টিরে শিকার করে।'

যে ধর্ম বা মযহাবের মানুষ শক্তিমত্তা, ধনবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ, তারাই কি হকের উপর আছে?

অবশ্যই না। হক ও সত্য জানার মানদণ্ড বা মাপকাঠি তা নয়। যেমন, ব্যক্তির মাধ্যমে সত্যকে চিনতে চাওয়া ভুল। সঠিক হল সত্যের মাপকাঠিতেই ব্যক্তিকে চেনা। হকের অনুসারী দুর্বল ও দরিদ্র হলেও হক সর্বক্ষেত্রে সবল ও বরণীয়।

আমার এক উস্তায ডঃ যিয়াউর রহমান আ'যমী হক দেখে হক চিনেছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর আপনজনেরা তাতে প্রতিবাদ জানিয়ে নানা প্রলোভন ও প্রচেষ্টার বলে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি হক থেকে এতটুকু বিচলিত হননি। তাঁকে বলা হয়েছিল, 'ধর্ম পরিবর্তন করার ইচ্ছা যদি তোমার একান্তই ছিল, তাহলে ইসলাম কেন? ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেই তো পারতে। আজ সারা বিশ্বে তাকিয়ে দেখ, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থ-সম্পদের দিক থেকে কত উন্নত ও সমৃদ্ধ। আর মুসলিমদের অবস্থা তো অধঃপতনের অতল তলে। তাদের ব্যবহার ও পরিবেশ দেখেও কি তাদের ধর্মেই দীক্ষিত হতে উদ্বুদ্ধ হলে?'

আমার উস্তায বলেন, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও আমি সকলের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলাম, 'আমি আসলে মুসলমান ও তাদের পরিবেশ দেখে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইনি। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি কেবল ইসলামের সৌন্দর্য দেখেই।'

এই হল জ্ঞানী মানুষের কাজ। পক্ষান্তরে অনেক পিপাসিত সুশীতল স্বচ্ছ পানযোগ্য পানির ওপর ভুলক্রমে মরা ভাসতে দেখে পানি পান করে না। অনেকে ইসলামকে হক জানা সত্ত্বেও মুসলিমদের নোংরা পরিবেশ দেখে ইসলাম গ্রহণ করে না। এরা আসলে কিন্তু জ্ঞানী নয়।

অনেকে হকপন্থীদের নানা মতভেদ ও মযহাব দেখে হক গ্রহণ করে না। যেহেতু চুন খেয়ে তাদের গাল তেঁতেছে, তাই দই দেখেও ভয় হয়!

অনেকে ধারণা করে, যে ধর্ম বা মযহাবের মানুষের কাছে অলৌকিক কর্মকাণ্ড, দৃষ্টি ও চিত্তাকর্ষক বিষয় আছে, তারাই সত্যের অনুসারী!

অনেকে ধারণা করে, সব ধর্ম সমান। তারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, বিধায় হক গ্রহণ করে না। তারা ভাবে, যে কোন একটি ধর্ম মানলেই তো হবে। সত্যতা ও সৎচরিত্রতা বজায় রেখে যে কোন একটি ধর্মের অনুসরণ ক'রে মানুষ পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।

অথচ তাদের সৃষ্টিকর্তার ঘোষণা হল,

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (৮৫)

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত)*

অনেকে বলে, রাম-রহীমে পার্থক্যটা কি? ওরা মূর্তিপূজা করে, এরাও মাযার পূজা করে। ওরা বলে ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছা, এরাও বলে বাবা অমুক সাহেবের ইচ্ছা। ওরা যেমন পাদরী-পুরোহিতকে উপাস্য জ্ঞান করে, এরাও তেমনি পীরবাবাকে আল্লাহর আসন দান করে। ওদের যেমন দুর্গা আছে, এদের তেমনি দর্গা আছে। ওদের যেমন ঠাকুরথান আছে, এদের তেমনি পীরের থান আছে। ওদের দেওয়ালী হয়, এদের শবেবরাত হয়। তাহলে ইসলাম গ্রহণ ক'রে লাভটাই বা কি? সব ধর্ম তো একাকার।

কথা ঠিকই। কিন্তু মুসলিমদের আমল ও পরিবেশ তো আর ইসলাম নয়। এই ইসলাম সেই ইসলাম নয়। আসল ইসলামই বাঞ্ছিত, নকল ইসলাম নয়।

মুসলিমদের অনেক মযহাব রয়েছে, যে কোন একটি মযহাব মেনে চললেই বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে।

অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামী হবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

অনেকে হকের আহবায়ককেই সন্দেহ ক'রে বসে; ভাবে, এই দাওয়াতে তাঁর কোন

স্বার্থ উদ্ধার মতলব আছে!

তিনি হয়তো দেশের রাজা বা নেতা হতে চান।

তিনি হয়তো টাকা-পয়সা কামাবার একটা ধান্দা বানিয়ে নিয়েছেন।

তিনি হয়তো বড় যাদুকর।

তিনি হয়তো গণক।

তিনি হয়তো বড় কবি।

তাঁর নিকট হয়তো শয়তান আসে।

তিনি হয়তো পাগল।

যেমন আম্বিয়াগণের ব্যাপারে এ সকল সন্দেহ উত্থাপন করা হয়েছিল।

বর্তমানেও অনেকে হকপন্থী আহবায়কের জন্য অপবাদ দিয়ে বলে থাকে ঃ-

পেট চালাবার ধান্দা! অমুক সংস্থার দালাল। মদদপুষ্ট মাথা। রিয়ালের ইসলাম। ইত্যাদি। সুতরাং 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।'

❁ লজ্জা, সংকোচ, ভয়

অনেকে হক জেনে হক গ্রহণ করে না, যাতে নিজের অপমান না হয়। এতদিন যা করণীয় বলে ক'রে এলাম, আজ তা বর্জনীয় বলি কি ক'রে? সমাজের লোকে কি বলবে? তাতে তার ওজন হাল্কা হয়ে যাবে তো। অথচ হক গ্রহণে মানীর মান কমে না, বরং মান বর্ধমান হয়। লোকের চোখে তাঁর কদর বাড়ে। পক্ষান্তরে প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্য 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'-এর মত গদ্দিনশীন হয়ে থাকলে, শিক্ষিত সমাজে নিন্দনীয় হতে হয়।

বড় বড় ইমামগণ ফতোয়া বদলেছেন। আজ এক ফতোয়া দিয়ে কাল তা প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন। দলীল যেদিকে ঘুরিয়েছে, তাঁরা সেদিকেই ঘুরেছেন। আর তাতে তাঁদের মান এতটুকু কমে যায়নি।

মুহাদ্দিসগণও রায় বদলেছেন। আজ এক হাদীসকে সহীহ, কাল তা যয়ীফ অথবা তার বিপরীত বলেছেন। তবেই না মানুষ হকপন্থী হতে পারবে।

পক্ষান্তরে মান রাখতে লজ্জার খাতিরে, মানুষের চোখে ছোট হওয়ার ভয়ে যারা হককে 'হক' বলে বরণ করে না, তারা কি ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী নয়? কবি বলেন,

"করিতে পারি না কাজ, সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

আড়ালে আড়ালে থাকি, নীরবে আপনা ঢাকি
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
হৃদয়ে বুদবুদ-মত উঠে শুভ্র চিন্তা কত
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি সযতনে শুষ্ক রাখি
নির্মল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
একটি স্নেহের কথা প্রশমিতে পারে ব্যথা
চলে যায় উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
মহৎ উদ্দেশ্য যবে একসাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
বিধাতা দিয়েছেন প্রাণ, থাকি সদা ম্রিয়মান,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!"

বড় অপরাধী তারা, যারা হক মানতে লোকের কথার ভয় করে, অথচ মহান আল্লাহকে ভয় করে না!

সাধারণভাবে সত্যের অপলাপ করা আহলে কিতাবের কাজ। মহান আল্লাহ তাদেরকে নিষেধ ক'রে বলেছিলেন,

{وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٤٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। *(সূরা বাক্বারাহ ৪২ আয়াত)*

লজ্জার খাতিরে অথবা মানুষের কথার ভয়ে সত্য গোপন রাখতে নিষেধ ক'রে মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي

نَفْسكَ مَا اللَّهُ مُبْديه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولًا } (٣٧) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।' আর তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন; তুমি লোককে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন তার (স্ত্রী যয়নাবের) সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম; যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় তাদের কোন বিঘ্ন না থাকে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। *(সূরা আহযাব ৩৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ কোন কোন কথা লজ্জায় সাহাবাগণকে বলতে পারতেন না, কিন্তু মহান আল্লাহ হক বলতে লজ্জা করেননি। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (٥٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক'রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। *(ঐ ৫৩ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, সংকোচ, লজ্জা বা ভয়ের কারণে হক বরণ করা হতে বিরত থাকা জ্ঞানী মানুষের কাজ নয়। সুতরাং গদি যাওয়ার ভয়, কারো ডাণ্ডা খাওয়ার ভয় অথবা আণ্ডা খাওয়া বন্ধ হওয়ার ভয় যেন কোন জ্ঞানীর হক গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি না করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ منكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذلَّةٍ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٥٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মাইদাহ ৫৪ আয়াত)*

❁ হক তিক্ত হলে গ্রহণ করতে বাধা সৃষ্টি হয়।

অনেক সময় সত্য তিক্ত। তবুও তা ভালোবাসা যেতে পারে এবং যারা সত্যকে ভালোবেসে বরণ করে, তারাই মুক্তি পায়। হতে পারে হক মৌমাছির মত; তার পেটে থাকে মধু, আর লেজে থাকে হুল। তবুও মধু লাভের জন্য হুলের বিঁধন সহ্য করতে হবে। ওষুধ যদি তেঁতো বলে রোগী না খায়, তাহলে সে কি নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় না? অতএব মুক্তি লাভ করতে যদি তিক্ত হক বরণ করতেই হয়, তাতে ক্ষতি কি ভাইটি?

সত্য রূঢ় হলেও তা প্রিয়; সত্য তার প্রেমিককে মুক্ত করে।

সত্য চিরকালই কঠোর, রূঢ় এবং তিক্ত; কিন্তু শাশ্বত ও চিরন্তন।

এ বিশ্বের মাঝে তুমি বহু কথা শুনবে, বহু কথা পড়বে; কিন্তু মানবে শুধু উত্তম কথা, যা হক কথা। আর তাহলেই তুমি আল্লাহর কাছে জ্ঞানী। মহান আল্লাহ বলেন,

[فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ] (١٧-١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে -- যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭- ১৮ আয়াত)*

আবুদ দারদা বলেন, যে হক বলে ও তার উপর আমল করে, সে তার থেকে উত্তম নয়, যে হক শোনে ও তা গ্রহণ করে।

হক পথে অবিচল থাকার উপায়

হক-বাতিলের ব্যাপারে এ দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন ধরনের আছে ঃ-

(১) হক জানে না, মানে না।

(২) হক জানে না, মানে।

(৩) হক জানে, মানে না।

(৪) হক জানে, মানে না; অপরকে বাধা দেয়।

(৫) হক জানে ও মানে।

কিন্তু হকের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাতে যেমন বহু বাধা আছে, তা উল্লংঘন করতে হয়, অনুরূপ বহু কষ্ট আছে যা বরণ করতে হয়।

একজন অমুসলিম হকের সন্ধান পেয়ে মুসলমান হওয়ার পর নানা কষ্টের শিকার হয়। প্রথম এ আনন্দ অথবা অপরাধের কথা কাকে জানাবে? মন চায় প্রিয়তমাকেই আগে জানাই। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরে দেহ-বিনিময় অবৈধ হয়ে গেছে।

নওমুসলিম বলল, 'প্রিয়তমে! একটা কথা বলব?'

স্ত্রী বলল, 'কি বলবে?'

---আমি কি তোমাকে ভালবাসি?

---অবশ্যই! এ প্রশ্ন কেন?

---আমাদের দু'জনের মন কি এক?

---অবশ্যই! আমি তোমার ভালবাসায় মোটেই সন্দেহ করি না।

---তাহলে শোন, আমার মন এক সত্যের নাগাল পেয়েছে, তোমার মন কি তাতে সায় দেবে?

---কি সত্য?

---ইসলাম।

---ও বাবা! তুমি বুঝি নেড়ে হয়ে গেছ?

---নেড়ে বলো না, মুসলিম বল। তুমিও আমার সাথ দাও।

---ছিঃ ছিঃ! তোমার বড় খান খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। আমার ওতে রুচি নেই।

---বড় খান খাওয়ার জন্য মুসলমান হইনি। পরকালে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হয়েছি।

---কেন আমাদের ধর্মে পরিত্রাণ নেই? তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি?

---গরম হয়ো না, না বুঝে ঘৃণা করো না। এই বইগুলো পড়। মুসলিমদের দাফন-

কাফন আর ওদের সৎকার খেয়াল কর। মনকে উদার কর, জ্ঞান উন্মুক্ত কর, তুমিও সত্যের নাগাল পাবে।

---বাজে কথা। আমি আমার বাবাকে খবর দেব। সে তোমাকে বুঝাবে।

---তাড়াতাড়ি করো না। আমাদের ভালবাসার খাতিরে একটু ধৈর্য ধরে চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখ।

---আমি যদি তোমার সাথ না দিই?

---তাহলে আমি তোমার সাথ দিতে পারব না।

---এত বড় কথা? একি সর্বনাশ ডেকে আনলে তুমি জীবনে? কে তোমাকে ভ্রষ্ট করল? আমার কি হবে? আমার কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়েদের কি হবে? আমার ভালবাসার মূল্য কি দিলে তুমি?

স্ত্রী কাঁদতে লাগল। নিমেষের মধ্যে ফুলের বাগানে আগুনের ঝড় বয়ে গেল।

স্বামীর ভালবাসায় কোন সন্দেহ নেই। বন্ধনে আবদ্ধ রেখে সে প্রিয়তমার পরিত্রাণ চায়। কিন্তু প্রিয়তমার মন সত্যের পরশ পেতে চায় না। ফায়সালা হল, তাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মা-কেই প্রাধান্য দিল। সুন্দর সাজানো-গোছানো বাড়ি, জমি-সম্পত্তি, ভালবাসা-স্নেহ-মায়া-মমতা ভরা কত চেহারার দিকে শেষ বারের মত তাকিয়ে আক্রমণের ভয়ে সেই নওমুসলিম রাতারাতি হিজরত করতে বাধ্য হল।

কোথায় যাবে সে? কোন্ অচিন দেশে, অজানা সমাজে, নতুন সংসারে? কিভাবে সেই ভাঙ্গা মনে নতুন জীবন যাপন করবে?

একজন বিদআতী হিদায়াত পাওয়ার পর অনেক কষ্ট পায়। জামাআতের লোক তাকে 'ভ্রষ্ট' বলে, কেউ 'ওয়াহাবী' বলে, আবার কেউ পরিষ্কার ক'রে 'কাফের'ই বলে!

কেউ কটাক্ষ করে, কেউ ব্যঙ্গ করে। মসজিদে মুখ পায় না, স্থান পায় না। সঠিক পদ্ধতিতে নামায পড়লে ইমাম সাহেব, মাতব্বর সাহেব ও জামাআতের গায়ে জ্বালা ধরে। ইমাম সাহেব তাকে 'ফিতনাবাজ' বলেন। মসজিদে এসে জামাআতে ফিতনা সৃষ্টি করতে মানা করেন। তর্ক-বিতর্ক হয়। কোন কোন উদার মানুষ হিদায়াতীর সাথ দিলে বিদআতীদের মাথা আরো গরম হয়ে যায়। তারা তাদের বড় আলেম-উলামা আনে। তাঁরা ফতোয়া দেন, 'ও লামযহাবী হয়ে গেছে। ইজমার খিলাপ করেছে; কাফের হয়ে গেছে। ওর সাথে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-শাদী সব হারাম।'

বাধ্য হয়ে হিদায়াতী একঘরে হয়। মসজিদে যেতে পায় না। বিবাহের সময় বাড়ির লোকেও সহযোগিতা করে না। মা-বাপ বিদআতী জামাআতেরই কনে খোঁজে। হিদায়াতী অসম্মতি জানিয়ে কোন হিদায়াতী গ্রামের মেয়ে পছন্দ করলে মা বলে, 'অমুক (অমুসলিম) গ্রামের মেয়ে ঘর ঢুকাব, তবুও কোন ওয়াহাবী গ্রামের মেয়ে ঘর ঢুকাব না!'

বাপ বলে, 'ঐ গ্রামে বিয়াই করলে বিয়ান দেখা দেবে না, লাচ-দুয়ারে (অর্থাৎ বৈঠক-খানায়) গিয়ে বসতে হবে।'

পাড়া-প্রতিবেশী বলে, 'ভাবীকে আলমারীতে ভরে রাখবে, তার সাথে ভাবের 'ই' চলবে না!।'

ফলে পদে-পদে হিদায়াতী বাধা পায়। বিদআতীদের মাঝে তার কষ্ট বাড়ে। অনেকে প্রহৃত হয়। অনেকে উত্যক্ত হয়ে সমাজ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। মা-বাপ হারাতে হয়, আত্মীয়-স্বজন পর হয়ে যায়। অন্ধকার থেকে আলোর দিশা পাওয়ার পর তার আবার শুরু হয় অন্য এক অন্ধকারময় জীবন।

এই শ্রেণীর হিদায়াতী মানুষেরা হিদায়াতে অবিচল থাকবে কিভাবে?

এই শ্রেণীর উদার মনের মানুষদের মন সান্ত্বনা পাবে কিভাবে?

যে মানুষ ঈমানের আলো পায়, অতঃপর তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে, তার আলো উজ্জ্বল থাকবে কিভাবে?

"কাপড় যেমন পুরনো হয়, ঠিক তেমনি হৃদয়ের ভিতরে ঈমান পুরনো হয়", তা পুনঃ পুনঃ নবায়ন হবে কিভাবে?

যারা হকের উপর থাকতে গিয়ে, হক কথা বলতে গিয়ে ধাক্কা খায়, তারা হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে কি উপায়ে?

হিদায়াতের আলোকপ্রাপ্ত ভাই অথবা বোনটি আমার! এবার আমি সে কথাই আলোচনা করব, যাতে হকের পথে তোমার মন শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে পাহাড়ের মত অটল থাকে। যাতে তুমি নির্বিকার চিত্তে হকের রশি মজবুতভাবে ধরে থাকতে পার। কারণ, বুঝতেই পারছ, এ রশি হাত ছাড়া হলে তোমার গতি কি হবে?

কত ধর্মের মাঝে তুমি সত্য ধর্মের সন্ধান পেয়েছ, কত মযহাবের মাঝে তুমি সত্য মযহাব খুঁজে পেয়েছ, কত মতাদর্শের মাঝে তুমি সঠিক মতাদর্শ লাভ করেছ, কত ফতোয়ার মাঝে তুমি নির্ভুল ফতোয়ার অনুসারী হয়েছ---এ তো তোমার সৌভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য যাতে দুর্ভাগ্যে পরিণত না হয়ে যায়, তার জন্য কিছু চেষ্টা-চরিত্রের

প্রয়োজন আছে, কিছু সংযম ও সাধনার দরকার আছে, কিছু নির্দেশ পালন জরুরী আছে। তুমি যদি এই নির্দেশিকা-পুস্তিকার উপদেশাবলী মেনে চল, তাহলে দেখবে, তোমাকে কেউই সত্যচ্যুত করতে পারবে না---ইন শাআল্লাহ।

১। কুরআন অনুধাবন কর

নিয়মিত অর্থ বুঝে কুরআন পাঠ কর। যেহেতু কুরআনে রয়েছে শান্তির প্রলেপ, কাটা ঘায়ের মলম, নানা উপদেশ, উৎসাহ ও প্রেরণা, সুখের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ধমক। অল্প অল্প ক'রে কুরআন অবতীর্ণ ক'রে মহান আল্লাহ তাঁর নবীর হৃদয়কে সুদৃঢ় করেছিলেন। তিনি বলেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} (٣٢) سورة الفرقان

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন?' এ আমি তোমার নিকট এভাবেই (কিছু কিছু ক'রে) অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য। *(সূরা ফুরক্বান ৩২ আয়াত)*

নতুন ঈমানের ঈমানদার ভাইটি আমার! কুরআন পড়, উপস্থিত মন নিয়ে কুরআন পড়। কুরআনে হৃদয় নরম হয়, ঈমান তরতাজা হয়, ঈমানের ঋদ্ধি-বৃদ্ধি হয়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নবায়িত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٢) سورة الأنفال

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। *(সূরা আনফাল ২ আয়াত)*

হিদায়াতী ভাইটি আমার! হয়তো তোমার মনে কোন সংশয় আছে, কোন সন্দেহ জাগে, হয়তো বা তোমার হৃদয়ে কোন রোগ আছে; কামনা-বাসনা বা আরও কোন জ্বালা আছে। কুরআন পড়, কুরআনে আছে সে রোগের ওষুধ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلَّا خَسَارًا}

অর্থাৎ, আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু

তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৮২ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } (٥٧) سورة يونس

অর্থাৎ, হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে। *(সূরা ইউনুস ৫৭ আয়াত)*

{وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} (٤٤) سورة فصلت

অর্থাৎ, আমি যদি অনারবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম, তাহলে ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলি (বোধগম্য ভাষায়) বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবী অথচ রসূল আরবী!' বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হতে আহবান করা হয়। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪৪ আয়াত)*

নতুন দিগন্তের তারকা ভাই অথবা বোনটি আমার! কুরআনে আছে এমন সব ইতিহাস, যা পড়লে তুমি হৃদয়ে সান্ত্বনা পাবে, ঈমানের পথে তোমার মনোবল বৃদ্ধি পাবে, ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে এ জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী হবে। আশা পাবে, ভরসা পাবে, দুর্বল মনে সাহস পাবে। হারানো উদ্যম ফিরে পাবে। ফিতনার তুফানে স্থিরতা পাবে।

যেখানে তুমি কোন সহায়ক সাথী পাবে না, সেখানে কুরআন তোমার সাথী। যেখানে তুমি দুঃখ ছাড়া সুখ পাবে না, সেখানে কুরআন তোমার সান্ত্বনা।

কুরআন তোমার জীবনধারা বদলে দেবে। মানুষের মনগড়া জীবন-বিধান দিয়ে জীবন পরিচালিত করলে পদে পদে নানা অসুবিধা ভুগবে; কিন্তু খোদ জীবনদাতার জীবন-বিধান দিয়ে জীবন পরিচালিত করলে কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না। এ অজানা অচেনা জীবন পথে কুরআন তোমার গাইড-বুক।

২। মহান আল্লাহর শরীয়ত মেনে চল

মহান আল্লাহর তরফ থেকে তোমার নিকট শরীয়ত এসেছে। গুরুত্বের সাথে সেই শরীয়তের অনুগামী হও। এর ফলে তুমি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে। আর সঠিকভাবে শরীয়ত মেনে না চললে তুমি কোন্ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে বল? মহান আল্লাহর ওয়াদা যে, ঈমানদারদেরকে তিনি নেক আমলের বদৌলতে দুনিয়া ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। তিনি বলেছেন,

{يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ} (٢٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। *(সূরা ইব্রাহীম ২৭ আয়াত)*

{وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٦٦) وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيمًا (٦٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} (٦٨) سورة النساء

অর্থাৎ, যদি আমি তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহত্যাগ কর, তাহলে তাদের অল্পসংখ্যকই তা মান্য করত। আর যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, যদি তারা তা পালন করত, তাহলে তা তাদের জন্য নিশ্চয়ই কল্যাণকর হত এবং চিত্তস্থিরতায় দৃঢ়তর হত। তখন আমি আমার নিকট থেকে তাদেরকে নিশ্চয় মহা পুরস্কার প্রদান করতাম এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই সরল পথে পরিচালিত করতাম। *(সূরা নিসা ৬৬-৬৮ আয়াত)*

সকল বিষয়ে কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর নির্দেশ খোঁজ, সকল সমস্যায় কুরআন ও সহীহ হাদীসের সমাধান অনুসন্ধান কর, সকল নীতিতে শরীয়তের রীতি অবলম্বন কর। আল্লাহকে অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সৎ পথ পাবে এবং সুখের রহমত পাবে। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (١٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا}

অর্থাৎ, হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর

যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে, তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করবেন এবং তাঁর নিকট পৌঁছনোর জন্য তাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। *(ঐ ১৭৪-১৭৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহর শরীয়ত মেনে চললে তোমার ইবাদত হবে। আর ফরয ইবাদতের সাথে নফল ইবাদত করলে শুধু প্রতিষ্ঠাই নয়, বরং তুমি আল্লাহর ওলী হতে পারবে, তাঁর প্রিয় বন্ধু হতে পারবে। মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার ওলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর সে নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর আমি তার শোনার কান হয়ে যাই, তার দেখার চোখ হয়ে যাই, তার ধরার হাত হয়ে যাই, তার চলার পা হয়ে যাই! (অর্থাৎ, তখন সে আমার মর্জি অনুযায়ী শোনে, দেখে, ধরে ও চলে।) সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আর আমি যে কাজ করি তাতে কোন দ্বিধা করি না---যতটা দ্বিধা করি এজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে; কারণ, সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি।" *(বুখারী ৬৫০২নং)*

এর থেকে বড় প্রতিষ্ঠালাভ আর কি হতে পারে বল?

৩। বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ কর

নব মুসাফির বেদনাহত হিদায়াতী ভাইটি আমার! হিদায়াতের পথে এসে তোমার যদি কষ্ট হয়, তাহলে বল কষ্ট ছাড়া কি সফলতা আছে? সত্যের নাগাল পেয়ে যদি কষ্ট স্বীকার করতেই হয়, তাহলে সে কষ্টকে সহস্র স্বাগতম। কষ্টে মন বিচলিত হলে বেশী বেশী আল্লাহর যিক্র কর, মহান প্রতিপালককে বেশী বেশী স্মরণ কর, তাঁর স্মরণে তোমার মন তাজা হবে।

যত বড়ই যালেমের যুলুম হোক, যত বড়ই জাঁদরেলের জেদ হোক, আল্লাহর যিক্রে তুমি সামর্থ্য পাবে, বল পাবে, শক্তি পাবে। ঐ দেখ মহান আল্লাহ মূসা ও হারূনকে রক্তপিপাসু রাজা ফিরআউনের কাছে পাঠানোর সময় অসিয়ত ক'রে বলেছেন,

{اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي} (٤٢) سورة طــه

অর্থাৎ, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহসহ যাত্রা শুরু কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। *(সূরা ত্বাহা ৪২ আয়াত)*

আল্লাহর যিক্র চরম বিপদ থেকে মুক্তিলাভের প্রধান কারণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٤٤) الصافات

অর্থাৎ, সে (ইউনূস) যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান-দিবস পর্যন্ত সেথায় (মৎসগর্ভে) অবস্থান করত।" *(সূরা সা-ফ্ফা-ত ১৪৩-১৪৪ আয়াত)*

যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি শত্রুর সম্মুখীন হয়েও আল্লাহর যিক্র করলে বিজয় ও সাফল্য আসে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} (٤٥)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচল থাক এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা আনফাল ৪৫)*

বেশী বেশী আল্লাহর স্মরণ শুধু মনকেই নয়, বরং দেহকেও শক্তিশালী ক'রে তোলে।

যাঁতা ঘুরিয়ে মা ফাতেমার হাতে ফোসকা পড়ে যেত। তিনি আব্বার কাছে খাদেম চাইলেন। আব্বা বললেন, "যখন তোমরা বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার 'আল্লাহ আকবার', ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করবে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম অপেক্ষা উত্তম হবে!" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কষ্টদগ্ধ ভাইটি আমার! মহান প্রভুকে যদি স্মরণে তোমার সাথে রাখতে পার, তাহলে দুশমনরা তোমাকে জেলে বন্দী রেখে তোমার কি ক'রে নিতে পারবে? জান্নাত তোমার বুকে থাকলে, শত কষ্ট দানের মাধ্যমে তোমার সুখ কি হরণ করতে পারবে ওরা? অবশ্যই না।

শুনেছ ভাইটি জেলে বন্দী থেকে আল্লাহর ওলী হওয়ার কথা, জেলে অবস্থান ক'রে কুরআন হিফ্য করার কথা, বড় বড় কিতাব লেখার কথা! মুসলিম হয় অকুতোভয়। যে হালেই থাকে, সে হালই তার জন্য কল্যাণকর। অবশ্য নিয়ত চাই, সাধনা চাই।

৪। হকপন্থী উলামার সাহচর্য গ্রহণ কর

বিচলিত হওয়ার সময় তুমি হক ও মধ্যপন্থী উলামার সাহচর্য গ্রহণ কর। ফতোয়া গ্রহণ করার সময় যেখান-সেখান থেকে ফতোয়া গ্রহণ করো না। পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করার সময় খবরদার কোন বিদআতী, উগ্রপন্থী, গোঁড়াপন্থী বা দাদুপন্থী আলেমের

নিকট যেয়ো না।

কিছু উলামা আছেন, যাঁরা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের খিল। তাঁদের সাথে তুমি তোমার ইল্‌মী সম্পর্ক বজায় রাখ। পক্ষান্তরে অন্য এক শ্রেণীর উলামা আছেন, যাঁরা ঠিক এর বিপরীত। তাঁদের নৈকট্য থেকে তুমি শতক্রোশ দূরে থেকো। নচেৎ হিদায়াতের পথ থেকে দূরে সরে যাবে। সোনা চিনে সোনার কদর করো। আর জেনে রেখো যে, চকচক করলেই সোনা হয় না।

আরবে যখন লোকেরা মুর্তাদ হতে শুরু করে, তখন মহান আল্লাহ আবূ বাকর ﷺ দ্বারা দ্বীন রক্ষা করেন। 'কুরআন সৃষ্টি'র ফিতনার সময় তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল দ্বারা বহু মানুষকে হিদায়াতে অবিচলিত রাখেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ দ্বারা মহান আল্লাহ বহু মানুষকে অনুরূপ হক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সর্বযুগে এমন কিছু হকপন্থী উলামা থাকেন, যাঁদের সাহচর্যে ঈমান নিরাপত্তা পায়, ফিতনার সময় পদস্খলনের পথে পা সুদৃঢ় হয়।

কিন্তু হকপন্থী উলামা চিনবে কিভাবে?

নিশ্চয় ব্যক্তি দেখে হক নয়, বরং হক দেখেই ব্যক্তি চিনতে হবে।

কিন্তু তোমার যদি হক চিনারই ক্ষমতা না থাকে, তাহলে?

একান্ত যদি অন্ধানুকরণ ক'রে ব্যক্তি দেখেই হক চিনতে হয়, তাহলে তুমি হকপন্থী কিভাবে চিনবে?

আমি বলি, 'সঊদী আরবের ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসদের তাহকীক বেশী। তাঁরাই হকপন্থী।'

তুমি বলবে, 'তাহলে আমাদের দেশের আলেম-মুহাদ্দিসরা কি আরবী ও কুরআন-হাদীস বুঝেন না?'

আমিও বলব, 'যে দেশের ভাষায় কুরআন-হাদীস তাঁরা কি তা বেশী বুঝেন না?'

তুমি যদি বল, 'আমার দেশের অমুক জাঁদরেল ছিলেন, অমুক বিশাল পন্ডিত ছিলেন।' কিন্তু এ দেশের জাঁদরেল ও পন্ডিত সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই, তাহলে তুলনা করবে কিভাবে? 'সব মা-ই নিজের ছেলের কাছে সুন্দরী' বললে কি বিচারটা ঠিক হবে? তুমি বলবে, 'আমার মা আমার কাছে সুন্দরী', আমি বলব, 'আমার মা আমার কাছে সুন্দরী', সে বলবে, তার মা তার কাছে সুন্দরী, তাহলে আসলে একজন তো সবার থেকে বেশী সুন্দরী আছে, সে বিচারটা কে করবে?

ক্লিন্টনের ছেলে যদি বলে, 'আমার মা আমার কাছে সুন্দরী।' ওবামার ছেলে যদি

বলে, 'আমার মা আমার কাছে সুন্দরী।' তাহলে আসল সুন্দরী নির্বাচনে কি বিচারটা অন্যায় হয় না?

অবশ্যই সুন্দরীদের উক্ত সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার বিচারভার এমন এক মহিলাকে দিতে হবে, যে সবারই মা-কে দেখেছে। সেই বলতে পারবে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে। নচেৎ কানা কি বলতে পারে, নাচিয়ের নাচ কেমন? আর কালা কি বলতে পারে, গায়কের গান কেমন?

তুমি তোমার দেশের আল্লামা অমুক সাহেবকে চিনো, কিন্তু আরব দেশের আল্লামা আলবানীকে চিনো না, অথচ তুমি যদি বল, 'আমার দেশের আল্লামা বেশী বড়।' তাহলে বিচারটা কি এক তরফা হয় না?

তুমি যদি বল, 'সঊদিয়ার ফতোয়া কেন মানব? সে দেশে আমেরিকার সৈন্য জায়গা দিয়েছে। ও দেশে রাজতন্ত্র আছে। ও দেশে গান-বাজনা আছে, সূদী ব্যাংক আছে। কা'বা-মসজিদের অনতি দূরে ডিস-এ্যন্টেনা আছে, হুঁকো খাওয়ার দোকান আছে। ও দেশে আওলিয়া (মাযার) নেই।'

তাহলে আমি বলব, 'তোমার দেশের ফতোয়াই বা কেন মানবে? তোমার দেশে তো মূর্তিপূজা হয়, গরু ও লিঙ্গ পূজা হয়। আর গান-বাজনা, হুঁকো, ব্লু ফিল্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা (আসল অর্থে), দুর্নীতি তো আছেই।

ও দেশে রাজতন্ত্র আছে, আর তোমার দেশে আছে অরাজকতা।

ও দেশে মসজিদের পাশে ডিস আছে, হুঁকো আছে, আর তোমার দেশে মসজিদের পাশে মাযার আছে, তোমার দেশে মসজিদই ভাঙ্গা হয়। তাহলে কোন্‌ দেশের ফতোয়া নেবে?'

ভাইটি আমার! গোঁড়ামি ছাড়, তুমি মনকে উদার ক'রে দেখ, হকপন্থী তোমার চক্ষু এড়াবে না---ইন শাআল্লাহ!

৫। পথের উপর বিশ্বাস রাখ

তুমি হিদায়াতের যে পথ পেয়েছ, সেই পথের উপর বিশ্বাস রাখ। এই পথই হল 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম', যে পথে চলেন নিয়ামতপ্রাপ্ত মানুষেরা। এই সেই পথ, যে পথ ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই।

জেনে রেখো যে, বহু মানুষ অন্য পথ ছেড়ে এ পথ অবলম্বন করে, কিন্তু এ পথের কোন পথিক অন্য কোন পথ অবলম্বন করে না। অবশ্য কারো কোন স্বার্থ থাকলে ভিন্ন কথা।

তুমিও শুনে থাকবে, কত শত মুক্তি-সন্ধানী জ্ঞানী মানুষ এ পথ অবলম্বন করেছেন। কত সূফীবাদী, মুশরিক ও বিদআতী এ পথ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সালাফী তাদের পথ গ্রহণ করেনি, করতে পারে না।

তুমি পথের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, তাতে অবিচলিত থাকতে পারবে। কোন প্রলোভন ও প্ররোচনা তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না। কোন চাকচিক্য ও লেবেল তোমাকে প্রবঞ্চিত করতে পারবে না।

মনে রেখো যে, তুমি যে পথ অবলম্বন করেছ, তা কোন নতুন পথ নয়, তা কোন নতুন মযহাব অথবা মতবাদ নয়। বরং এটাই আসল ইসলাম, ভেজালহীন খাঁটি দ্বীন। এই পথের পথিকৃৎ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। এই পথে চলেছেন তাঁর সাহাবাগণ, তাবেঈনগণ এবং তাঁদের অনুগামিগণ। এই পথেরই পথিক ছিলেন সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনগণ।

আর পথের পথিক অল্প দেখে সন্দেহ করো না, সংখ্যায় কম দেখে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ো না। কারণ হকের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তার অনুগামীরা সংখ্যালঘু।

এ পথ মহান সৃষ্টিকর্তার পথ। এ পথই তিনি মনোনীত করেছেন। তাঁর ইচ্ছায় এ পথের মানুষেরা প্রবাসী সম। যে অচেনা মানুষকে দেখে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, নির্বোধ শিশুরা পাথর মারে, বাড়ির লোকেরা দেখে দরজা বন্ধ করে। প্রবাসীর মত তোমাকেও খারাপ লাগার কথা। কিন্তু অর্থের জন্য বিদেশে থাকলে তো সে সব সহ্য করতেই হবে। আর তবেই তো তোমার জন্য শুভ-পরিণাম হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং সুসংবাদ ঐ মুষ্টিমেয় লোকেদের জন্য।" *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "--- সুতরাং শুভ সংবাদ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য যারা মানুষ অসৎ হয়ে গেলে তাদেরকে সংস্কার করে সঠিক পথে রাখতে সচেষ্ট হয়। *(আবু আম্র আদ্দা-নী)*

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালনে ভরসা রাখ। অনেক সময় তোমার মনে সন্দেহ হতে পারে, কেন মুসলমানরা মার খাচ্ছে?

আল্লাহর সাহায্য আসে না কেন?

মুসলমানদের এ দুরবস্থা কেন?

তাহলে কি মুসলমানদের পথ সঠিক নয়?

হ্যাঁ অবশ্যই এ সব প্রশ্ন মনে উঁকি দিতে পারে। আর সে সব প্রশ্নের উত্তরও আছে সর্বশেষ প্রশ্নে। অর্থাৎ, মুসলমানদের পথ সঠিক নয়। মুসলমানরা যে পথে চলেছে, সে পথ সঠিক নয়। তারা যদি সঠিক 'ইসলাম' পথে চলত, তাহলে তাদের এই দুরবস্থা হত না।

আজ মুসলমানেরা দলে-দলে মযহাবে-মযহাবে শতধাবিচ্ছিন্ন।

আজ মুসলমানেরা গৃহদ্বন্দে লিপ্ত।

আজ মুসলমানেরা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে বহু দূরে।

আজ মুসলমানেরা নামে 'মুসলমান' কামে অন্য কিছু।

তবুও রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এক দল চিরকাল হক (সত্যের) উপর বিজয়ী থাকবে আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(মুসলিম)*

আর নিশ্চিত হও, তুমি সেই দলেরই একজন।

তুমি সেই দলের নও, যে দলের লোক দুনিয়ার জন্য প্রাণ দেয়।

তুমি সেই দলের নও, যে দলের লোক গদির জন্য প্রাণ দেয়।

তুমি সেই দলের নও, যে দলের লোক নিজেদের নেতা বা নেত্রীর জন্য প্রাণ দেয়।

তুমি সেই দলের নও, যে দলের লোক পার্টির জন্য প্রাণ দেয়।

তুমি সেই দলের নও, যে দলের লোক শির্ক ও বিদআতের জন্য প্রাণ দেয়।

তুমি সেই দলের নও, যে দলের লোক অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য প্রাণ দেয়।

তুমি সেই দলের, যে দলের লোক কেবল আল্লাহর জন্য প্রাণ দেয়।

তুমি সেই দলের, যে দলের দলপতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

তুমি সেই দলের, যে দল আল্লাহর। আর আল্লাহর দল অবশ্যই বিজয়ী। এটা আল্লাহর ওয়াদা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} (٥٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, (সে হবে আল্লাহর দলভুক্ত।) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে। *(সূরা মাইদাহ ৫৬ আয়াত)*

{وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} (١٧٣) سورة الصافات

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। *(সূরা স্বাফ্ফাত ১৭৩ আয়াত)*

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (٤٧) سورة الروم

অর্থাৎ, আমি তো তোমার পূর্বে রসূলদেরকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, তারা ওদের নিকট সুস্পষ্ট বহু নিদর্শন এনেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছিলাম। আর বিশ্বাসীদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। *(সূরা রূম ৪৭ আয়াত)*

তুমি হয়তো বলবে, কই আল্লাহর সাহায্য? কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তুমি হয়তো নিরাশাবাদিতায় পতিত হয়ে আশা ভঙ্গ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ}

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্ত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল, তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৪ আয়াত)*

অধৈর্য হয়ো না ভাইটি আমার! সাহায্য অবশ্যই আসবে। হীনমনা হয়ো না, মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ো না। কারণ, এ গুণ মু'মিনের নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (١٤٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, কত নবী যুদ্ধ করেছেন। তাদের সাথে ছিল বহু রব্বানী (আল্লাহভক্ত) লোকও। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপরাশি এবং কর্মজীবনের বাড়াবাড়িসমূহকে তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।' *(সূরা আলে ইমরান ১৪৬-১৪৭ আয়াত)*

সন্দেহ করো না, অধীর হয়ো না, ভবিষ্যৎ ইসলামের জন্য।

খাব্বাব ইবনে আরাত্ত্ ﷺ বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় একটি চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং আমরা মুশরিকদের দিক থেকে নানা যাতনা পেয়েছিলাম। আমরা বললাম যে, 'আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দুআ করবেন না?' তিনি বললেন, "(তোমাদের জানা উচিত যে,) তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হত। অতঃপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু'খণ্ড ক'রে দেওয়া হত এবং দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ নিশ্চয় এই ব্যাপারটিকে (দ্বীন ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সানআ থেকে হাযরামাউত একাই সফর করবে; কিন্তু সে (রাস্তায়) আল্লাহ এবং নিজ ছাগলের উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।" *(বুখারী)*

সাহায্যলোভী ভাইটি আমার! সাহায্য লাভেরও তো কিছু শর্তাবলী আছে। মুসলমানরা সে সব শর্তাবলী কি পালন করেছে?

৬। আল্লাহর কাছে দুআ কর

হিদায়াতী ভাইটি আমার! আল্লাহর সাথে তোমার কৃত ওয়াদা তুমি পালন কর, আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পালন করবেন। আর দুআ করতে থাক। দুআ কর, যাতে আল্লাহ তোমাকে এই অদ্বিতীয় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। দুআ কর, যাতে সর্বপ্রকার শরয়ী সংগ্রাম ও জিহাদে মহান আল্লাহ তোমাকে দৃঢ়পদ রাখেন। দুআ কর ঐ মু'মিনদের মত, যাঁদের জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧) فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١٤٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, কত নবী যুদ্ধ করেছেন। তাদের সাথে ছিল বহু রব্বানী (আল্লাহভক্ত)

লোকও। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপরাশি এবং কর্মজীবনের বাড়াবাড়িসমূহকে তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।' অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার (বিজয়) এবং পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার (বেহেশ্ত) দান করলেন। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৪৬-১৪৮ আয়াত)*

দুআ কর দাঊদ ও ত্বালূত্বের অনুগামীদের মত,

{رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (٢٥٠) سورة البقرة

অর্থাৎ,'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদেরকে অবিচলিত রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।' *(সূরা বাক্বারাহ ২৫০ আয়াত)*

মুসলিম-বিদ্বেষীদের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মত আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে বল,

{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য ফিতনার কারণ করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মুমতাহিনা ৫ আয়াত)*

প্রত্যেক মজলিস ও জালসার শেষে দুআ করো,

اَللّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اَللّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ

সমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না। *(তিরমিযী ৩৪৯৭নং)*

ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় ইউসুফ عليه السلام-এর মত অবাঞ্ছনীয় জিনিসকেও বরণ করতে হয় এবং আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়।

{رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ} (٣٣) سورة يوسف

অর্থাৎ,'হে আমার প্রতিপালক! এই মহিলারা আমাকে যার প্রতি আহবান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না কর, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' *(সূরা ইউসুফ ৩৩ আয়াত)*

মানুষের মন বড় পরিবর্তনশীল। আজকের বন্ধু কাল শত্রুতে পরিণত হয়। আজকের ভালবাসা কাল ঘৃণায় পরিবর্তিত হয়। আজকের স্বপক্ষ কাল বিপক্ষের রূপ নেয়। আজকের ঈমান কাল কুফরীতে বদলে যায়।

কত বন্ধুর সাথে এক পাতে খাওয়া-দাওয়া করেছি। কত ভক্তের সাথে আবেগে আপ্লুত হয়ে কোলাকুলি করেছি। কত বন্ধু তাহাজ্জুদের নামায পড়ত, দাওয়াতের কাজ করত। আজ তারা ফরয নামাযটাও ঠিকমত পড়ে না! মানুষের মন ফাঁকা ময়দানে পড়ে থাকা হাল্কা তুলোর মত। অথবা শূন্য মাঠে পড়ে থাকা পাখির হাল্কা পালকের মত। অথবা আকাশে ভাসমান এক খণ্ড মেঘের মত। যেদিক থেকে হাওয়া লাগে তার বিপরীত দিকে সরতে থাকে। তার স্থিরতা থাকে না, দৃঢ়তা থাকে না। সদা বিচলিত, সর্বদা বিক্ষিপ্ত!

আনাস رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা আনয়ন করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হৃদয়সমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'টি আঙ্গুলের মাঝে আছে। তিনি তা ইচ্ছামত বিবর্তন ক'রে থাকেন।" *(তিরমিযী, ইবনে*

মাজাহ, মিশকাত ১০২ আয়াত)

তোমার মনও কি আদম-সন্তানের মন থেকে পৃথক হবে? অবশ্যই না। তোমারও মন মন্দ থেকে ভালর দিকে ফিরে এসেছে। সুতরাং তুমি দুআ কর। দুআ ক'রে আল্লাহর নিকট প্রতিষ্ঠা চাও,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

اَللّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلى طَاعَتِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর।

সুখে-দুঃখে তাঁর নিকট দুআ কর। তিনি দুআ কবুল করবেন। তিনি বলেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, (বাতিল উপাস্য শ্রেষ্ঠ) অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

অবশ্য দুআ কবুলেরও শর্তাবলী আছে, তা দৃষ্টিচ্যুত করো না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ আয়াত)*

৭। তরবিয়ত ব্যবহার কর

সঠিক পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য তরবিয়ত ব্যবহার কর।

প্রয়োগ কর ঈমানী তরবিয়ত; তাতে মহান আল্লাহর প্রতি ভয়-আশা-ভালবাসা দ্বারা তোমার হৃদয় সঞ্জীবিত থাকবে।

ইল্‌মী তরবিয়ত প্রয়োগ কর; তাতে তুমি শরীয়তের প্রত্যেক কাজে সহীহ দলীল অনুসন্ধান করবে এবং অন্ধানুকরণ থেকে দূরে থেকে অনুসরণের নীতি অবলম্বন করবে।

চিন্তা-চেতনার তরবিয়ত প্রয়োগ কর; যাতে ইসলামের দুশমনদের পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ব্যাপারে সচেতন থাকবে এবং বিশ্বায়নের যুগে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থেকে তার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

মধ্যপন্থার তরবিয়ত প্রয়োগ কর; যাতে যে কোন সমস্যায় ধীর-স্থিরতার সাথে সমাধান গ্রহণ করতে পারবে। কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া ক'রে ফায়সালা নেবে না। আলোর পোকার মত উড়ে এসে পুড়ে মরবে না। পথে দৌড়ে যেতে গিয়ে হোঁচট খাবে না এবং লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে না।

আল্লাহর নবী ﷺ সাহাবাগণকে কিভাবে ধীরে ধীরে সঠিক তরবিয়ত দান করেছিলেন, সে কথা সর্বদা খেয়ালে রেখো। যে তরবিয়তের ফলে তাঁরা শত কষ্টের মাঝে খেয়ে-না খেয়ে হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৮। উপকারী ইল্‌ম অনুসন্ধান কর

সত্যের নাগাল পেয়ে গেছ, বিধায় আর ইল্‌ম শিক্ষার দরকার নেই---এমন ধারণা করো না। মানুষ সর্বক্ষণের জন্য ইলমের মুখাপেক্ষী।

মূর্খ মানুষ হিতে বিপরীত করে, ইবাদত করতে বিদআত করে, ভুয়ো তর্ক করে, মানীর মান নষ্ট করে। এই জন্য মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহর বান্দার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলা হয়েছে,

{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا}

অর্থাৎ, তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'। *(সূরা ফুরক্বান ৬৩ আয়াত)*

{وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} (٥٥) سورة القصص

অর্থাৎ, ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন ওরা তা পরিহার ক'রে চলে এবং

বলে, আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫৫ আয়াত)*

রাগ করো না ভাইটি আমার! হয়তো বা তুমি জাহেল; অর্থাৎ, তুমি আলেম নও। আর নচেৎ তুমি আলেম; কিন্তু গভীর জলের মাছ নও; অর্থাৎ, মুফতী পর্যায়ের আলেম নও, অথচ ফতোয়া ঝাড়তে অথবা মুফতীদের ফতোয়া রদ করতে কুণ্ঠিত নও, যাকে নীম আলেম বলা যায়। যার জন্য বলা হয়, 'নীম হাকীম খাতরায়ে জান, নীম মোল্লা খাতরায়ে ঈমান।'

আল্লামা ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যার কাছে শরয়ী জ্ঞান নেই, সে জাহেল; কিন্তু তাকে বলা হয়, জাহেলে বাসীত। আর যার কাছে শরয়ী কিছু জ্ঞান আছে; কিন্তু সে নিজেকে অনেক বড় পন্ডিত ভাবে; বরং সবার চেয়ে বড় পন্ডিত ভাবে, তাকে বলা হয়, জাহেলে মুরাক্কাব।

জাহেলে মুরাক্কাবের বিপত্তি অনেক বেশী। সে বিনা দ্বিধায় ফতোয়া দেয়। (নিজেকে পন্ডিত জাহির করার জন্য অথবা প্রশ্নের মুখে নিজের প্রেস্টিজ বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক বিষয়ে---এমনকি যে বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও ব্যুৎপত্তি নেই---সে বিষয়েও মুখ লড়ায় অথবা কলম চালায়! যে ময়দান তার নয়, সে ময়দানেও ঘোড়া ছোটায়!)

এমনই একটি লোক ছিল, যার নাম 'হাকীম তূমা'। সে গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে 'ইল্ম' বিতরণ ক'রে বেড়াত। একদা এই ব্যক্তি লোকেদেরকে সাদকা করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে বলল, 'তোমরা সাদকা কর। যা আছে তাই দিয়ে সাদকা কর। কিছু না পেলে নিজেদের মেয়ে দিয়েও সাদকা কর; এটি টাকা-পয়সা সাদকা করা অপেক্ষা উত্তম!'

قال حِمَارُ الحكيم تُوما ... لو أنصفَ الدَّهرُ كنتُ أَرْكَبْ

لأَنَّنِي جَاهلٌ بَسيط ... وصَاحِبِي جَاهلٌ مُركَّبْ

অর্থাৎ, (এই অবস্থা দর্শন ক'রে) তার গাধা (অবস্থার ভাষায়) বলল, যুগের লোক যদি ইনসাফ করত, তাহলে আমিই সওয়ার হতাম।

কারণ, আমি জাহেলে বাসীত। আর আমার মালিক হল জাহেলে মুরাক্কাব।

তার অবস্থা দর্শন ক'রে আরবী কবি বলেছেন,

ومن رام العلوم بغير شيء ... يضل عن السراط المستقيم

وتلتبس العلوم عليه حتى ... يكون أضل من توما الحكيم

تصدق بالبنات على رجال ... يريد بذاك جنات النعيم

বিনা ইল্মে যে অনেক ইল্মের দাবী করবে, সে সিরাত্বে মুস্তাক্বীম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

ইল্মসমূহ তার নিকট তালগোল খেয়ে যাবে, পরিশেষে সে হাকীম তূমা অপেক্ষাও বেশী ভ্রষ্ট হবে।

সে পরপুরুষদেরকে কন্যা সাদকা করে, এর দ্বারা জান্নাতুন নাঈম কামনা করে!

(শারহু বুলূগিল মারাম ৩/২৮৪, আল-মুমতে' ৪/৭৮, আল-লিকাউশ শাহরী ৩২/ ১৯)

বলা বাহুল্য, উভয় প্রকার জাহেলই বড় আপদ। তবুও মুরাক্কাব থেকে বাসীত অনেক ভাল। তুমি চেষ্টা কর ইল্ম শিক্ষা করার, তাহলেই হক তোমাকে সঙ্গ দেবে। আর বড় আলেম না হয়ে নিজেকে বড় পন্ডিত বলে প্রকাশ করো না, নচেৎ ঘৃণা ক'রে হক তোমার কাছেই আসবে না।

৯। হকের দলীল জেনে রাখো

হকের দলীল থাকলে তোমার বল থাকবে। ঐ দেখ না, যে গাছের শিকড় মজবুত নয়, সে গাছ অল্প ঝড়েই উপড়ে যায়। বিশাল পাহাড়েরও মাটির গভীরে বিশাল মূল আছে। সমূদ্রের বুকে বরফের যে বিশাল পাহাড় দেখতে পাও, তারও পানির গভীরে বিশাল মূল আছে। তাছাড়া তা অটল থাকতে পারে না।

দলীল না থাকলে তুমি তোমার জমি-জমা, বাড়ি-গাড়ি হারাতে পার। দাবী করলেও বিনা দলীলে তুমি তোমার অধিকার ফিরে পাবে না। হকের পথে যে আছ, তারও দলীল সযত্নে প্রস্তুত রাখ। আর তার জন্য কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ অধ্যয়ন কর অথবা হকপন্থী উলামাদের নিকট থেকে জেনে নাও।

খবরদার! হক চেনার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে দলীল মনে করো না; না বাপদাদাকে, না ওস্তাদজীকে আর না কোন আলেমকে। কারণ এ হল অন্ধানুকরণকারী দাদুপন্থীদের কাজ। অবশ্য সঠিক দলীল দেখে কোন হকপন্থী আলেমের অনুসরণ করতে পার।

কোন জামাআত বিশেষকে হকের দলীল মনে করো না।

কোন দেশকে হকের দলীল মনে করো না।

কোন জাতিকে হকের দলীল মনে করো না।

কারো শক্তিমত্তা দেখে তাকে হকের দলীল মনে করো না।

কারো পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান দেখে তাকে হকের দলীল মনে করো না।

কারো ধন-দৌলত ও সুখ-সমৃদ্ধি দেখে তাকে হকের দলীল মনে করো না।

কারো লম্বা জামা অথবা মাথায় পাগড়ী দেখে তাকে হকের দলীল মনে করো না।
কোন জাল বা যয়ীফ হাদীসকে হকের দলীল ভেবে বসো না।
কারো স্বপ্ন বা কাশ্‌ফকে হকের দলীল মেনে নিয়ো না।
কেচ্ছা-কাহিনীকে হকের দলীল ধরে নিয়ো না।
হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে তার দলীল বড় মজবুত চাই। নচেৎ তুমি নিজেও হকের উপর মজবুত হতে পারবে না।

১০। বাতিলের স্বরূপ জানো এবং তার চমকে ধোঁকা খেয়ো না

হক সূর্যের মত স্পষ্ট হলেও বাতিলের চমক কম নয়। বরং হকের চাইতে বাতিলই বেশী সুশোভিত, সুসজ্জিত ও সৌন্দর্যখচিত।

বাতিলের চমক-দমক বেশী, শক্তি বেশী, অনুগামী বেশী, লেবেল বেশী, প্রচার বেশী, বিজ্ঞাপন বেশী, পৃষ্ঠপোষক বেশী, বাতিলের অনুসারীদের পার্থিব সুখ বেশী। মহান আল্লাহ বলেন,

{لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} (١٩٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে, দেশ-বিদেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে অবশ্যই প্রতারিত না করে। এ সামান্য ভোগ-বিলাস মাত্র, অতঃপর দোযখ তাদের বাসস্থান, আর তা কত নিকৃষ্ট শয়নাগার! *(সূরা আলে ইমরান ১৯৬- ১৯৭ আয়াত)*

বাতিলকে দু'দিনকার জন্য ফুলে-ফলে সুশোভিত দেখে চমৎকৃত হয়ো না। কারণ তা হল বারুদের ফুলঝুরি; ক্ষণিকের জন্য আকাশে শোভা দেখিয়ে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হক হল সুদূর আকাশে তারকারাজির মত। তা সারা সারা রাত অবশিষ্ট থাকে। মহান আল্লাহ একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন,

{أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} (١٧) الرعد

অর্থাৎ, তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ ওদের পরিমাণ অনুসারে প্রবাহিত হয়। সুতরাং স্রোত-প্রবাহ ভাসমান ফেনাকে বয়ে নিয়ে যায়। অনুরূপ (ফেনার মত) আবর্জনা নির্গত হয় যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ

উদ্দেশ্যে কিছু (পদার্থ)কে অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন; সুতরাং যা ফেনা (বা আবর্জনা) তা উপেক্ষিত ও নিশ্চিহ্ন হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা ভূমিতে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন। *(সূরা রা'দ ১৭ আয়াত)*

হক চিরস্থায়ী, বাতিল ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে হকই জয়যুক্ত হয়; যদিও তা চাপা দিয়ে রাখা হয়।

১১। আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান কর

আল্লাহ ও তাঁর নবী তথা শরীয়ত ও হক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কর। সেই অনুযায়ী আমল কর। সেই হকের দিকে মানুষকে আহবান কর। আর এ সবে কষ্ট ও বিপদ এলে ধৈর্যধারণ কর। এ হল সূরা আসরের সারাংশ।

যে পানি বদ্ধ থাকে, তা খারাপ হয়ে যায়। যে পানি চলমান থাকে, তা খারাপ হয় না। যে যন্ত্র চালু থাকে, ভাল থাকে। ভরে রাখলে খারাপ হয়ে যায়। যে শরীর বসে থাকে, সে শরীরে রোগ বেশী। ইল্‌মী কাজও অনেকটা সেইরূপই। অধ্যাপনা করলে ইল্‌ম বৃদ্ধি পায়, দাওয়াতের কাজ করলে ইল্‌মের দরকার হয়, ফলে তাতে বর্কত হয়।

দাওয়াতের কাজ রসূলগণের এবং তাঁদের ওয়ারেসগণের। দাওয়াতের কাজ সব থেকে উত্তম কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি? *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে আদেশ দিয়ে বলেন,

{فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ} (١٥) سورة الشورى

অর্থাৎ, সুতরাং এজন্য তুমি আহবান কর এবং তোমাকে যেভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে সেভাবে তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক। আর ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। *(সূরা শূরা ১৫ আয়াত)*

দাওয়াতের কাজে হকে প্রতিষ্ঠা থাকার বল পাবে। তাছাড়া মনকে ভাল কাজে ব্যবহার না করলে, খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করবে।

হকের দিকে দাওয়াত দিতে তুমি তোমার সময় ব্যয় কর, চিন্তাশক্তিকে কাজে

লাগাও, কায়িক শ্রম দান কর, জিহ্বা ও কলমের তরবারি ব্যবহার কর, আর তা দিয়ে শয়তানের প্রচেষ্টা প্রতিহত কর।

দাওয়াতের পথে যখনই তুমি বাধা পাবে, বিরোধীদের নিন্দাবাদ শুনবে, হিংসুকদের কথার আঘাত পাবে, বাতিলপন্থীদের প্রতিবাদ শুনবে, তখনই বিচলিত হওয়ার স্থলে তোমার পদ আরো সুদৃঢ় হবে। যেহেতু তুমিই হকের উপর আছ। হকের পাহাড়ের উপর বহু ঝড় বয়ে যায়, তবুও সে পাহাড় চুল বরাবর টলে না। আল্লাহ তোমার সাথে আছেন। অতঃপর সমাজে কিছু হকপন্থী গুণগ্রাহী মানুষ আছেন, তাঁরা তোমার সাথ দেবেন। এমন তো নয় যে, তুমি নেহাতই একাকী। সুতরাং ভয় নেই। সেই বাধার মাঝে তুমি উৎসাহ পাবে, তোমার ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও হকের উপর তোমার প্রতিষ্ঠা মজবুত থেকে মজবুততর হবে।

১২। ধৈর্যধারণ কর

কোন কষ্ট এলে ধৈর্য ধর। আল্লাহর হুকুম হল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (١٥٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ }[محمد : ٣١]

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত)*

তোমার ঈমান খাঁটি কি না, তা পরীক্ষা করা হবে। তোমাকে সেই পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

তুমি নও মুসলিম হও অথবা নতুন হিদায়াতী, তুমি বাতিলপন্থীদের নিকট থেকে গালি-মন্দ, নিন্দা, ব্যঙ্গ-কটাক্ষ, রটানো কথা ইত্যাদি শুনবে। এটি একটি বাস্তব; যার খবর দিয়েছেন খোদ মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বলেছেন,

{لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّـــذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} (١٨٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, (হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা

হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৬ আয়াত)*

ধৈর্য ধর ভাইটি আমার! তোমাকে যদি 'নেড়ে' বলে অথবা 'যবন' বলে অথবা 'ম্লেছ' বলে অথবা 'ওয়াহাবী' বলে গালি দেয়, তাহলে ধৈর্য ধর। তোমার পূর্বেও সকল নবীকে কত গালি দেওয়া হয়েছিল, কত অপবাদ দেওয়া হয়েছিল; তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছিলেন। 'কবি, পাগল, গণক' আরো কত কি বলে তোমার নবী ﷺ-কে কাফেররা কষ্ট দিয়েছিল। মহান আল্লাহ নবীকে বলেছিলেন,

{وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} (١٠) سورة المزمل

অর্থাৎ, লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার ক'রে চল। *(সূরা মুয্যাম্মিল ১০ আয়াত)*

ধৈর্যধারণে তিনি একা ছিলেন না, প্রায় সকল নবীই মানুষের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে চারটি বড় বড় রসূলের অনুসরণ করে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে,

{فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ} (٣٥) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তি প্রার্থনায়) তাড়াতাড়ি করো না। *(সূরা আহক্বাফ ৩৫ আয়াত)*

তিনি কষ্ট পেয়েছেন, তুমিও পাবে। তিনি ধৈর্য ধরেছেন, তোমাকেও ধরতে হবে। আর খবরদার অধৈর্য হয়ে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতায় জড়িয়ে যেয়ো না। সবর কর, সবরে মেওয়া ফলে। মনের সংকীর্ণতা দূর কর। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেন,

{وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ }

অর্থাৎ, তুমি ধৈর্যধারণ কর; আর তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের (অবিশ্বাসের) জন্য তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। *(সূরা নাহল ১২৭ আয়াত)*

তোমার মর্যাদাহানি করে ওরা? তাতেও মন খারাপ করো না। কারণ, প্রকৃত ইজ্জত, মান-সম্মান ও মর্যাদা হকের উপরে থেকেই পাওয়া যায়।

{وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٦٥) سورة يونس

অর্থাৎ, ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই যাবতীয় শক্তি-সম্মান

আল্লাহরই জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। *(সূরা ইউনুস ৬৫ আয়াত)*

বাতিলপন্থীদের গালাগালিতে ধৈর্য ধর, তাদের হিংসায় ধৈর্য ধর, তারা তোমাকে ঘর-ছাড়া করলে ধৈর্য ধর। ভাইটি আমার! হকের জন্য সব ছাড়া যায়; কিন্তু কোন কিছুর জন্য হককে ছাড়া যায় না। হয়তো আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। পূর্বের ঘর অপেক্ষা ভাল ঘর, পূর্বের স্ত্রী অপেক্ষা ভাল স্ত্রী এবং সংসার দান করবেন। একদিন পরীক্ষায় জানতে পারবে, ধৈর্যের ফল মিঠা হয়।

ধৈর্য হল আলো। বিপদে হতাশার অন্ধকারে পথ পাবে ধৈর্য-বাতির মাধ্যমে।

হকের জন্য ঘর ছেড়েছিলেন আসহাবে কাহ্ফ। তাঁদের কথা আজ কুরআনে লেখা আছে। হক প্রতিষ্ঠার জন্য স্বদেশ ত্যাগ ক'রে হিজরত করেছিলেন আমাদের নবী এবং তাঁর বহু সাহাবা। আর হিজরতের সওয়াব তোমার অজানা নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (١٠٠) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হয়ে বের হলে অতঃপর (সে অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর। বস্তুতঃ আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ১০০ আয়াত)*

সবুর কর, সবুরে মেওয়া ফলে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর (অধিকারসমূহের) খিয়াল রাখ তাহলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে চেন, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় তোমাকে চিনবেন। আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুখ তোমার ভাগ্যে নেই) তা তোমাকে পৌঁছবে না। আর যা তোমাকে পৌঁছবে তাতে ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ জড়িত আছে।" *(তিরমিযী, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৮২নং)*

১৩। আম্বিয়াগণের জীবনী পড়

তুমি বড় কষ্টে আছ ভাইটি? আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)গণের জীবনী পড়, কষ্ট হাল্কা হয়ে যাবে। কারণ তাঁদের বালা-মুসীবত তোমার থেকে বহুগুণ বেশী ভাইটি!

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের

সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

আম্বিয়াগণের কাহিনী শুনিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর নবীর মনকে সান্ত্বনিত ক'রে শক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

{وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} (١٢٠) سورة هود

অর্থাৎ, রসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এর দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এর মাঝে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু। *(সূরা হূদ ১২০ আয়াত)*

কত কষ্ট পাচ্ছ ভাইটি? তোমাকে তো আগুনে ফেলা হয়নি? অল্প কষ্টে অথবা সামান্য অসুবিধা ভোগে দ্বীন ছাড়তে মন হচ্ছে? দ্বীন পালন করা হাতে আঙ্গার রাখার মত মনে হচ্ছে? ইব্রাহীম ﷺ-এর ইতিহাস পড় ভাইটি! তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'রে শত্রুরা বলেছিল,

{حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ} (٦٨)

অর্থাৎ, 'তাকে পুড়িয়ে দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের উপাস্যগুলিকে; যদি তোমরা কিছু করতে চাও।'

অতঃপর তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে বলেছিলেন, 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।'

মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

{يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ} (٦٩)

অর্থাৎ, 'হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

আগুন ইব্রাহীম ﷺ-এর কোন ক্ষতি করতে পারল না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ (٧٠)

অর্থাৎ, তারা তার সাথে চক্রান্ত করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে ক'রে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। *(সূরা আম্বিয়া ৬৮-৭০ আয়াত)*

তুমি হয়তো বলবে, সে তো নবীদের ব্যাপার, আমার মত অধমের জন্য কি তা হবে?

নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাকে তোমার বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। সে বিশ্বাস তৈরি কর, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। উর্দু কবি বলেছেন,

'আজ গার ভী হো ইব্রাহীম সা ঈমাঁ পয়দা,
আগ কর সকতি হ্যায় আন্দাজে গুলিস্তাঁ পয়দা।'

মূসা ﷺ ও ফিরআউনের কাহিনী পড়, হকের উপর অবিচলতার প্রকৃষ্ট নমুনা পাবে। যাদুকরেরা মু'জিযার মোকাবেলায় হেরে গেল।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧٠) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى (٧١) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(٧٢) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى(٧٣) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا (٧٤) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلا (٧٥) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (٧٦)

অর্থাৎ, অতঃপর জাদুকররা সিজদায় পড়ল ও বলল, 'আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।' ফিরআউন বলল, 'তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই কী তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান যে তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর কান্ডে শূলবিদ্ধ করব। আর তখন তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কার শক্তি কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী।' তারা বলল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও তাই কর। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যা করবার করতে পারো। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করেছি; যাতে তিনি আমাদের পাপরাশি এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছিলে

(তার পাপ) ক্ষমা ক'রে দেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম ও অবিনশ্বর।' নিশ্চয় যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য আছে জাহান্নাম; সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর নিকট বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদাসমূহ। স্থায়ী জান্নাত যার নিচে নদীমালা প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আর এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র। *(সূরা ত্বাহা ৭০-৭৬ আয়াত)*

সবশেষে যখন মূসা ﷺ অনুসারী দলবলসহ তাগূত ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্তের নাগালের কাছাকাছি পড়ে গেলেন, তখন সঙ্গিগণ বলেছিলেন,

{إِنَّا لَمُدْرَكُونَ} (٦١)

অর্থাৎ, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।'

মূসা ﷺ বড় দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন,

{كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ} (٦٢)

অর্থাৎ,'কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।' *(সূরা শুআরা ৬১-৬২ আয়াত)*

তারপর কি ঘটেছিল, তা তোমার অজানা নয়।

অনুরূপ আমাদের নবী ﷺ সওর গিরি-গুহায় আবূ বাকর رضي الله عنه-কে সঙ্গে নিয়ে শত্রুভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আবূ বাকর رضي الله عنه বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে গুহায় ছিলাম। উপর দিকে মাথা তুলে দেখতেই মুশরিকদের পা আমার নজরে পড়ল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! ওদের কেউ যদি তার মাথা নিচের দিকে নামায়, তাহলে তো আমাদেরকে দেখে নেবে।' মহানবী ﷺ বললেন, "সেই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ?" এরপর অনুসন্ধায়ীরা পিছন হটে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। *(বুখারী)*

মহান আল্লাহ এ কথা কুরআনে বলেছেন,

{إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٤٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা

তাকে (মক্কা হতে) বহিষ্কার ক'রে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দু'জনের মধ্যে একজন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাক্র)কে বলেছিল, 'তুমি দুশ্চিন্তা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সেনাদল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু ক'রে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইল। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ৪০ আয়াত)*

অবশ্য এ সবের মূলে রয়েছে মহান আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসার সুফল।

অন্যান্য নবীদের কাহিনী পড়। শ্রেষ্ঠনবীর অন্যান্য বালা-মুসীবতের কথা স্মরণ কর; সান্ত্বনা পাবে, মনে বল পাবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মুসীবতগ্রস্ত হবে, তখন সে যেন আমার মুসীবতের কথা স্মরণ করে (সান্ত্বনা নেয়)। কারণ, সে মুসীবত হল সবার চাইতে বড় মুসীবত।" *(ইবনে সা'দ, সহীহুল জামে' ৩৪৭নং)*

গর্ভে থাকতে তাঁর পিতা মারা গেছেন, ছয় বছর বয়সে মাতা ইন্তিকাল করেন, আট বছর বয়সে তাঁর দাদা ইন্তিকাল করেন। সিজদা অবস্থায় উটনীর ফুল তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তায়েফে পাথর মেরে তাঁর পদযুগলকে রক্তরঞ্জিত করা হয়েছিল, তাঁর আত্মীয় সহ তাঁর সাথে বয়কট করে 'শি'বে আবী তালেব' গিরি-উপত্যকায় তাঁদেরকে অবরোধ ক'রে রাখা হয়েছিল এবং সে সময় তাঁরা চামড়া ও গাছের পাতা পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিলেন, মাতৃভূমি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাঁর কত সহচরকে হত্যা করা হয়েছিল, উহুদ প্রান্তরে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর পবিত্রা পত্নীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছিল, তাঁর ছেলে ও একটি ছাড়া সব মেয়েরা তাঁর জীবদ্দশায় মারা গিয়েছিল, ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পেটে পাথর বেঁধেছিলেন, কয়েক দিন যাবৎ তাঁর বাড়িতে চুলা জ্বলত না, লোকেরা তাঁকে পাগল, কবি, মিথ্যাবাদী, যাদুকর প্রভৃতি বলে অপবাদ দিয়েছিল, কতবার তাঁকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল---এসব কথা তো তোমার জানা-শোনা বা পড়া আছে।

আরো জান যে, করাত দিয়ে মাথা চিরে যাকারিয়া নবীকে হত্যা করা হয়েছে, ইয়াহয়া নবীকে খুন করা হয়েছে, ইবরাহীম নবীকে আগুনে ফেলা হয়েছে, চরম বালা দেওয়া হয়েছিল আয়্যুব নবীকে, যখন তিনি নিজ প্রতিপালককে বলেছিলেন,

{أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٨٣) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমাকে দুঃখ-কষ্ট ঘিরে ধরেছে। আর তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা আম্বিয়া ৮৩ আয়াত)*

মুসীবতে ফেলা হয়েছে ইউনুস নবীকে, আর তখন তিনি বলেছিলেন,

{لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ} سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল ঈসা নবীকে। আলাইহিমুস সালাতু অস্‌সালাম।

এ ছাড়া খঞ্জর মেরে শহীদ করা হয়েছে দ্বিতীয় খলীফা উমারকে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে খুন করা হয়েছে তৃতীয় খলীফা উষমানকে এবং ছোরা মেরে হত্যা করা হয়েছে চতুর্থ খলীফা আলীকে। রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

বড় বড় ইমামগণকে প্রহার করা হয়েছে, তাঁদেরকে জেলে বন্দী রাখা হয়েছে, কত শত নেক লোকদেরকে কতভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সবর করেছেন। অতএব তুমি কি তাঁদের অনুসরণ করতে ভুলে যাবে ভাইটি?

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ}

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা বেহেশু প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনো তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রসূল ও তার সাথে ঈমানদারগণ বলেছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে?' সতর্ক হও! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৪ আয়াত)*

হকের উপর অটল থাকা হকপন্থীদের একটি বৈশিষ্ট্য। বাদশা হিরাকল আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মুহাম্মাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কি মুর্তাদ হয়ে (ইসলাম ত্যাগ ক'রে) ফিরে যাচ্ছে?' আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন, 'না।' বাদশা বলেছিলেন, 'ঈমান এই রকমই; যখন তা উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তখন তার প্রতি বিরাগ সৃষ্টি হয় না, তার মিষ্টতা হৃদয় ছেড়ে বের হতে চায় না, বরং তার প্রতি আনন্দ ও মুগ্ধতা বৃদ্ধি পায়।' *(বুখারী প্রমুখ)*

ঈমানের এক অনুপম মিষ্টতা আছে, তা চিখার পর বর্জন করা সহজ নয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাবে, সে ঐ তিন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রসুল ﷺ তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম

হবে, (২) কোন ব্যক্তিকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভাল বাসবে এবং (৩) সে (মুসলমান হওয়ার পর) পুনরায় কুফ্‌রীতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬নং, মুসলিম)*

১৪। হক বরণকারী মানুষদের কাহিনী পড়

হক গ্রহণকারিণী মহিলা আসিয়ার কথা পড়। যাঁকে ঈমান আনার অপরাধে তাঁর স্বামী পাথর চাপা দিয়ে অথবা হাতে-পায়ে পেরেক মেরে রোদে ফেলে রেখে শাস্তি দিয়েছিল! মহান আল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে বলেন,

{وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (١١) سورة التحريم

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করছেন ফিরআউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে (প্রার্থনা ক'রে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালিম সম্প্রদায় হতে। *(সূরা তাহরীম ১১ আয়াত)*

মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে উৎসাহ দান, ধর্মে দৃঢ়পদ, দ্বীনে অবিচল থাকার উপর উদ্বুদ্ধ এবং যাবতীয় কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য ধারণের উপর অনুপ্রাণিত করার জন্য এ দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। অনুরূপ এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, কুফ্‌রীর দাপট ও প্রতাপ ঈমানদারদের কিছুই করতে পারবে না। যেমন আসিয়া সে সময়ের সবচেয়ে বড় কাফের ফিরআউনের অধীনে ছিলেন। কিন্তু সে তার স্ত্রীকে ঈমান আনতে বাধা দিতে পারেনি। সত্যের আহবান স্বামীর ভালবাসাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মায়া-মমতা ও নিগূঢ় সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে হকের সাথে সম্পর্ক জুড়ার কথা ঘোষিত হয়েছিল।

হকের আহবানে সাড়া দিয়েছিল আরো একটি সম্প্রদায়। ফিরআউনের দাপট তাঁদেরকে বাধা দিতে পারেনি। ফিরআউনের অন্ধানুকরণ বর্জন ক'রে আল্লাহর নবী মূসা ﷺ-এর অনুসরণ ক'রে হকের জন্য তাঁরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন।

সুহাইব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বাদশাহ ছিল এবং তাঁর (উপদেষ্টা) এক যাদুকর ছিল। যাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হলে বাদশাহকে বলল যে, 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, তাই আপনি আমার নিকট একটি বালক পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তাকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।' ফলে বাদশাহ তার

কাছে একটি বালক পাঠাতে আরম্ভ করল, যাকে সে যাদু শিক্ষা দিত। তার যাতায়াত পথে এক পাদরী বাস করত। যখনই বালকটি যাদুকরের কাছে যেত, তখনই পাদরীর নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসত, তাঁর কথা তাকে ভাল লাগত। ফলে সে যখনই যাদুকরের নিকট যেত, তখনই যাওয়ার সময় সে পাদরীর কাছে বসত। যখন সে পাদরীর কাছে আসত যাদুকর তাকে (তার বিলম্বের কারণে) মারত। ফলে সে পাদরীর নিকটে এর অভিযোগ করল। পাদরী বলল, 'যখন তোমার ভয় হবে যে, যাদুকর তোমাকে মারধর করবে, তখন তুমি বলবে, আমার বাড়ির লোক আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল। আর যখন বাড়ির লোকে মারবে বলে আশঙ্কা হবে, তখন তুমি বলবে যে, যাদুকর আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল।'

সুতরাং সে এভাবেই দিনপাত করতে থাকল। একদিন বালকটি তার চলার পথে একটি বিরাট (হিংস্র) জন্তু দেখতে পেল। ঐ (জন্তু)টি লোকের পথ অবরোধ ক'রে রেখেছিল। বালকটি (মনে মনে) বলল, 'আজ আমি জানতে পারব যে, যাদুকর শ্রেষ্ঠ না পাদরী?' অতঃপর সে একটি পাথর নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! যদি পাদরীর বিষয়টি তোমার নিকটে যাদুকরের বিষয় থেকে পছন্দনীয় হয়, তাহলে তুমি এই পাথর দ্বারা এই জন্তুটিকে মেরে ফেল। যাতে (রাস্তা নিরাপদ হয়) এবং লোকেরা চলাফিরা করতে পারে।' (এই দুআ করে) সে জন্তুটাকে পাথর ছুঁড়ল এবং তাকে হত্যা ক'রে দিল। এর পর লোকেরা চলাফিরা করতে লাগল। বালকটি পাদরীর নিকটে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। পাদরী তাকে বলল, 'বৎস! তুমি আজ আমার চেয়ে উত্তম। তোমার (ঈমান ও একীনের) ব্যাপার দেখে আমি অনুভব করছি যে, শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সুতরাং যখন তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি আমার রহস্য প্রকাশ ক'রে দিও না।'

আর বালকটি (আল্লাহর ইচ্ছায়) জন্মান্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ ভাল করত এবং অন্যান্য সমস্ত রোগের চিকিৎসা করত। (এমতাবস্থায়) বাদশাহর জনৈক দরবারী অন্ধ হয়ে গেল। যখন সে বালকটির কথা শুনল, তখন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এল এবং তাকে বলল যে, 'তুমি যদি আমাকে ভাল করতে পার, তাহলে এ সমস্ত উপঢৌকন তোমার।' সে বলল, 'আমি তো কাউকে আরোগ্য দিতে পারি না, আল্লাহ তাআলাই আরোগ্য দান ক'রে থাকেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, ফলে তিনি তোমাকে অন্ধত্বমুক্ত করবেন।' সুতরাং সে তার প্রতি ঈমান আনল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান

করলেন। তারপর সে পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী বাদশাহর কাছে গিয়ে বসল। বাদশাহ তাকে বলল, 'কে তোমাকে চোখ ফিরিয়ে দিল?' সে বলল, 'আমার প্রভু!' সে বলল, 'আমি ব্যতীত তোমার অন্য কেউ প্রভু আছে?' সে বলল, 'আমার প্রভু ও আপনার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ।' বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ (চিকিৎসক) বালকের কথা বলে দিল। অতএব তাকে (বাদশার দরবারে) নিয়ে আসা হল। বাদশাহ তাকে বলল, 'বৎস! তোমার কৃতিত্ব ঐ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করছ এবং আরো অনেক কিছু করছ।' বালকটি বলল, 'আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না, আরোগ্য দানকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।' বাদশাহ তাকেও গ্রেপ্তার ক'রে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ পাদরীর কথা বলে দিল।

অতঃপর পাদরীকেও (তার কাছে) নিয়ে আসা হল। পাদরীকে বলা হল যে, 'তুমি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাও।' কিন্তু সে অস্বীকার করল। ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। করাতটি তাকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত ক'রে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বাদশাহর দরবারীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বলা হল যে, 'তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর।' কিন্তু সেও (বাদশার কথা) প্রত্যাখান করল। ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। তা দিয়ে তাকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত ক'রে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে নিয়ে আসা হল। অতঃপর তাকে বলা হল যে, 'তুমি ধর্ম থেকে ফিরে এস।' কিন্তু সেও অসম্মতি জানাল। সুতরাং বাদশাহ তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, 'একে অমুক অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও, তার উপরে তাকে আরোহণ করাও। অতঃপর যখন তোমরা তার চূড়ায় পৌঁছবে (তখন তাকে ধর্ম-ত্যাগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর) যদি সে নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায়, তাহলে ভাল। নচেৎ তাকে ওখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও।' সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। বালকটি আল্লাহর কাছে দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তাদের মুকাবেলায় যে ভাবেই চাও যথেষ্ট হয়ে যাও।' সুতরাং পাহাড় কেঁপে উঠল এবং তারা সকলেই নীচে পড়ে গেল।

বালকটি হেঁটে বাদশার কাছে উপস্থিত হল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গীদের কি হল?' বালকটি বলল, 'আল্লাহ তাআলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন।'

বাদশাহ আবার তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, 'একে নিয়ে তোমরা নৌকায় চড় এবং সমুদ্রের মধ্যস্থলে গিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! যদি সে স্বধর্ম থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঠিক আছে। নচেৎ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।' সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গেল। অতঃপর বালকটি (নৌকায় চড়ে) দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি এদের মোকাবেলায় যেভাবে চাও আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।' সুতরাং নৌকা উল্টে গেল এবং তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল।

তারপর বালকটি হেঁটে বাদশাহর কাছে এল। বাদশাহ বলল, 'তোমার সঙ্গীদের কি হল?' বালকটি বলল, 'আল্লাহ তাআলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন।' পুনরায় বালকটি বাদশাহকে বলল যে, 'আপনি আমাকে সে পর্যন্ত হত্যা করতে পারবেন না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।' বাদশাহ বলল, 'তা কি?' সে বলল, 'আপনি একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করুন এবং গাছের গুঁড়িতে আমাকে ঝুলিয়ে দিন। অতঃপর আমার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রাখুন, তারপর বলুন, "বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!" (অর্থাৎ, এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর আমাকে তীর মারুন। এইভাবে করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে সফল হবেন।'

সুতরাং (বালকটির নির্দেশানুযায়ী) বাদশাহ একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করল এবং গাছের গুঁড়িতে তাকে ঝুলিয়ে দিল। অতঃপর তার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!' (অর্থাৎ, এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর তাকে তীর মারল। তীরটি তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে (কানমুতোয়) লাগল। বালকটি তার কানমুতোয় হাত রেখে মারা গেল। অতঃপর লোকেরা (বালকটির অলৌকিকতা দেখে) বলল যে, 'আমরা এই বালকটির প্রভুর উপর ঈমান আনলাম।' বাদশার কাছে এসে বলা হল যে, 'আপনি যার ভয় করছিলেন তাই ঘটে গেছে, লোকেরা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে।' সুতরাং সে পথের দুয়ারে গর্ত খুঁড়ার আদেশ দিল। ফলে তা খুঁড়া হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল। বাদশাহ আদেশ করল যে, 'যে দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ কর' অথবা তাকে বলা হল যে, 'তুমি আগুনে প্রবেশ কর।' তারা তাই করল। শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীলোক এল। তার সঙ্গে তার একটি শিশু ছিল। সে তাতে পতিত হতে কুণ্ঠিত হলে তার বালকটি বলল, 'আম্মা! তুমি সবর কর। কেননা, তুমি সত্যের উপরে আছ।' *(মুসলিম)*

সুতরাং ঐ মহিলাও আগুনে পুড়ে শহীদ হয়ে গেল। মহান আল্লাহ এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাঁর কুরআনে বুরূজ সূরাতে। তিনি বলেছেন,

{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ} (١١) سورة البروج

অর্থাৎ, শপথ রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের। শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের। শপথ দ্রষ্টার ও দৃষ্টের। ধ্বংস হয়েছে কুন্ডের অধিপতিরা। (যে কুন্ডে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি। যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল। আর তারা মুমিনদের সাথে যা করেছিল, নিজেরাই তার সাক্ষী। তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ের সম্যক দ্রষ্টা। নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত; এটাই মহা সাফল্য। *(সূরা বুরূজ ১-১১ আয়াত)*

নবী-জীবনের ইতিহাস যারা পড়েছেন, তাঁদের জন্য মক্কী-জীবনের কঠিন পরীক্ষা, কষ্ট-ক্লেশের ঘটনাসমূহ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবুও একটু পূর্বে বলা হয়েছে, দুর্বল শ্রেণীর মানুষ, ক্রীতদাস, অনাথ এবং বংশ-গোত্রহীন লোকেদের প্রতি কুরাইশদের খুব অত্যাচার চলত।

অনেককে লোহার বর্ম পরিয়ে রোদে শুইয়ে কষ্ট দিত।

বিলাল ﷺ ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মালিক উমাইয়া বিন খালাফ জানতে পারল এবং তাঁকে নানাভাবে ধমক ও বিভিন্নভাবে প্রলোভন দিয়ে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করতে লাগল। কিন্তু বিলাল নেতিবাচক জবাব দিলে একদা উমাইয়া তাঁকে একদিন একরাত খেতে না দিয়ে তাঁর হাত দু'টিকে বেঁধে দিয়ে ভরা দুপুরের রোদে মরুভূমির তপ্ত বালিতে খালি গায়ে শুইয়ে দিল! অতঃপর তাঁর বুকের উপর বড় পাথর চাপিয়ে

দিল ও বলল, 'তুই এইভাবেই পড়ে থেকে মরবি। আর না হয় মুহাম্মাদের সঙ্গ ছেড়ে তুই লাত-উয্যার পূজা করবি।'

নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচারের রুলারের মুখে বিলাল ﷺ হকের উপর প্রতিষ্ঠা থাকার কথা জানিয়ে দিলেন।

অন্য একদিন তাঁর গলায় রশি বেঁধে ছোট বাচ্চাদের হাওয়ালা করা হল। তারা তাঁকে মক্কার অলি-গলিতে (বাঁনরের মত) নিয়ে ফিরাতে লাগল! আর শাস্তির সর্ব মুহূর্তে তিনি বলতে থাকলেন, 'আহাদ-আহাদ'। অর্থাৎ, দুই বা বহু ঈশ্বরের পূজা নয়; বরং আমি অদ্বিতীয় এক আল্লাহরই ইবাদত ও দাসত্ব করব।

পরিশেষে আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ তাঁকে চরম মূল্য দিয়ে ক্রয় ক'রে স্বাধীন ক'রে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে আম্মার বিন ইয়াসির ﷺ-এর মা সুমাইয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে শহীদ হতে হল। আবূ জাহল তাঁর নারী-অঙ্গে বর্শা দিয়ে আঘাত করলে হকের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

তাঁর স্বামীর দুই পায়ে দু'টি উটনী বেঁধে বিপরীত দিকে চালানো হলে দুই পা চিরে দুই ধার হয়ে গেল!

খাব্বাব বিন আরাত্ত ﷺ-কে আগুনের আঙ্গারের উপর শুইয়ে পাষণ্ড কাফেররা তাঁর বুকে পা চেপে ধরে রাখত। ফলে তাঁর পিঠের রক্ত-চর্বিতেই সে আঙ্গার নির্বাপিত হত!

এ ব্যাপারে সুহাইব রুমী ﷺ অত্যাচারের পুরো ভাগই বরণ করেছিলেন। তাকে সীমাহীন অত্যাচার-উৎপীড়নে আক্রান্ত করা হয়েছিল।

আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলিমদেরকে তাদের অত্যাচার নিরসনকল্পে প্রথমে হাবাশা (ইথিউপিয়া) দেশে এবং পরবর্তীকালে মদীনা অভিমুখে হিজরত (দেশত্যাগ) করার খোলা অনুমতি দান করেছিলেন। ফলে ধীরে ধীরে মুসলিম জনগণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মক্কা থেকে হিজরত করতে লাগলেন। সুহাইব ﷺ-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আল্লাহর রসূলের সাহচর্যে মক্কা থেকে হিজরত করবেন। কিন্তু তাঁর প্রতি ঈমানের আরো কঠোর পরীক্ষা কাম্য ছিল আল্লাহ-তাআলার।

আল্লাহর রসূল ﷺ ও আবু বাকর সিদ্দীক্ব ﷺ যখন হিজরত ক'রে মদীনায় চলে গেলেন, তখন অবশিষ্ট মুসলিমদের জন্য তাঁদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। ওদের মধ্যে সুহাইব রুমী ﷺ ছিলেন শীর্ষস্থানে। তিনি ধনী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর বংশ-গোত্র ছিল না। মুশরিকগণ তাঁর পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত ক'রে দিল, যাতে তিনি হিজরত

করতে না পারেন। এদিকে তিনি যা মাল-ধন উপার্জন করেছিলেন, সেগুলিকে তিনি সোনা-চাঁদিতে রূপান্তরিত ক'রে ঘরের এক কোণে পুঁতে রাখলেন। অতঃপর তিনি এক শীতের রাতে তীর-ধনুক সামলে নিলেন। গলায় তরবারী ঝুলিয়ে নিলেন। প্রহরীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে মদীনার পথে হাঁটতে শুরু করলেন। প্রহরীগণ যখন বুঝতে পারল যে, সুহাইব ﷠ বের হয়ে গেছেন। তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাদ্ধাবন করল। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। ওরা সুহাইব ﷠-কে বেষ্টন ক'রে ফেলল। তিনি কষ্ট ক'রে একটা ছোট পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং নিজ ধনুকে তীর লাগিয়ে কুরাইশদের প্রতি নিশান করলেন। বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা সবাই জানো যে, আমি তোমাদের থেকে বেশী অভিজ্ঞ তীরন্দাজ ব্যক্তি। আমার নিশান বা লক্ষ্য অভ্রান্ত। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি ভুলক্রমেও আমার দিকে অগ্রসর হও, তবে আমি এক একজনকে তীরবিদ্ধ ক'রে ধরাশায়ী ক'রে দেব। কারণ তোমরা প্রত্যেকেই আমার তীরের লক্ষ্যস্থলে অবস্থিত রয়েছ। যদি কেউ অক্ষত থেকে যাও, তবে আমি তরবারি দ্বারা আক্রমণ করব এবং আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত মোকাবেলা করব।'

কুরাইশদের মধ্যে একজন বলল, 'দেখ সুহাইব! তোমার জন্য এটা সম্ভব নয় যে, তুমি তোমার জান-মালকে নিরাপদে রেখে মদীনা পৌঁছতে সক্ষম হবে! তুমি তোমার বিগত দিনের কথা ভুলে বসেছ। তুমি তো মক্কা এসেছিলে সর্বহারা ও নিঃস্ব অবস্থায়! এখানে এসে তুমি অনেক কিছু উপার্জন করেছ। কারবারে উন্নতি করে ধনী হয়ে গেছ।'

সুহাইব ﷠ ওদের কথাগুলো শুনলেন। একটু চিন্তা ক'রে বললেন, 'আমি যদি আমার সমস্ত মাল-ধন তোমাদেরকে দিয়ে দিই, তাহলে তোমরা কি আমাকে মদীনা যাবার রাস্তা ছেড়ে দেবে?'

ওরা বলল, 'হ্যাঁ, এতে আমরা রাজি আছি।'

তিনি তখন ওদেরকে তাঁর বাড়ীর যে জায়গায় সোনা-রূপাগুলি প্রোথিত রেখেছিলেন, সে জায়গার কথা বলে দিলেন। অর্থের লোভে তারা তাঁর রাস্তা ছেড়ে দিল। সুহাইব ﷠ জীবনের সমস্ত অর্জিত সম্পদ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ভালবাসায় লুটিয়ে দিলেন। এখন মদীনার সফর নিষ্কন্টক! আন্তরিক ইচ্ছা, যথাশীঘ্র রসূল ﷺ-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া। সফরে কষ্ট অনুভূত হলে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ভালবাসা হৃদয়ে জাগিয়ে নিয়ে মনে সতেজ হয়ে আবার পথ চলতে লাগলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ মদীনা পৌঁছে সর্বপ্রথম যে কুবাতে অবস্থানরত ছিলেন, সুহাইব ﷠ সেখানেই পৌঁছে গেলেন।

নবী ﷺ নিজের প্রিয় সঙ্গীর সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মহব্বতের সঙ্গে তাঁকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন এবং নিম্নোক্ত বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করলেন,

يا أبا يحيى! ربح البيع.

অর্থাৎ, হে আবু ইয়াহ্‌ইয়া! তোমার ব্যবসা খুব সফলকাম হয়েছে। *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ৪/৪৩৪, ১০/৬৭০)*

সুহাইব ﷠ প্রিয়বাণী শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম! আমার রাস্তার ঐ ঘটনা আমি ছাড়া আর কেউ জানত না।' এ তথ্য নিশ্চয় জিবরীল ফিরিশ্তা তাঁকে পরিবেশন করে গেছেন। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহশীল হয়েছিলেন। তাই আসমান থেকে জিবরীল ﵇ নিম্নোক্ত অহী (প্রত্যাদেশ) নিয়ে রসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন ঃ-

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ}

অর্থাৎ, কতক লোক এমনও আছে যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজের আত্মাকেও বিক্রয় করে দেয়। আর আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদের প্রতি পরম দয়াবান। *(সূরা বাক্বারা ২০৭ আয়াত)*

আবূ হুরাইরা ﷠ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আস্রেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে একটি গুপ্তচরের দল কোথাও পাঠালেন। যেতে যেতে তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদ্আহ নামক স্থানে পৌঁছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বানী লিহইয়ানের নিকট তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর তারা প্রায় একশজন তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগল। আস্রেম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে একটি (উঁচু) জায়গায় (পাহাড়ে) আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, 'নেমে এসে আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের জন্য (নিরাপত্তার) প্রতিশ্রুতি রইল; তোমাদের কাউকে আমরা হত্যা করব না।'

আস্রেম বিন সাবেত বললেন, 'আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ তোমার নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে দাও।' অতঃপর তারা মুসলিম গোয়েন্দাদলের প্রতি তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। তারা আস্রেমকে শহীদ ক'রে দিল। আর তাঁদের মধ্যে তিনজন তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নেমে এলেন। তাঁরা হলেন, খুবাইব, যায়দ বিন দাসিনাহ ও অন্য

একজন (আব্দুল্লাহ বিন ত্বারিক)। অতঃপর তারা তাঁদেরকে কাবু ক'রে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে তার দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাদের সাথে তৃতীয় সাহাবী (আব্দুল্লাহ) বললেন, 'এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। ঐ শহীদগণই আমার আদর্শ।'

কিন্তু তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে কাফেরগণ তাঁকে শহীদ ক'রে দিল এবং খুবাইব ও যায়দ বিন দাসিনাকে বদর যুদ্ধের পরে মক্কার বাজারে গিয়ে বিক্রি ক'রে দিল। বনী হারেস বিন আমের বিন নাওফাল বিন আব্দে মানাফ গোত্রের লোকেরা খুবাইবকে ক্রয় ক'রে নিল। আর খুবাইব বদর যুদ্ধের দিন হারেসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছুদিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হল। একদা তিনি নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করার জন্য হারেসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাকে তা দিল। সে অন্যমনস্ক থাকলে তার একটি শিশু বাচ্চা (খেলতে খেলতে) তাঁর নিকট চলে যায়। অতঃপর সে খুবাইবকে দেখে যে, তিনি বাচ্চাটাকে নিজের উরুর উপর বসিয়ে রেখেছেন এবং ক্ষুরটি তাঁর হাতে রয়েছে। এতে সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায়। খুবাইব তা বুঝতে পেরে বললেন, 'তাকে হত্যা ক'রে ফেলব ভেবে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? আমি তা করব না।'

(পরবর্তী কালে মুসলমান হওয়ার পর) হারেসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! আমি খুবাইব অপেক্ষা উত্তম বন্দী আর কখনও দেখিনি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে একদিন আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তাঁর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিয্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।'

অতঃপর তাঁকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাকআত নামায আদায় করার সুযোগ দাও। সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে দিল এবং তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। (নামায শেষে তিনি তাদেরকে) বললেন, 'আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে, তাহলে আমি (নামাযকে) আরও দীর্ঘায়িত করতাম।' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে ধ্বংস কর এবং তাদের মধ্যে কাউকেও বাকী রেখো না।'

যখন শূলে চড়ানো হল, তখন কুরাইশগণ তাঁকে বল্লমের চোট লাগিয়ে বলল, 'তুমি কি পছন্দ কর যে, মুহাম্মাদ তোমার জায়গায় হোক?' কিন্তু খুবাইব ﷺ উত্তরে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তো এটাও পছন্দ করি না যে, তাঁর দেহে একটা কাঁটা বিঁধে যাক, আর আমি আমার পরিবারে নিরাপদে দিনাতিপাত করি!'

তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন,

ولست أبالي حين أقتل مسلماً ... على أي شق كان لله مصرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع

'যেহেতু আমি মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করছি
তাই আমার কোন পরোয়া নেই।
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন্ পার্শ্বে আমি লুটিয়ে পড়ি।
আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি,
আর তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।

খুবাইবই প্রথম ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সেই মুসলিমের জন্য (শহীদ হওয়ার পূর্বে দুই রাকআত) নামায সুন্নত ক'রে যান, যাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

এদিকে নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবর্গকে সেই দিনই তাঁদের খবর জানালেন, যেদিন তাঁদেরকে হত্যা করা হয়।

অপর দিকে কুরাইশের কিছু লোক আস্বেম বিন সাবেতের খুন হওয়া শুনে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে পরিচিত কোন অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়ে দিল। তিনি বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন; যা তাদের প্রেরিত লোকেদের হাত থেকে আস্বেমের লাশকে রক্ষা করল। সুতরাং তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ কেটে নিতে সক্ষম হল না। *(বুখারী, ত্বাবারানী)*

একদিন আল্লাহর দুশমন আবু জাহল একটি ভিড়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিল। যে ভিড়ের মাঝে জনগণ একজন পায়ের পাতলা রলা বিশিষ্ট, কমজোর ও দুর্বল মানুষের চতুষ্পার্শে জমজমাট মজলিস জমিয়ে রেখেছিল। আবূ জাহলের দৃষ্টি পড়ল তো দেখল, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ, যিনি তাঁর পাশে সমবেত জনগণের মজলিসে খুব মিষ্টিস্বরে সারগর্ভ ও গভীর অর্থবোধক বাণী তিলাঅত করছিলেন,

{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا}

অর্থাৎ, রহমানের (সত্য) বান্দা তারাই, যারা যমীনের উপরে নম্রতার সঙ্গে চলা-ফেরা করে। আর যখন মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগে, তখন তারা বলে, সালাম। *(সূরা ফুরকান ৬৩ নং আয়াত)*

এই অবস্থা দেখা মাত্র ইসলামের দুশমন আবু জাহলের শরীরে যেন আগুন লেগে গেল। সে খুব রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে নিজের মাথা নাড়িয়ে খুব ক্রোধের সঙ্গে ধনুক দ্বারা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর মাথায় আঘাত করল। ফলে তাঁর মাথা জখম হয়ে গেল। তারপর খুব অবহেলা ও তুচ্ছের সঙ্গে বলতে লাগল, 'এই বাঁদীর বাচ্চা! তুই কেন আমাদেরকে নীচু চরিত্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিস? কেন তুই আমাদের একতাবদ্ধতার রশিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছিস? মনে হচ্ছে, তোর ওষুধ আমাকে করতে হবে। নইলে তুই নিজের আচরণ থেকে বিচ্যুত হবার লোক নস্।'

আবু জাহ্ল তার বকুনি শেষ করল। ততক্ষণে খুব জোশের সঙ্গে এবং বীর-বিক্রমে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর একটা জবরদস্ত ঘুষি আবু জাহ্লের বুকে পড়ল এবং জোরালো চড় তার গালে লাগল। আল্লাহর দুশমন কিলবিলিয়ে উঠল এবং অহংকার ও দাপটের সঙ্গে বলতে লাগল, 'ছাগলের রাখাল! তুই আমার পঞ্জা থেকে কখনই রেহাই পাবি না।'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ উত্তরে বললেন, 'তুইও নিজের অশালীন আচরণের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাবি না হে আল্লাহর দুশমন!'

দিন গত হচ্ছে রাত্রি আসছে এবং চলে যাচ্ছে। দিনগুলি সপ্তাহে এবং সপ্তাহগুলি মাসে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আবূ জাহ্ল তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেল না। কারণ সে জোরালো চড়ের ফলে চেহারায় পড়ে যাওয়া লাল দাগ মিটানোর জন্য প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে তার অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তার সাক্ষাৎ নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ঐ সময় হচ্ছে, যখন যুদ্ধের ময়দানে ইসলামী বীর সেনাদের তরবারির ঝংকারে ইসলামের দুশমনদের অবস্থিতি টলটলায়মান। ঐ দিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বদর প্রান্তরে দুশমনের নিহত ব্যক্তিদের পাশ দিয়ে পার হচ্ছিলেন। সামনেই নজরে এল, আবু জাহলের ধরাশায়ী দেহ।[1] সে তখন জীবনের

([1]) আল্লাহর রসূল ﷺ আবূ জাহলের খবর নিতে পাঠালে ইবনে মসউদ গিয়ে দেখেন আফরার দুই ছেলে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। *(বুখারী)*

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চলেছে। তিনি ঐ আল্লাহর দুশমনের দিকে সত্বর অগ্রসর হয়ে ওর গর্দানে পা রাখলেন এবং তার মাথা কাটবার জন্য দাড়ি ধরলেন, আর বললেন, 'উঃ আল্লাহর দুশমন! শেষে আল্লাহ তোকে অপদস্থ করলেন তো?'

ঐ অবস্থাতেই সে বলল, 'কেন অপদস্থ করেছেন? তোরা যাকে হত্যা করেছিস তার থেকে উঁচু স্তরের ব্যক্তি আরবের মাটিতে নেই।'

তারপর সে আরো বলল, 'হায়, আমাকে যদি চাষীদের স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি হত্যা করত!' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আজ জয়ী হবে কারা?'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল জয়ী হবেন।'

এরপর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ যিনি তার গর্দানে পা রেখেছিলেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে সে বলতে লাগল, 'এই ছাগলের রাখাল! তুই খুব উঁচু ও কঠিন জায়গায় চড়ে গেছিস।' (উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ মক্কার জীবনে ছাগল চরাতেন।)

এই কথাবার্তার পর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ তার মাথাটা কেটে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির ক'রে আরয করলেন 'হে আল্লাহর রসূল! এই থাকল আল্লাহর দুশমন আবূ জাহ্লের মাথা!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, সত্যিই! ঐ আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কেউ সত্য মা'বূদ নেই। তারপর বললেন,

اللهُ أَكْبَر! الْحَمْدُ للّه الَّذي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই নিমিত্তে। যিনি নিজের ওয়াদা সত্য করে দেখালেন। নিজের বান্দার সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমস্ত বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করে দিয়েছেন।'

তারপর বললেন, 'চলো আমাকে ওর লাশ দেখাও!'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ সঙ্গে গিয়ে তার লাশ দেখালেন। লাশ দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, 'এ ছিল এই উম্মতের ফিরআউন!' *(সুনাহরে আওরাক ৩২৯-৩৩১পৃঃ)*

হক-পিয়ারা ভাইটি আমার! হকের জন্য আপনজনকেও কুরবানী দিতে হয়। ঐ দেখ না, লোকে অবৈধ প্রেম-ভালবাসার জন্য মা-বাপ ও আরো আত্মীয়-স্বজনকে কুরবানী দিচ্ছে। সুতরাং হকের প্রতি বৈধ ভালবাসার জন্য কি কুরবানী দেওয়া যায় না?

খেয়াল কর সাহাবাগণের কথা। তাঁরা হকের পথে তাঁদের পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানকে কুরবানী দিয়েছেন। নিজেদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের উপর 'হক'কে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটাই হকের প্রকৃতি, এটাই প্রীতির রীতি। মহান

আল্লাহ বলেছেন,

{لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। *(সূরা মুজাদালাহ ২২ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "সেই প্রভুর কসম! যার হাতে আমার জীবন আছে, তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন নও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর না হতে পেরেছি।" *(বুখারী ১৪নং)*

আনাস ؓ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন বান্দা পূর্ণ মুমিন নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পরিবার, ধনসম্পদ এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর না হই।" *(মুসলিম ৪৪নং)*

আবূ সুফয়ান কুরাইশদের নেতা ছিলেন। আত্মাভিমান, বংশ ও গোত্র-গৌরব ইত্যাদিতে বিভোর থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুঅতের আলো চতুর্দিকে বিকশিত হচ্ছিল। আবূ সুফয়ান তাঁর প্রতি জনগণের আনুগত্য বিপজ্জনকরূপে দেখতে লাগলেন। তিনি একদিন হাঁপাতে-হাঁপাতে, কাঁপতে-কাঁপতে চুপিসারে মদীনা মনোওয়ারা পৌঁছে গেলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র দাম্পত্যে আবূ সুফয়ানের কন্যা উম্মুল মু'মেনীন সাইয়েদাহ উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) তাঁর প্রেমময়ী সহধর্মিণী বিদ্যমান ছিলেন। আবূ সুফয়ান নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি তাঁর কন্যার মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের জন্য রসূল ﷺ-এর যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি, সৈন্যদের গোপন তথ্যাদি সম্বন্ধে অবগত হয়ে যাবেন। একজন মুশরিক পিতার কাছে নিজের মু'মেনা কন্যার

ব্যাপারে এটা ছিল অবাস্তব ধারণা! কিন্তু আবূ সুফয়ানের তো জানা ছিল না যে, শির্ক এবং ঈমানের মাঝে কোন সম্পর্ক থাকে না।

সুতরাং উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) নিজের মুশরিক পিতাকে তাঁর দিকে আসতে দেখে সর্বপ্রথমে তিনি রসূল ﷺ-এর পূত-পবিত্র বিছানার পবিত্রতার কথা অনুভব করলেন। তাঁর মনে মনে ঈমানী দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়ে গেল। পিতাকে তাঁর দিকে আসতে দেখে তাঁর চোখের সামনে রসূল ﷺ-এর বিছানা গুটাতে শুরু ক'রে দিলেন। যাতে তা রসূল ﷺ-এর দুশমনের অপবিত্র দেহ স্পর্শ পর্যন্ত না করতে পারে।

আবূ সুফয়ান কুরাইশদের নেতা ছিলেন। বংশ-গৌরবে বিমূঢ় ছিলেন। তাঁর নিজের কন্যার এহেন আচরণে তাঁর হৃদয়ে ধাক্কা লাগল এবং অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়ে বললেন, 'বেটী! তোমার পিতা কি এর যোগ্য নয় যে, সে এই বিছানায় বসতে পারে? কিম্বা এই বিছানা কি এর যোগ্য নয় যে, তুমি তোমার পিতাকে বসাতে পারো?'

উম্মুল মু'মেনীন উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলে উঠলেন, আপনি মুশরিক এবং আপনি নাপাক। আর এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র এবং বর্কতপূর্ণ বিছানা। ইসলামে ঈমানের তুলনায় রক্ত এবং বংশের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আপনি আপনার হৃদয়ে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে আসুন, তাহলে একজন মু'মিন পিতা হিসাবে আপনার সাদর অভ্যর্থনা করা হবে।'

আবূ সুফয়ানের মনে-প্রাণে নিজের মু'মিনা কন্যার ঈমানী এবং নূরানী বাক্য দাগ কেটে বসল। নিজের কন্যার এই মহান নূরানী উপহার সঙ্গে নিয়ে মক্কা ফিরে গেলেন। অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন একদিন তিনি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অগ্রগামী দশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল বাইতুল্লাহতে প্রবেশ করতে দেখছিলেন। আবূ সুফয়ানের অন্তরে তাঁর কন্যা উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)এর প্রদত্ত ঈমানী নূরপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্পরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ ক'রে শত বছরের পৌত্তলিকতার চিহ্নগুলি নিজ হাতে কুড়ুলের সাহায্যে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করছিলেন এবং পবিত্র মুখে এই আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল,

{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} (٨١) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বলে দাও, সত্য এসে গেছে এবং বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর বাতিল অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকে। *(সূরা বনী ইস্রাঈল ৮১ নং আয়াত)*

এই দৃশ্য দেখেই আবূ সুফয়ানের মনের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং উচ্চস্বরে

পাঠ ক'রে উঠলেন, أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ.

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল।

এদিকে তাঁর চোখের সামনে তাঁর স্নেহময়ী কন্যা উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)এর 'ঈমানী উপহার' জ্যোতির্ময় সাক্ষ্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তাঁর কানে তাঁর প্রিয় কন্যা উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)এর প্রিয়তম স্বামী সাইয়েদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐতিহাসিক অমিয় ঘোষণা কর্ণকুহরে গুঞ্জরিত হতে লাগল,

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِن.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আবূ সুফয়ানের ঘরে আশ্রয়গ্রহণ করবে, সে নিরাপদ।

ইসলামী ইতিহাসে এই অতীব স্মরণীয় ঘটনা একজন মু'মেনা এবং ঈমানী জামাআতের প্রতি নিবেদিত-প্রাণা ঐতিহাসিক সহধর্মিণী উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)এর বিরাট কৃতিত্ব। যিনি মুসলিম জাহানের মায়েদের জন্য এক উত্তম নমুনা। তাঁর কৃতিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত সকল মহিলার জন্য অম্লান আদর্শ রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাযিয়াল্লাহু আনহা। *(উর্দু আল বালাগ পত্রিকা নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিঃ সংখ্যার সৌজন্যে।)*

নিরাশ হবে না। আপনজনকে সত্যের দিকে আহবান করতে থাকো, আপনজনের জন্য দুআ করতে থাকো, ইন শাআল্লাহ তারাও তোমার মত হকপথের দিশা পাবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রথম ইসলামের ডাক দিলেন, তখন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যাঁরা ভাগ্যবান হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী উম্মুল মু'মেনীন খাদিজা, আবূ বাক্র সিদ্দীক এবং আলী ﷺ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। আলী ﷺ বয়সে ছোট ছিলেন। আবূ বাক্র ﷺ যৌবনকাল অতিক্রম করে বার্ধকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি মক্কা এবং তার পার্শ্বস্থ অঞ্চলে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। সেই জন্য ইসলামের তাবলীগের ব্যাপারে অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর দায়িত্ব ছিল বেশী। ইসলাম কবুল করার পরে তিনি সর্বপ্রথম নিজের বাড়ীর দিকে লক্ষ্য করলেন। নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। প্রথমেই ইসলাম কবুল করার প্রতি নিজের শ্রদ্ধেয়া মাতাজানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁর মাতার পদবী নাম ছিল উম্মুল খায়র। এই নামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন। উম্মুল খায়র উন্নত চরিত্রবতী ও ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু রমণী ছিলেন। মক্কার মহিলাদের মধ্যে তাঁকে সম্মান ও ইয্যতের দৃষ্টিতে দেখা হত। ইসলামের দাওয়াত কবুল করার আগেও তিনি মহিলাদেরকে সাধারণ অন্যায়-অশ্লীল থেকে বাধা দিতেন এবং নেকীর পথ বাতলে দিতেন। গরীব-মিসকীন ও অসহায়দের প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। ঝগড়া-ঝঞ্ঝট, গাল-মন্দ থেকে নিজেকে দূরে

রাখতেন। আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ মায়ের খুব সম্মান-ইয্যত করতেন। মাও ছেলের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য আকৃষ্ট ছিলেন। আর মানুষের মাঝে তাঁর যে সম্মান ও সম্ভ্রম ছিল তার প্রতিও তিনি খুশী ছিলেন।

তিনি তাঁর মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বললেন, 'আম্মাজান! আমি দুনিয়াতে আপনাকে সব থেকে বেশী শ্রদ্ধা করি এবং প্রত্যেকটি কথা আপনাকে অবহিত করি। আপনার শুভকামনা করা আমার জরুরী কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যে ভাল কথা আমি জানতে পারি, সেটার খবর আপনাকে দিয়ে থাকি। দুনিয়ার ব্যাপারে যখন আমি এগুলি জরুরীরূপে পালন করি, তখন আমার প্রতি জরুরী হচ্ছে, যেসব জিনিস দ্বীন-ধর্ম ও আখেরাত সম্পর্কিত সেগুলোকেও আপনাকে অবগত করানো। কথা হচ্ছে যে, আখেরী নবীর আগমন বিকশিত হয়েছে। আর মুহাম্মাদ ﷺ দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পয়গম্বররূপে প্রেরিত হয়ে গেছেন। তাঁর দাওয়াত খুব সাদা-সিধে এবং জ্ঞান ও বিবেকের মেনে নেওয়ার মত। তিনি মানুষকে অন্যায় থেকে বারণ করেন এবং নেকী ও কল্যাণের দিকে আহবান করেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাদের জন্য হুকুম-আহ্‌কাম অবতীর্ণ হয়ে থাকে; যা ফিরিশ্তা আনয়ন ক'রে থাকেন। আমি তাঁর দাওয়াত কবূল ক'রে নিয়েছি। তাঁর শিক্ষাগুলি সত্য হওয়ার প্রতি আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। আমি ছাড়া তাঁর সহধর্মিণী খাদীজা, তাঁর চাচা আবূ তালেবের পুত্র আলীও তাঁর দাওয়াত কবূল করেছেন। আমি চাচ্ছি, আপনিও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করুন এবং আখেরী নবীর কথাগুলিকে মেনে নিন।'

আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ এই ধরণের কথা সহজভাবে সহজ বোধ্য ভাষাতে মা-কে বললেন। মা তাঁর বিজ্ঞ ছেলের আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় আকৃষ্ট হলেন এবং বললেন, 'প্রিয় পুত্র! তুমি আমার কাছে সব থেকে বেশী প্রিয়। তোমার সরলতা ও সৎকাজ-কর্মের জন্য আমি খুব খুশী। তুমি যা করেছ ঠিক করেছ। তোমার কথাগুলিও সহীহ, তোমার কাজগুলিও শুদ্ধ। তোমার সব কথাগুলি আগ্রহ সহ শুনেছি। ঐগুলির প্রতি আমি অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করব। আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভুল পথে চালিত করবেন না এবং তিনি তোমাকে সরল-সোজা পথে বিদ্যমান রাখবেন।'

এরপর আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যে সকলের মাঝে দিতে লাগলেন। যার পরিণাম এই হল যে, মক্কার মুশরিকদের ধ্যান-ধারণা উত্তেজিত হয়ে গেল এবং আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-কে মার-পিট করতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর নানা-নানীর বংশ 'বনু তায়ম'-এর কিছু লোক ঐ দিক দিয়েই পার হচ্ছিল। তারা

তাঁকে মুশরিকদের কবল থেকে রক্ষা করল এবং অজ্ঞান-অবস্থায় কাপড়ে জড়িয়ে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিল। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন জিজ্ঞাসা করলেন। 'রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা কি? তিনি কেমন আছেন?'

এই পরিস্থিতির মাঝে রসূলুল্লাহ ﷺ যখন খবর জানতে পারলেন, তখন তিনি ওখানে গেলেন। তিনি আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ-কে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রু বিগলিত হল এবং তিনি আবূ বাকরের কপালে চুমা দিলেন। আবূ বাক্র তাঁর মায়ের দিকে ইশারা ক'রে অনুরোধ করে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ইনি আমার মা, আমি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে খাস মেহেরবানী এবং বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। আমার মায়ের জন্য দুআ করুন এবং তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিন। খুব সম্ভব আপনার দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।'

সুতরাং রসূল ﷺ উম্মুল খায়রকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং 'কুফ্র' এর সমস্ত আবর্জনা থেকে তাঁর অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেল।

তিনি ইসলামের প্রথম সময়েই ইসলামের নিয়ামতে উপকৃত ও ধন্য হন।

ইসলাম কবুল করার পরে উম্মুল খায়র (রাঃ) মক্কার মহিলাদেরকে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ইসলামের দিকে আহবান জানাতে লাগলেন। যেহেতু তখন ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা ছিল এবং মুসলিমদেরকে নানা রকমের কষ্ট দেওয়া হত। সেহেতু উম্মুল খায়র (রাঃ)কেও বহু উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এই উচ্চাঙ্গের উৎসাহী মহিলা নিজের অবস্থানে অটলভাবে বিদ্যমান ছিলেন। ফলে তাঁর দাওয়াতও ফলপ্রসূ ও সার্থক হয়েছিল। মক্কার বিপুল সংখ্যক মহিলা কেবল তাঁর দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সেবিকা হয়ে গিয়েছিলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহা। *(উর্দু আল-বালাগ পত্রিকা জুন ২০০৫ সংখ্যার সৌজন্যে, স্বর্ণোজ্জল ইতিহাস থেকে গৃহীত)*

আবূ হুরাইরা আম্মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আম্মা রেগে উঠে আল্লাহর নবী ﷺ-কে গালাগালি করতেন! আবূ হুরাইরা মহানবী ﷺ-কে ঘটনা খুলে বলে তাঁর জন্য হিদায়াতের দুআ করতে বললেন। তিনি দুআ করলেন। আবূ হুরায়রা দুআর মাঝে সুসংবাদ নিয়ে বাসায় ফিরে গিয়ে দেখলেন, আম্মা তখন (মুসলমান হওয়ার জন্য) গোসল করছেন।

কিন্তু মা যদি হকপথে ফিরে না আসে, তাহলে কি তুমি মায়ের সুখ দেখবে, না হকের

আকর্ষণ? নিঃসন্দেহে হকের আকর্ষণই তোমাকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। আর মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। সাহাবী সা'দ বিন আবী অক্কাস ইসলামে দীক্ষিত হলেন। সে কথা শুনে তাঁর মা পানাহার বন্ধ ক'রে দিলেন। আর কসম ক'রে বললেন যে, সা'দের ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। কিন্তু সা'দ নিজের ঈমানে অবিচল থাকলেন এবং বললেন, 'মা! আপনি জেনে নিন যে, যদি আপনার মত ১০০টি মা হয় এবং একটি একটি ক'রে সকলে মারা যায়, তবুও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করব না। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি খান, না হলে না খান!'

অবশ্য একদিন ও এক রাত পরে তিনি পানাহার করেছিলেন। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/১০৯)*

পরবর্তীকালের রাজা-বাদশারাও অনেক ইমামকে কষ্ট দিয়েছেন। মদীনার গভর্নর জা'ফর সুলাইমান ইমাম মালেক (রঃ)কে চাবুক মেরেছিলেন। চাবুকের আঘাতে তাঁর হাতের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তিনি তা নামাযেও তুলতে পারেননি! যেহেতু তিনি এমন ফতোয়া দিয়েছিলেন, যা গভর্নরের মনঃপূত ছিল না। তাঁর ফতোয়া ছিল, কাউকে তালাক দিতে বাধ্য করলে, তালাক হবে না।

তাঁর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি,

لا تغبطوا أحداً لم يصبه في هذا الأمر بلاء .

অর্থাৎ, কোন এমন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করো না, যে এ (হকের) ব্যাপারে বালাগ্রস্ত হয়নি।

খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ যখন 'খাল্কে কুরআন'এর মাসআলায়[২] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)এর অভিমত পাল্টাতে অক্ষম হয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর অতিরিক্ত উৎপীড়ন শুরু করে দিলেন। শাস্তি প্রদানের উপকরণ প্রস্তুত করে রাখলেন। অত্যাচারী ও যালিম জল্লাদ ধার্য করলেন এবং সীমাহীন কড়াকড়ির ব্যবস্থা করলেন।

জল্লাদের অতিরিক্ত কশাঘাতের ফলে ইমাম সাহেবের স্কন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছিল, পিঠ বেয়ে অবারিত রক্ত ঝরছিল। মু'তাসিম বিল্লাহ অগ্রসর হয়ে বললেন,

يا أحمد! قل هذه الكلمة وأنا أفك عنك بيدي، وأعطيك وأعطيك.

অর্থাৎ, হে আহমাদ! আপনি শুধু বলুন যে, "কুরআন মখলুক।" তাহলে আমি নিজ হাতে আপনার লৌহ-শৃংখল খুলে দিয়ে আপনাকে মুক্তি দিয়ে দেব এবং

([2]) *'খালকে কুরআনের মাসআলা হল ঃ কুরআন আল্লাহর কালাম গুণ; নাকি তা তাঁর এক সৃষ্ট জিনিস? এই মতভেদ ও দ্বন্দ্ব। প্রথমোক্ত ইমাম সাহেবের এবং শেষোক্ত মত ছিল খলীফার।)*

আপনাকে দুনিয়ার নানা প্রকার নিয়ামত দানে ভূষিত করব।

উত্তরে ইমাম সাহেব কেবল বললেন, هاتوا آية أو حديثاً.

অর্থাৎ, আপনি আপনার মতের সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ কুরআনের কোনো আয়াত অথবা হাদীস থেকে কোন স্পষ্ট উক্তি পেশ করুন। আমি সত্বর আমার অভিমত পাল্টিয়ে দেব।

মু'তাসিম বিল্লাহ ক্রোধে দাঁত পিষে জল্লাদকে বললেন, 'ইনি আমার কথা মানবেন না। মারতে মারতে তোমার হাত যেন ভেঙ্গে যায়। তুমি ইতিপূর্বে ওঁকে বেশী জোরে প্রহার করনি। এক্ষণে আরো বেশী শক্তি প্রয়োগ ক'রে প্রহার কর!'

জল্লাদ নিজের পূর্ণ শক্তি লাগিয়ে নতুন ক'রে সজোরে প্রহার শুরু করল। প্রহারের আঘাতে ইমাম সাহেবের গোশ্ত্ ফেটে গেল। রক্তের ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। ইত্যবসরে খলীফার জনৈক দরবারী (জী-হুযুর বলা সহমত পোষণকারী) আলেম অগ্রসর হয়ে বললেন, 'আহমাদ বিন হাম্বল! আল্লাহ তাআলা কি বলেননি,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা নিজেকে হত্যা করো না? *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)* আপনি কেন অনর্থক নিজের আত্মার প্রতি লক্ষ্য করছেন না। খলীফার কথা মান্য না করার ফলে আপনি নিজেই নিজের আত্মাকে ধ্বংস করতে চলেছেন?'

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) বললেন, اخرج وانظر أي شيء وراء الباب.

অর্থাৎ, আপনি দরবারের বাইরে বের হয়ে দেখুন, কি দেখা যাচ্ছে?

সেই আলেম দরবার থেকে বের হয়ে দূরে থেকে দেখলেন, অসংখ্য লোক কাগজ এবং কলম ধরে অপেক্ষা করছে। দরবারী ঐ আলেম মজলিসের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কিসের অপেক্ষা করছেন?'

তারা উত্তরে বললেন, ننظر ما يجيب به أحمد فنكتبه.

অর্থাৎ, 'আমরা (খালক্বে কুরআন) মাসআলাতে ইমাম আহমাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি। যাতে আমরা তা লিখে নিতে পারি।'

দরবারী আলেম ফিরে এসে যখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) কে ঐ খবরটা শুনালেন, তখন ইমাম সাহেব বললেন,

أنا أضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضلهم.

অর্থাৎ, 'আমি কি ঐ সমস্ত মানুষকে পথভ্রষ্ট ক'রে দেব? নিজের প্রাণ দেওয়া মঞ্জুর,

কিন্তু ওদেরকে সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট করা আমার কাছে মঞ্জুর নয়।'

ইমাম আহমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার শত-কোটি রহমত বর্ষিত হোক। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৬/৯৩, সুনাহরে আওরাক্ব ২০৭-২০৮পৃঃ, স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস দ্রঃ)*

ফিতনাগ্রস্ত ভাইটি আমার! মহান আল্লাহ মু'মিন বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলে তার মর্যাদা বর্ধন করেন। পরীক্ষায় পাশ না ক'রে কি ডিগ্রী লাভ হয় ভাইটি? তুমি কি ভাবছ 'মু'মিন' ডিগ্রী এত সহজ? আল্লাহর বেহেশ্ত কি এত আসান? মহান আল্লাহ বলেন,

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} (٣) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। *(সূরা আনকাবূত ২-৩)*

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ}

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্ত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল, তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৪ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলে মানুষের কাছে প্রমাণ করবেন, তুমি সত্য সত্যই মু'মিন অথবা ভেজালমার্কা মুনাফিক। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে, অবশ্যই

ওরা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী।' বিশ্ববাসী (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মু'মিন এবং কারা মুনাফিক (কপট)। *(সূরা আনকাবূত ১০-১১ আয়াত)*

সুতরাং পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে ধৈর্য ধর ভাইটি আমার! যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক হকের পথে কষ্ট পেলে সহ্য ক'রে নিয়ো; তাতে তোমার অবশ্যই উপকার কাছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(١٣) أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤) الأحقاف

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' অতঃপর এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল। *(সূরা আহক্বাফ ১৩ আয়াত)*

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} (٣٢) سورة فصلت

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে--যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।' *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩২ আয়াত)*

সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কথা বাতলে দিন, যা মজবুতভাবে ধরে রাখব।' তিনি বললেন, "তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।" আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আপনি কোন্ জিনিসকে সব চাইতে বেশি ভয় করেন?' তিনি স্বীয় জিহ্বাকে (স্বহস্তে) ধারণপূর্বক বললেন, এটাকে। *(তিরমিযী)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

অর্থাৎ, অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে রয়েছে; আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। *(সূরা হূদ ১১২)*

১৫। পরকাল-চিন্তা কর

হকের পথে বিপদগ্রস্ত ভাইটি আমার! কষ্টের সময় পরকালের জীবন স্মরণ কর। এ জীবন তো ক্ষণকালের উপভোগ মাত্র। কম-বেশী কষ্ট সকলেই পায়। এ জীবন সুখের নয়। তোমার দুশমনও কোন না কোন কষ্টে ভুগছে। তোমার দুশমনকেও মরতে হবে। সুতরাং লাভ-নোকসান পরকালের খাতায়। সেখানে তোমার যাতে নোকসান না হয়, সে খেয়াল রাখ। হকপথে থেকে জান্নাতের নিয়ামত স্মরণ ও আশা কর। বাতিলপথে যারা আছে, তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব আছে--এ কথা স্মরণ ও ভয় কর। স্মরণ কর মরণকে। তাহলেই কষ্ট লাঘব হবে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, সর্বসুখ-বিনাশী মৃত্যুকে তোমরা অধিকাধিক স্মরণ কর। *(তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ)* কারণ, যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে তা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সে সঙ্কট সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তা কোন সুখের সময়ে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সুখ তিক্ত হয়ে উঠবে।" *(বাইহাকী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে'* ১২১০-১২১১নং)

১৬। প্রো-এ্যাক্টিভ হও

হকপথে অটল থাকার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। তবে তা দারুণ ফলপ্রসূ। আর তা হল প্রো-এ্যাক্টিভ হওয়া; অর্থাৎ, রাগ হওয়া সত্ত্বেও রাগ না করা, নিজেকে সংযত ও সংবরণ করা, প্রতিক্রিয়াশীল কথা শুনেও মনের মধ্যে চট্-জলদি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করা।

কিছু মানুষ আছে, যারা পরের কথায় বড় প্রতিক্রিয়াশীল হয়। শুধু মন খারাপ নয়, বরং শরীরকেও খারাপ ক'রে ফেলে। পাঁচ জনের বলায় অসুস্থ হয়ে পড়ে।

যেমন, এক অফিসার সুস্থ অবস্থায় অফিসে এলেন। অফিসের লোকজন পরিকল্পিতভাবে তাঁর সাথে একটু পরিহাস করতে চাইলেন। অফিস ঢুকতেই চাপরাসি তাঁকে দেখে বলে উঠল, 'কি স্যার! আজ আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভাল তো?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ভালই তো আছি।'

অন্য এক অফিসারের সাথে দেখা হলে তিনিও চক্ষু চড়কগাছ ক'রে বলে উঠলেন, 'কি সাহেব! আপনার মুখটা এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? আপনি কি অসুস্থ নাকি?'

ম্যানেজারের রুমে যেতে প্রাইভেট-সেক্রেটারিও তাই বললেন।

ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে ম্যানেজারও অবাক হয়ে বললেন, 'আপনার শরীর তো ভাল নয় মনে হচ্ছে! দরকার হলে আজকের দিনটা ছুটি নিন।'

এবারে অফিসারের মনে প্রতিক্রিয়া শুরু হল। মন দুর্বল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে সত্যিসত্যিই অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বাড়ি ফিরে গেলেন!

এটা স্বাভাবিক। পাঁচজনের বলায় এমনই প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে। তুমি নিশ্চয়ই 'দশচক্রে ভগবান ভূত'-এর গল্প শুনে থাকবে।

কোন দেশে ভগবান নামক এক পন্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ বিদ্যাবত্তায় রাজার সাতিশয় প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। অমাত্যরা তা দেখে ভগবানের হিংসা করতে লাগল। একদা তাঁকে রাজার সান্নিধ্য থেকে দূর করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। তারা দারোয়ানকে বলল, 'রাজের আদেশ, ভগবানকে আর রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে দেবে না।'

দারোয়ান আদেশ মত কাজ করল। এদিকে রাজা ভগবানকে না দেখতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং সভাসদ্‌বর্গকে তাঁর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। তারা সকলেই বলল, 'সে মারা গেছে।'

রাজবৈদ্যও এ কথার সাক্ষ্য দিল। রাজা অত্যন্ত শোক প্রকাশ করলেন।

একদিন রাজা নগর-ভ্রমণে বের হবেন জানতে পেরে ভগবান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু বহু অনুচরের জনতা ভেদ ক'রে তিনি রাজার নিকটবর্তী হতে পারলেন না। তখন তিনি একটি বড় গাছে চড়ে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, 'রাজা মশায়! আমি ভগবান।'

রাজা ভগবানের গলার স্বর বুঝতে পারলেন। কিন্তু অমাত্যরা বুঝালেন, ভগবান ভূত হয়ে গাছ থেকে চিৎকার করছেন। রাজাও তাই বুঝে অন্য পথ অবলম্বন করলেন।

ভগবান যেন দশজনের চক্রান্তে সত্যিসত্যিই মনুষ্য সমাজে নিজেকে ভূত বলে অনুভব করতে লাগলেন।

কুরবানীর ছাগল ও মোল্লাজীর গল্পও হয়তো তুমি শুনেছ। তিনি কুরবানীর জন্য

একটি ছাগল কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে পাঁচটি যুবক তাঁর ছাগলটিকে হাত ক'রে খাবার জন্য ফন্দি আঁটল। রাস্তার পাঁচ মোড়ে পাঁচজন দাঁড়িয়ে গেল। প্রথম মোড়ে প্রথম যুবক বলল, 'কি মোল্লাজী! কুকুর কাঁধে কোথায় যাচ্ছেন?'

মোল্লাজী বললেন, 'কুকুর কেন বাবা? ছাগল কিনে নিয়ে যাচ্ছি, কুরবানী দেব।'

যুবকটি বলল, 'দূর! ওটা তো কুকুর।'

মোল্লাজী হাঁটতে লাগলেন। দ্বিতীয় মোড়ে দ্বিতীয় যুবক একই কথা বলল।

মোল্লাজী একই উত্তর দিলেন। কিন্তু এবার তাঁর মনে একটু ধাক্কা লাগল। ভাবল, ওরা ঠাট্টা করেছে। কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মোড়ে একই কথা শুনে এবার মোল্লাজী ভাবলেন, তাহলে তিনি হয়তো সতিই কুকুর কিনে ঠকেছেন। সুতরাং ছাগলটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে এক নজর দেখে পাছায় এক লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেন। কিছু পরে যুবক পাঁচটি তা ধরে যবাই ক'রে মজায় মজায় ভক্ষণ করল।

লোকমান হাকীম অথবা জুহার গল্পও তোমার জানা থাকবে। একদা তিনি তাঁর পুত্র সহ একটি গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কতক লোক বলতে লাগল, 'লোকটা কত নিষ্ঠুর! একটি গাধার পিঠে দু' দু'টো লোক!'

এ কথা শুনে হাকীম নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু দূর পরে আরো কিছু লোক তাঁদেরকে দেখে বলে উঠল, 'ছেলেটি কত বড় বেআদব! বুড়োটাকে হাঁটিয়ে নিজে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে!'

এ কথা শুনে ছেলেটি নেমে এল এবং হাকীম সওয়ার হলেন। আরো কিছু দূর পর কিছু লোক বলতে লাগল, 'বুড়োটির কি আক্কেল! নিজে গাধার পিঠে চড়ে ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!'

এ কথা শুনে তিনিও গাধার পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু পরে আরো কিছু লোক সমালোচনার সুরে বলল, 'লোক দু'টো কি বোকা! সঙ্গে সওয়ার থাকতে পায়ে হেঁটে পথ চলছে!'

এবারে হাকীম তাঁর ছেলেকে বললেন, 'দেখলে বাবা! তুমি চাপলেও দোষ, আমি চাপলেও দোষ, দু'জনে চড়লেও দোষ, কেউ না চড়লেও দোষ। সুতরাং তুমি কারো কথায় কর্ণপাত করো না।' কারণ, লোকের খোঁটা থেকে বাঁচা কঠিন। নিজের বিবেকে কাজ ক'রে যাওয়া উচিত।

সুতরাং ভাইটি আমার! বাঁচতে পারবে না তুমি। কোনও কাজ করতে সকলের অনুমোদন বা সমর্থন লাভ করতে পারবে না তুমি। আর এ সব থেকে এড়ানোর উপায়

হল, প্রতিকূল কথা শুনে ধৈর্য ধরা, হিংসুকদেরকে উপেক্ষা করে চলা এবং এই নীতি অবলম্বন করা, 'হাথী চলতা রহেগা আউর কুত্তা ভুঁকতা রহেগা।'

পারবে ভাইটি, ভাইরা যদি তোমাকে হত্যা করার চক্রান্ত ক'রে হত্যা না করতে পারে, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করতে? ইউসুফ ﷺ-এর মত পারবে বলতে, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺও মক্কার ঐসব কাফের এবং কুরাইশ বংশের নেতাদেরকে যারা তাঁর রক্ত-পিয়াসী ছিল এবং নানাবিধ যাতনা দিয়েছিল উক্ত শব্দগুলিই বলে তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছিলেন।

পারবে ভাইটি এমন কাজ করতে? খুবই কঠিন, কিন্তু খুবই উপকারী কাজ।

তুমি কি পারবে, যে তোমার যাতায়াতের পথে কাঁটা বিছিয়ে কষ্ট দেয়, সে অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত হলে তাকে দেখা ক'রে সান্ত্বনা দিতে?

তোমাকে না চিনে যে গালি দেয়, তা নিজ কানে শুনেও তার বোঝা বহন করতে পারবে কি?

তোমার গালে কেউ চড় মারলে, তার হাতে ব্যথা লাগল কি না---তা জিজ্ঞাসা করতে পারবে কি?

পারলে তার সুফল দেখ ঃ-

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ 'নাজ্দ' অভিমুখে এক অশ্বারোহী দলকে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁরা বনূ হানীফা বংশের একজন লোককে ধরে আনলেন। যার নাম, 'সুমামাহ বিন উসাল।' য়্যামামা (বর্তমানে রিয়ায) শহরবাসীর তিনি ছিলেন একজন নেতা। তাঁকে মসজিদের একটি স্তম্ভে সাহাবীরা বেঁধে দিলেন। অতঃপর রসূল ﷺ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে বের হলেন। তিনি বললেন,

مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟

অর্থাৎ, 'হে সুমামাহ! আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা খুব উত্তম। যদি আমাকে আপনি হত্যা করেন, তবে আমি তার যোগ্য (অর্থাৎ, আমার মত অপরাধীকে হত্যা করতে পারেন। অথবা আমাকে খুন করলে সে খুনের বদলা নেওয়া হবে।) আর যদি হত্যা না ক'রে সৌজন্য প্রদর্শন করেন, তবে আপনি একজন কৃতজ্ঞের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করবেন। আর যদি মাল-ধন চান, তাহলে আপনি যতটা চাইবেন, আপনাকে

দেওয়া হবে।'

এই উত্তর শুনে তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। (আর কোন কথা বললেন না।)

আবার আগামী কাল নবী ﷺ এসে ঐ একই প্রশ্ন করলেন। সুমামাও উত্তরে তাই বললেন, যা তিনি প্রথম দিনে বলেছিলেন। এ দিন নবী ﷺ আর কিছু না বলে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন আবার নবী ﷺ এসে প্রথম দু'দিনের মত প্রশ্ন করলেন। সুমামাও উত্তরে প্রথম দু'দিনের উত্তর পুনরাবৃত্তি করলেন। আজকে মহানবী ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন, 'সুমামার বাঁধনটা খুলে দাও!'

সুতরাং বাঁধনমুক্ত হয়ে সুমামা মসজিদের নিকটবর্তী খেজুর বাগানে গেলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ ক'রে পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অর্থাৎ, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ (উপাস্য) নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রসূল।' অর্থাৎ, তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

তারপর মন্তব্য করলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আপনার মুখমন্ডল আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার মুখমন্ডল আমার নিকট সব থেকে প্রিয় মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনার দ্বীন আমার নিকটে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার দ্বীনই সব থেকে প্রিয় বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনার শহর আমার নিকট সব থেকে বেশী অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার শহর আমার নিকটে সবচেয়ে বেশী প্রিয় মনে হচ্ছে। আপনার অশ্বারোহী দল যখন আমাকে গ্রেফতার করে, তখন আমি উমরা উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। এক্ষণে এ ব্যাপারে আপনার রায় কি?'

নবী ﷺ তাঁকে শুভ সংবাদ দিলেন এবং তাঁকে উমরা করার অনুমতি প্রদান করলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন এবং যখন মক্কায় উপস্থিত হলেন, তখন একজন ব্যক্তি বলল, 'আপনি শেষ কালে বিধর্মী হয়ে গেছেন?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'না, বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর শোনো! আল্লাহর কসম! আগামীতে আমার এলাকা থেকে গমের একটা দানাও তোমাদের এখানে আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি না পাওয়া যাবে।' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৪৫পৃঃ)*

একদা মহানবী ﷺ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এক বাবলা গাছে নিজের তরবারি লটকে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় এক কাফের বেদুঈন এসে সেই তরবারি নিয়ে (তাঁর উপর তুলে ধরে) বলল, 'এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' মহানবী ﷺ বললেন, "আল্লাহ।" এ কথা শোনামাত্র তরবারি তাঁর হাত হতে পড়ে গেল। তিনি তা উঠিয়ে নিয়ে (তার উপর তুলে ধরে) বললেন, "এখন তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?" বেদুঈন বলল, 'কেউ না।' অথবা 'আপনি।'

দয়ার নবী ﷺ তাকে মাফ ক'রে দিলেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেল। অন্য বর্ণনা মতে সে মুসলমান হয়নি; কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কোনক্রমেই আর যুদ্ধ করবে না। *(মিশকাত ৫৩০৫নং)*

সিরিয়ার একজন আলেম একজন ধনীর কাছে মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে হাত পাতা মাত্র তার হাতে সে থুথু মারল। আলেম সেই থুথু বুকে লাগিয়ে নিয়ে বললেন, 'এটা হল আমার প্রাপ্য, আল্লাহর জন্য কি?' তারপর আবার হাত পাতলেন। এবার অহংকারী লজ্জিত হয়ে বলল, 'মসজিদের সকল খরচ আমার দায়িত্বে।'

তদনুরূপ একজন দ্বীনের আহবায়ক আমেরিকায় গিয়ে এক সউদীকে নামাযের দাওয়াত দিলে সে তাঁর মুখে থুথু মেরে তার দরজা ছেড়ে চলে যেতে বলল। কিন্তু ধৈর্যশীল আহবায়ক সেই থুথু মুখে মেখে নিয়ে বললেন, 'আল-হামদু লিল্লাহ! এ তো আল্লাহর নবীর পোতাদের (আওলাদে রসূলের) মক্কা-মদীনার থুথু।'

এ কথা শুনে সউদীর মনে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিল। চট্ করে বলল, 'আমাকে মাফ ক'রে দিন। রাগের বশে ভুল ক'রে ফেলেছি।'

আহবায়ক বললেন, 'মাফ করব একটি শর্তে, নচেৎ না। আপনাকে আমার সাথে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে হবে।'

হলও তাই। কেবল এত বড় ধৈর্য ধারণের ফলে একটি লোক নামায ত্যাগের কুফরী থেকে বেঁচে গেল। আসলে যার ধৈর্য আছে, সে সব কাজেই হুঁশিয়ার হয়।

তোমার সাথে যে দুর্ব্যবহার করে, তার সাথে তুমি সদ্ব্যবহার কর। তা না পারলে তাকে উপেক্ষা ক'রে চল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (١٩٩) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} (٩٤) سورة الحجر

অর্থাৎ, তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর। *(সূরা হিজ্‌র ৯৪ আয়াত)*

কেউ গালি দিলে তাকে ফেরৎ দাও। গালি দেওয়া হলে বল, তুমি আমাকে অনেক কিছু দিলে। কিন্তু আমার এত প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে তোমার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ঈসা ﷵ ইহুদীদের একটি জামাআতের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। ইহুদীরা তার সম্পর্কে অশালীন কথা-বার্তা ব্যবহার করছিল, তাকে গাল-মন্দ দিচ্ছিল, অকথ্য ভাষায় কথা বলছিল। কিন্তু ঈসা ﷵ ওদের সম্পর্কে উত্তম কথা বলছিলেন এবং তাদেরকে নেক দুআ দিচ্ছিলেন।

কোন এক ব্যক্তি ঈসা ﷵ-কে বলল, 'কী আশ্চর্যের কথা! আপনি ওদেরকে দুআ দিচ্ছেন, ওদের সম্পর্কে উত্তম কথা বলছেন। অথচ ওরা আপনাকে নানা প্রকার গাল-মন্দ করছে, অশ্লীল ভাষায় কথা বলছে!'

উত্তরে তিনি বললেন, 'প্রত্যেক মানুষ তাই খরচ করে (এবং মুখ থেকে তাই বের করে), যা তার কাছে মজুদ থাকে।' *(সুনাহরে আওরাক্ব ৩৭১-পৃঃ)*

এই নীতি যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে দেখবে, হকের পথে টিকে থাকতে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

তুমি যদি উদার কবির মত হতে পার, তাহলে সফল মানুষ হবে তুমি। কবি বলেন,

"আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী;
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর।
আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি;
যে মোরে দিয়েছে বিষ-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,

আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা বিঁধেছে আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে সখী তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।”

আর ভাইটি আমার! আমার মতো রি-এ্যাক্টিভ হয়ো না। নচেৎ কুকুরের জুতো-চুরি শুনে জলাতঙ্ক রোগে ভুগবে। আর সুগার-প্রেসার থাকলে তো অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হবে। তখন হক তো দূরের কথা, মনের শান্তিটাও জাহান্নামে যাবে!

পা যেখানে পিছল কাটে

হিদায়াতী ভাইটি আমার! নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় পা পিছল কাটতে পারে। সেই সকল জায়গায় পা টিপে চলো।

প্রথমতঃ ফিতনার সময়

ফিতনার সময় মানুষের মনের ঠিকানা থাকে না। হক-নাহক সহজে বুঝে আসে না। কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা দরকার, তা স্পষ্ট হয় না। সেই সময় পদস্খলন ঘটলে অনেক সময় হক তথা ঈমানও হারাতে হয়। ফিতনার সময় কেউ যদি হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ না করে, তাহলে সে তাতে আছাড় খেয়ে পড়বে---এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই শ্রেণীর ফিতনাও বহু ধরনের আছে। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

এক ঃ সন্দেহের ফিতনা

অনেক সময় মানুষ খামাখা সন্দেহে পড়ে, অথচ সে সন্দেহ বড় বিপজ্জনক। যেমন, আমাকে-আপনাকে সারা বিশ্বকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?

অনুরূপ কুরআন ও হাদীসে সন্দেহ, ইসলামী শরীয়তের কোন কোন বিষয়ে সন্দেহ, তকদীরে সন্দেহ, জ্বিন ও ফিরিশ্তায় সন্দেহ, কবরের আযাবে সন্দেহ ইত্যাদি।

দুই ঃ প্রবৃত্তির ফিতনা

অনেক সময় মানুষ মনের কামনা-বাসনা ও যৌবনের ফিতনায় পড়তে পারে। অবৈধ

প্রেম-ভালবাসা তথা যৌন-উন্মাদনা মানুষকে অন্ধ ক’রে তুলতে পারে। আর তার ফলে সে হকপথ হতে বিচ্যুত হতে পারে। মোবাইল, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রবৃত্তির ফিতনার সহযোগী হতে পারে।

মানুষের মন বড় আজব। কামনা-বাসনাও বড় তীব্র। ফিতনার সময় তুমিও হয়তো বলতে বাধ্য হবে,

{وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ *(সূরা ইউসুফ ৫৩ আয়াত)*

তিন ঃ শয়তানের ফিতনা

শয়তান মানুষর দুশমন। সে তো সবচেয়ে বড় ফিতনা হতেই পারে। এ জন্যই মহান আল্লাহ সতর্ক ক’রে দিয়েছেন,

{يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} (٢٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় জড়িত না করে; যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে (ফিতনায় জড়িত ক’রে) বেহেশ্ত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য বিবস্ত্র ক’রে ফেলেছিল। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমন স্থান হতে দেখে থাকে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা বিশ্বাস করে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক (বন্ধু) করেছি। *(সূরা আ’রাফ ২৭ আয়াত)*

চার ঃ প্রসিদ্ধি ও রাজনৈতিক পদের ফিতনা

প্রসিদ্ধি মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি করে, নেক আমলকে রিয়াতে পরিণত ক’রে বিনষ্ট করতে পারে, অনেক সময় মানুষকে শরীয়ত-গর্হিত কাজে বাধ্য করতে পারে, হক কাজ করতে অথবা হক কথা বলতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রজা ও পার্টির লোকের কাছে বিশেষ প্রসিদ্ধি হক গ্রহণে ও পালনে বাধা হতে পারে। ঐ দেখ না, ফিরআউন তো ফিরআউনই। তবুও সে যখন মূসা ﷺ-এর ব্যাপারে

সভাষদের কাছে পরামর্শ চাইল, তখন তারা তাকে নাহক প্রস্তাব দিল?

{قَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ} (١١٢) سورة الأعراف

অর্থাৎ, ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'এতো একজন সুদক্ষ যাদুকর। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?' তারা বলল, 'তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠান, যেন তারা আপনার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।' *(সূরা আ'রাফ ১০৯-১১২ আয়াত)*

তদনুরূপ রানী বিলকীস যখন সুলাইমান ﷺ-এর চিঠি পড়লেন, তখন তিনি তাঁর পারিষদবর্গের কাছে পরামর্শ চাইলে তারাও তাঁকে নাহক পরামর্শ দিয়েছিল।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣)

অর্থাৎ,(বিলকীস) বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।' ওরা বলল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন, তা আপনি ভেবে দেখুন।' *(সূরা নাম্‌ল ৩২-৩৩ আয়াত)*

এইভাবেই যে দেশে গণতান্ত্রিক আইন আছে, সে দেশের নেতাগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হকচ্যুত হতে বাধ্য। তা না হলে তাঁরা অচিরেই গদিচ্যুত হয়ে যাবেন।

রাজনৈতিক নেতাগণ বিভিন্ন ফিতনায় পড়তে পারেন। যেমন ঃ-

কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠা, তাদের কুফরীতে স্বীকৃতি, সায় ও সমর্থন, তাদের তাগূতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা, মুসাফাহাহ ইত্যাদি।

সে মজলিসেও বসতে হয়, যে মজলিসে অবৈধ কর্ম হয়, মদ পান করা হয়।

অবৈধ বহু কর্মের অনুমোদন ও অনুমতি দিতে হয়।

চুরি-ঘুস, দুর্নীতি জানা সত্ত্বেও গদি বাঁচানোর জন্য নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয়।

মানহীনকে পদস্থ ও সম্মানীকে অপদস্থ করতে হয়।

সবল অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন ও দুর্বল অপরাধীকে দণ্ডদান করতে হয়। যেহেতু আইন-কানুন মাকড়যার জালের মত, যাতে ছোট ছোট পোকা-মাকড় ধরা পড়ে; কিন্তু বড় বড় কীটপতঙ্গ তা ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলে।

সাম-দান-ভেদ-দণ্ড নীতির অবৈধ প্রয়োগ করতে হয়।

বিরোধী দলকে পরাস্ত করার জন্য মিথ্যা ইস্যু ও তথ্য-প্রবাহ সৃষ্টি করতে হয়।

বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মিথ্যা অপবাদের শিকার হতে হয়।

এমন নেতাগণ এমন অক্টোপাশ বন্ধনে ফেঁসে যান যে, তাঁরা গদি ছাড়তেও পারেন না সহজে। যেহেতু ঃ-

প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার ফলে দলের চাপ থাকে।

প্রসিদ্ধির অনুপম স্বাদ চলে গেলে নিজেকে বড্ড খারাপ লাগে।

মানুষের মাঝে সেই সম্মান ও সমীহ হারিয়ে যায়, যা পদে বহাল থাকার ফলে বর্তমান থাকে।

পদ হারানোর পর ঘটিত দুর্নীতির হিসাব দেওয়ার ভয় হয়।

আর্থিক ও সামাজিক বহু স্বার্থ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়।

আর খ্যাতনামা পুরস্কারপ্রাপ্ত তারকারা হকপথে ফিরে এলে তাঁদের সম্মান যাবে। তাঁদের খেতাব ও পুরস্কার কেড়ে নেওয়া হবে। বাতিল পথে থাকার সময় ভিসা-টিকিট দিয়ে বড় বড় দেশের নেতারা সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন, কিন্তু হকপথে ফিরার পর ভর্ৎসনা জানাবেন। সুতরাং তাঁরা না আগাতে পারেন, আর না পিছাতে!

পাঁচ ঃ শত্রুভয়ের ফিতনা

জীবন-মরণের ফিতনা, শত্রুপক্ষের শাস্তি, জেল, জরিমানা প্রভৃতিকে ভয় ক'রে অনেক মানুষ ফিতনায় পড়তে পারে। আর সে সময় সে এমন কাজ করতে পারে অথবা এমন কথা বলতে পারে, যাতে ঈমান হারিয়ে যায় অথবা হক থেকে দূরে সরে যায়। অবশ্য একান্ত নিরুপায় হলে সে কথা ভিন্ন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "....তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হত। অতঃপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু'খণ্ড ক'রে দেওয়া হত এবং দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না।" *(বুখারী)*

অনুরূপ ফিতনায় পড়েছিলেন, বহু নবী, সাহাবী, ইমাম ও উলামাগণ। এর উদাহরণ

যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ছয়ঃ মালের ফিতনা

জমি-জায়গা, টাকা-পয়সা একটি বড় ফিতনা। অর্থের লোভে মানুষ ঈমান হারাতে পারে, হক থেকে বিচ্যুত হতে পারে, হক-বিরোধী কথা বলতে-লিখতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (٢٨) سورة الأنفال

অর্থাৎ, জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু এবং নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার। *(সূরা আনফাল ২৮ আয়াত)*

অনুরূপ উক্তি রয়েছে সূরা তাগাবুন ১৫নং আয়াতে।

সেই জন্য মহান আল্লাহ মু'মিনগণকে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٩) سورة المنافقون

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। *(সূরা মুনাফিকূন ৯ আয়াত)*

পরের মাল দেখেও অনেক সময় মুগ্ধ হয়ে ফিতনায় পড়তে পারে মুসলিম। পশ্চিমা বিশ্বের সুখ-সমৃদ্ধি দেখে মনে করতে পারে, তাদের ধর্মহীনতাই তাদেরকে উন্নত করেছে। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (١٣١) سورة طـه

অর্থাৎ, আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। *(ত্বাহা ১৩১)*

মালের ফিতনায় পড়ে মানুষ দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে বিক্রয় করে, অবৈধ উপার্জনে উদ্বুদ্ধ হয়, হারাম পথে ব্যয় করে, অপচয় করে অথবা কার্পণ্য করে।

সূদের মহাজন কি গরীবের রক্ত শোষণে নিশাগ্রস্ত থাকে না? ঘুসখোর কি ঘুসের মজা ছেড়ে হকপথে সহজে ফিরতে পারে? অভিনেতা-অভিনেত্রী, ফিল্ম-নির্মাতা, রূপ-ব্যবসায়ী, অবৈধ পাচারকারী, মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ী, মাযার পরিচালক প্রভৃতিগণ কি

মালের লোভ সামলে হকপথে ফিরে আসার তওফীক সহজে লাভ করতে পারে?

সাতঃ যশের ফিতনা

মানুষের খ্যাতি ও যশ হলে ফিতনায় পড়তে পারে। তাতে সে অহমিকা ও আত্মগর্বে পতিত হতে পারে। অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে।

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। *(সূরা কাহ্‌ফ ২৮ আয়াত)*

মাল ও যশের ফিতনার বিপত্তি সম্বন্ধে মহানবী ﷺ বলেন, "ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান)*

আটঃ স্ত্রী ও নারীর ফিতনা

রূপ-গুণ-ধন দেখে অনেক তরুণী গায়ে পড়া হয়ে পুরুষকে প্রেমের জালে অতঃপর চিরতরে মনের জেলে বন্দী করতে চায়। সে ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিয়ে কোনক্রমেই ফিতনায় পড়া উচিত নয়। অফিসে মহিলা সহকর্মী অথবা প্রাইভেট সেক্রেটারী, চাষ বা বাড়ির কাজে মহিলা কর্মী বা পরিচারিকা, পরের বাড়ি কাজ করার সময় মালিকের বাড়ির মহিলা, টিউশনি করতে গিয়ে গায়ে পড়া ছাত্রী, বেপর্দা একান্নবর্তী অথবা পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতে গিয়ে উপযাচিকা মহিলার ফিতনা থেকে দূরে থাকা জরুরী।

অবৈধ নারী-প্রেম থেকে অনেকে বাঁচতে পারলেও অতিরিক্ত স্ত্রী-প্রেমে অনেকে ফেঁসে যায়। তার ছত্রিশ ছলা-কলার ফলে সে হকচ্যুত হয়। যেমন মায়ের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়, তার প্রেমজালে আবদ্ধ থেকে জিহাদ, ইল্‌ম-অনুসন্ধান তথা আরো অনেক ফরয কাজে পিছপা হয়। স্ত্রীর তাবেদারী করে; এমনকি হারাম কাজেও তার

প্রতিবাদহীন আনুগত্য করে!

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٤) سورة التغابن

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (জেনে রেখো যে,) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(তাগাবুন ১৪ আয়াত)*

নয়ঃ সন্তান-সন্ততির ফিতনা

সন্তান মানুষের মায়ার জিনিস। সেই মায়াজালে জড়িয়ে থেকে সে জিহাদ, ইল্ম তলব তথা আরো অনেক ফরয কাজে গড়িমসি করতে পারে।

সন্তানের মাধ্যমে মান-অপমানের ফিতনায় পড়তে পারে। কন্যাসন্তান সমাজে অনাদৃত হলে তাতেও ফিতনা থাকতে পারে।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সন্তান-সন্ততিকে মানুষের ফিতনা বলেছেন। আর মহানবী ﷺ বলেন, "সন্তান ভীরুতা, কার্পণ্য, দুশ্চিন্তা ও অজ্ঞতা সৃষ্টিকারী জিনিস।" *(আবূ য়্যা'লা প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭০৩৭নং)*

দশঃ দাজ্জালের ফিতনা

মানুষের জীবনে দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আদমের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের (ফিতনা-ফাসাদ) অপেক্ষা অন্য কোন বিষয় (বড় বিপজ্জনক) হবে না।" *(মুসলিম)*

এই জন্য তিনি প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চেয়েছেন এবং চাইতে আদেশও করেছেন।

এগারোঃ মুসলিমদের গৃহদ্বন্দের ফিতনা

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন আছে। ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া বিনাশ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে উক্ত কবরের উপর গড়াগড়ি দেবে আর বলবে, 'হায়! হায়! যদি আমি এই কবরবাসীর স্থানে হতাম!' এরূপ উক্তি সে দ্বীন রক্ষার

মানসে বলবে না। বরং তা বলবে পার্থিব বালা-মুসীবতে অতিষ্ঠ হওয়ার কারণে। *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার দাগ পড়ার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে, সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।" *(মুসলিম ১৪৪ নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস ক'রে ফেলবে। যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত!'

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, '(হে ইবনে মাসঊদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।' *(আব্দুর রায্যাক এটিকে ইবনে মসউদের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করছেন। সহীহ তারগীব ১০৫নং)*

দ্বিতীয়তঃ জিহাদের সময়

সংগ্রাম, জিহাদ বা যুদ্ধ যেমনই হোক, তাতে অবিচলিত ও অটল থাকতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচল থাক এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা আনফাল ৪৫ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ (١٥) وَمَن يُوَلِّهِمْ

يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (١٦) سورة الأنفال

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন (যুদ্ধকালে) অবিশ্বাসী বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তখন (তাদের মুকাবিলা করতে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। সেদিন যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত অন্য কারণে কেউ তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে তো আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা! *(ঐ ১৬ আয়াত)*

তৃতীয়তঃ নীতি-অবলম্বনের সময়

যখন হকপন্থা ও মধ্যমপন্থার নীতি গ্রহণ করবে, তখন তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু এই নীতির উপর তোমাকে পাহাড়ের মত অটল থাকতে হবে। এই নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা মু'মিনদের কাজ। এ নীতিতে কোন প্রকার নমনীয়তা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} (٢٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি। *(সূরা আহযাব ২৩ আয়াত)*

চতুর্থতঃ মরণের সময়

মরণের সময় সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকলে 'সব মন্দ তার, শেষ মন্দ যার' হয়ে যাবে। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে (অর্থাৎ এই কলেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম)*

পক্ষান্তরে মরণের সময় যার অশুভ মরণ হবে, তার অবস্থা নিশ্চয় করুণ হবে। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দাও। *(মুসলিম)*

কিন্তু যার ভাগ্য খারাপ হবে অথবা যে নিজের আমল-আকীদা মলিন ক'রে রেখেছে, সে ঐ কলেমা বলতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের আমল-আকীদা সঠিক

রেখে জীবনে হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে ব্যক্তি মরণের সময়ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং কলেমা বলতে তওফীক লাভ করবে।

যাঁরা আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাহচর্য না পেলেও তাঁর হাদীসের সাহচর্যে থাকেন, তাঁদের একজনের মৃত্যুকালীন কাহিনী শোনো ঃ-

মুহাদ্দিস আবূ যুরআহ রাযীর যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সেখানে আবূ হাতেম, ইবনে ওয়ারাহ, মুনযির বিন শাযান সহ আরো অনেক মুহাদ্দিস ও উলামা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বললেন, 'এই সময় কলেমার তালকীন হওয়া উচিত।' কিন্তু একজন এত বড় মুহাদ্দিসকে কলেমার তালকীন করাতে তাঁরা লজ্জা অনুভব করলেন। বললেন, 'চলুন, আমরা হাদীস আলোচনা করি।'

সুতরাং ইবনে ওয়ারাহ বললেন, 'হাদ্দাসানা আবূ আস্বেম, ক্বালা হাদ্দাসানা আব্দুল হামীদ বিন জা'ফার, আন স্বালেহ বিন আবী......।' এতটুকু বলে তিনি থেমে গেলেন।

অতঃপর আবূ হাতেম বলতে শুরু করলেন, 'হাদ্দাসানা বুন্দার, ক্বালা হাদ্দাসানা আবূ আস্বেম, আন আব্দিল হামীদ বিন জা'ফার, আন স্বালেহ.....।' এতটুকু সনদ বলে তিনিও থেমে গেলেন। আর অবশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ চুপ থাকলেন।

তখন আবূ যুরআহ সেই শেষ অবস্থায় চোখের পাতা মেলে বলতে লাগলেন, 'হাদ্দাসানা বুন্দার, ক্বালা হাদ্দাসানা আবূ আস্বেম, ক্বালা হাদ্দাসানা আব্দুল হামীদ, আন স্বালেহ বিন আবী গারীব, আন কাসীর বিন মুর্রাহ, আন মুআয বিন জাবাল ক্বালা, ক্বালা রাসূলুল্লাহ ﷺ, "যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আর এই বলেই তাঁর রূহ দেহত্যাগ করল! রাহিমাহুল্লাহ। *(সিয়ার আ'লামিন নুবালা ১৩/৭৬)*

কালের আবর্তনে যে থাকে পাহাড়ের মতন অটল, সে হয়ে যায় পালকের মত হালকা! কিন্তু না, পৃথিবী বদলে গেলে যেতে পারে, নদী-সাগর মরুভূমি হলে হতে পারে, মরুভূমি সাগরে পরিণত হতে পারে; তবুও সত্যের ধারক ও বাহক থাকে অটল ও নিশ্চল।

আল্লাহর ওয়াদা,

{يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ} (٢٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী (কালেমা) দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত

করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। *(সূরা ইব্রাহীম ২৭ আয়াত)*

হক ও বাতিল

হক ও বাতিল এক সাথে চলাকালে একদা আপোসের মাঝে এই কথোপকথন হলঃ-

বাতিল ঃ তোমার চেয়ে আমার মাথা বেশী উন্নত।

হক ঃ কিন্তু তোমার চেয়ে আমার পা অধিক সুদৃঢ়।

বাতিল ঃ আমি তোমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

হক ঃ আমি তোমার চেয়ে বেশী দীর্ঘস্থায়ী, চিরন্তন।

বাতিল ঃ আমি তোমাকে এখনই হত্যা করতে পারি।

হক ঃ কিন্তু আমার সন্তানরা কিছুদিন পরে হলেও তোমাকে হত্যা ক'রে ছাড়বে।

বাতিল ঃ আমার সাথে আছে বড় বড় দুর্ধর্ষ ও দুর্দম লোক।

হক ঃ (মহান আল্লাহ বলেন,) "এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদের সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি; কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ব্যতীত চক্রান্ত করে না। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।" *(সূরা আনআম ১২৩)*

* সব আওয়াজের উপর হকের আওয়াজই উঁচু।

* ইমাম মালেক বলেন, যখনই হকের উপর বাতিল জয়লাভ করবে, তখনই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

* হকপন্থী হলে, হক প্রকাশের জন্য শব্দ উঁচু করার প্রয়োজন নেই। হক আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা রাখে।

* সত্য ও সুন্দরের জয় হবেই। অতএব সত্য পথে থাক ও সুন্দরের অনুসরণ কর।

'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে হয় না চঞ্চল আঘাতে না টলে।'

* সূর্যের যেমন তাপ আছে, তেমনি হকপন্থী লোকের মধ্যে নির্ভীক দীপ্তি আছে।

সোনামণি ভাইটি আমার! বোনটি আমার! তোমার মাঝেও সেই দীপ্তি পৃথিবীকে উজ্জ্বল ক'রে তুলুক।

জাগো, ওঠো, ঘুমের বিছানা ছাড়ো, গয়ংগচ্ছ ত্যাগ কর। দ্বিধা-সংকোচ বর্জন ক'রে 'হক'কে 'হক' বলে মেনে নাও। হকপথ তোমার মনোরথ হোক।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.